Contents

৪র্থ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০১

ত্রৈমাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহ্‌রীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
যুলহিজ্জাহ -মুহাররম	১৪২১ -২২ হিঃ
ফালগুন -চৈত্র	১৪০৭ বাং
মার্চ	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহ্‌রীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
E-mail: at-tahreek@rajbd.com

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - মুসলিম উম্মাহর ভাঙনচিত্র (৪র্থ কিস্তি) ০৩
    - *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
  - ইত্তেবা ও আহলেহাদীছ (শেষ কিস্তি) ০৬
    - *ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান*
  - বাংলার মুসলিম সমাজ জীবনে বেদ্বীনী প্রভাব ১০
    - *অধ্যাপক আবদুর রঊফ*
  - নেশা-নিশি-নিঃশেষ ১৬
    - *মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান এম,এ*
  - জায়োনিষ্ট চক্রান্ত ও ফিলিস্তীন সংকট ১৮
    - *মুহাম্মাদ সাঈদুল ইসলাম*
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ২৫
    - *আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*
- অর্থনীতির পাতা
  - পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম ২৬
    - *শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*
- কবিতা ৩০
  - ঈদের চাঁদ -*আমীরুল ইসলাম মাষ্টার*
  - খুশীর ঈদ - *আতাউর রহমান*
  - দু'টি লিমেরিক - *মাহফুযুর রহমান আখন্দ*
  - দুর্নীতি - *মাষ্টার নিযামুদ্দীন আহমাদ*
- সোনামণিদের পাতা ৩২
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৬
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- প্রশ্নোত্তর ৫০

c®Q` : Zvlnx` UvBc Gi m¤úv`bv eewbgŽZ eZvcvov Avn¥j nv`xm gmwR`, MvRxcyi|

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ভালোবাসিঃ

সঊদী আরবের ত্বায়েফ প্রবাসী **আত-তাহরীক**-এর জনৈক পাঠক আমাদের বিগত সম্পাদকীয় 'ভালো আছি' পড়ে প্রভাবিত হয়ে 'ভালোবাসি' নামে আরেকটি সম্পাদকীয় উপহার দেওয়ার দাবী জানিয়ে পত্র লিখেছেন। হজ্জ ও কুরবানী তথা বিশ্ব মুসলিম মহাসম্মেলন ও আল্লাহ্র জন্য জীবন উৎসর্গ করার মহান ব্রত পালন শেষে আমরা কি ভালোবাসি, সেকথা আজ বন্ধু পাঠককে জানিয়ে দিতে চাই।

আমরা ভালোবাসি এমন একটি মানব সমাজ, যেখানে মানুষ আল্লাহ্র গোলামীতে পরস্পরে ভাই হ'য়ে বসবাস করবে। যেখানে মানবতা বিকশিত ও সমুন্নত হবে এবং পশুত্ব দমিত ও শৃংখলিত হবে। **আমরা ভালোবাসি** আল্লাহভীরু এমনকিছু মানুষকে, যারা অনুরূপ কিছু মানুষকে খুঁজে বের করে আল্লাহ্র বিধানে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলে। অতঃপর অন্য মানুষকে অনুরূপভাবে গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট থাকে। **আমরা ভালোবাসি** এমন একটি জামা'আত বা সংগঠনকে, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরস্পরে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যায়। **আমরা ভালোবাসি** এমন একটি সমাজকে, যেখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসবে মানুষ হিসাবে নিঃষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে। যেখানে মানুষ নিজের জন্য যা ভালবাসে, অপরের জন্য সেটাই ভালবাসবে। যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের মানবাধিকার লুণ্ঠিত হবে না। যেখানে মানুষের জান, মাল ও ইযযতের গ্যারান্টি থাকবে। যেখানে মানুষ মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হবে। অপরের মানবাধিকার রক্ষায় এগিয়ে যাবে। এমনকি যেকোন পশু-পক্ষী ও প্রাণীর অধিকার রক্ষায় দরদী মন নিয়ে সচেতন থাকবে। যেখানে দলের নামে, ধর্মের নামে, মাযহাব ও তরীকার নামে, রাজনীতির নামে, ভাষা ও আঞ্চলিকতার নামে, রক্ত ও বর্ণের কারণে মানুষে মানুষে বিভেদ ও হানাহানি থাকবে না। থাকবে না পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, হিংসা ও বিদ্বেষ। থাকবে না ছোট-বড় ভেদাভেদ। যেখানে সাদা-কালো, ধনী-গরীব সকল মানুষের অধিকার সমান থাকবে কেবল 'তাক্বওয়া' ব্যতীত। যারা আল্লাহ্র বিরোধিতায় ত্বাগূতের সাথে কোনরূপ আপোষ করবে না।

আমরা ভালোবাসি আমাদের মাটিকে, আমাদের দেশকে, দেশের মানচিত্রকে। এই মাটিতে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তার পিছনে আল্লাহ্ পাকের এক মহতী উদ্দেশ্য রয়েছে। এই মাটি ও মানুষের প্রতি তাই আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশবাসীর নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়ন এবং দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটির স্বাধীনতা সংরক্ষণ আমাদের মানবিক ও নাগরিক দায়িত্ব। সাগরের কোলঘেঁষা সবুজ-শ্যামলিমায় ভরা, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, নদীবিধৌত আজকের বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। তাই এদেশের বাসিন্দা হ'তে পেরে আমরা যেমন গর্বিত, তেমনি মুসলিম হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সকল মানুষের প্রতি রয়েছে আমাদের বিশেষ দায়িত্ব। আমরা 'ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। **আমরা তাই ভালোবাসি** সেই সামাজিক জীবনকে, যেখানে ন্যায়নীতি বিজয়ী হবে ও দুর্নীতি পরাজিত হবে। যেখানে মযলূম সাহায্য প্রাপ্ত হবে ও যালিম ধিকৃত ও বিতাড়িত হবে। যেখানে মা-বোনেরা সম্মানিতা হবেন, সুশিক্ষিতা হবেন ও মার্জিতা হবেন। যেখানে প্রতিটি মানব শিশু নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে বর্ধিত ও সুশিক্ষা প্রাপ্ত হবে। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে দুনিয়ার যথাযথ ব্যবহার। যে শিক্ষা মানুষকে ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় জ্ঞানে পারদর্শী করে। যে শিক্ষা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যশীল করে তোলে ও সৃষ্টির সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। **আমরা ভালোবাসি** এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। আমরা চাই আজকে সাংগঠনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত 'ইমারতে শারঈ' আগামী দিনে 'ইমারতে মুল্কী' হিসাবে বাস্তবতা লাভ করুক! বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ একটি আদর্শ ও কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক! আল্লাহ আমাদের এই প্রার্থনা কবুল করুন- আমীন!

আমরা ভালোবাসি এমন একটি অর্থনৈতিক সমাজ, যেখানে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে হালাল উপার্জনের সকল পথ খোলা থাকবে ও সেদিকে মানুষকে উৎসাহিত করা হবে এবং হারাম উপার্জনের সকল পথ বন্ধ থাকবে ও সেদিক থেকে মানুষকে বিরত রাখা হবে। যে সমাজে পুঁজির তারল্য থাকবে। মনিব শ্রমিককে ঠকাবে না। শ্রমিক তার কাজে ফাঁকি দিবে না। সকলের পকেটে পয়সা থাকবে, মুখে হাসি থাকবে। যে সমাজে যাকাত নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন ফকীর-মিসকীনের দেখা মিলবে না। গাছতলা ও পাঁচতলার বৈষম্য থাকবে না। অর্থের জন্য মানুষ মানুষকে খুন করবে না, চাঁদাবাজি করবে না, সন্ত্রাস করবে না। দেশের মায়া ছেড়ে মানুষ স্রেফ অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাবে না। যেখানে থাকবে না সুদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী ইত্যাদির মাধ্যমে পুঁজিবাদী শোষণের প্রতারণাপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। থাকবে না পীর-মুরীদী আর কবর পূজার ব্যবসা ফেঁদে নযরানা আর নযর-নিয়াযের মাধ্যমে ধর্মের নামে ভক্তের পকেট ছাফ করার ধোঁকাবাজিপূর্ণ ব্যবস্থা। থাকবে না সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম-এর দাবী অনুযায়ী 'হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান করার' অবাস্তব অর্থনৈতিক সাম্যের নামে ব্যক্তিকে নিঃস্বকারী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। যেখানে থাকবেনা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে আল্লাহ্র আইনকে বিতাড়নের আত্মঘাতি ব্যবস্থা।

আমরা ভালোবাসি এমন একটি রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের পিছনে সমস্ত জাতি সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেখানে একদিকে থাকবে কঠোরভাবে আইনের শাসন। অন্যদিকে থাকবে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতির যথার্থ বাস্তবায়ন। যেখানে সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলাদলি থাকবে না। থাকবে না দলীয়করণের উৎকট নোংরামি। **আমরা ভালোবাসি** এমন একটি বিচার ব্যবস্থা, যেখানে আল্লাহ্র আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন হবে। এলাহী আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগে আল্লাহ্র বান্দারা ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। মানুষের রচিত আইনে মানুষের জেল-যুলুম ও ফাঁসি হবে না। বরং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র আইনকেই সে মাথা পেতে গ্রহণ করবে। পরকালীন মুক্তির স্বার্থে ও জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার ঈমানী তাকীদে অপরাধী আদালতে এসে দৃঢ়ভাবে অকপটে তার অপরাধ স্বীকার করবে ও 'আমাকে পবিত্র করুন' বলে হাসিমুখে আল্লাহ নির্ধারিত অতিবড় কঠিন শাস্তিও মাথা পেতে নিবে মা'এয আল-আসলামীর মত, গামেদ গোত্রের জনৈকা মহিলার মত।

সর্বোপরি **আমরা ভালোবাসি** শিরক ও বিদ'আতমুক্ত এমন একটি সমাজ, যেখানে সর্বত্র আল্লাহ্র নিরংকুশ তাওহীদের জয়জয়কার থাকবে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ সুন্নাতের পাবন্দী থাকবে। যেখানে আসমান ও যমীনের সর্বত্র সকল বস্তু যে মহান সত্তার গুণগানে রত, সেই মহান প্রভু আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান চূড়ান্ত সত্যের উৎস ও মানদণ্ড হিসাবে সর্বদা সর্বত্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভ করবে। সকল মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। আমরা সেই সমাজকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি ও সেই সমাজের প্রতিষ্ঠা কামনা করি। আল্লাহ আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন- আমীন!! (স.স)।

প্রবন্ধ

মুসলিম উম্মাহ্‌র ভাঙনচিত্র

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৩য় বর্ষ ৯, ১০, ১১ সংখ্যা জুন, জুলাই, আগষ্ট ২০০০-এর পরে)

(৪র্থ কিস্তি)

ভাঙনের অবিচ্ছিন্ন তিনটি কারণঃ

উপরের সার্বিক ভাঙনচিত্রের গভীরে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ইসলামের প্রথম যুগ হ'তে এপর্যন্ত ফের্কাবন্দীর প্রলম্বিত ধারার পিছনে অবিচ্ছেদ্য কারণ হিসেবে তিনটি বিষয় প্রকটভাবে ধরা পড়ে। ১- ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ২- অনৈসলামী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ৩- লৌকিক জ্ঞানকে সিদ্ধান্ত দাতা মনে করা।

১- ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়িঃ মানুষ সাধারণতঃ দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। চেতনায় ও কর্মে সকলে সমান নয়। সেকারণ আক্বীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে সচেতন, অলস, দু'মুখো ও অন্যায়পন্থী চার ধরনের লোক পাওয়া যায়। চরমপন্থী ও নরমপন্থী হিসাবেও রয়েছে পার্থক্য। পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রেও তাই রয়েছে স্তরভেদ। বিদ্বানদের মধ্যেও রয়েছে একই স্তরভেদ। কেউ কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য ও শাব্দিক অর্থের প্রতি জোর দিয়েছেন। কেউ সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি, কেউবা বাঁকা অর্থ গ্রহণ করে নিজের ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ বজায় করেছেন।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন ছিফফীন যুদ্ধে আপোষ মীমাংসার বিরোধী হিসাবে (১) 'খারেজী'রা আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-কে 'কাফির' (নাঊযুবিল্লাহ) গণ্য করে বললঃ কবীরা গুণাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তারা দলীল দিলঃ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ 'যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা কাফের'... 'যালিম'... ফাসিক্ব' *(মায়েদাহ ৪৪, ৪৫, ৪৭)*। কারণ তাদের ধারণা মতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে উভয় পক্ষের দু'জন ছাহাবীকে মধ্যস্ততাকারী মেনে নিয়ে আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়ে কুফরী করেছেন। অতএব 'কাফির' হিসাবে তাদের রক্ত হালাল ও তারা অবশ্যই জাহান্নামী (নাঊযুবিল্লাহ)। তার বিপরীতে (২) 'মুরজিয়া'রা বললঃ আমল ঈমানের অংশ নয়। অতএব তা মুমিনের ঈমানের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। সেকারণ কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে মুমিন ও জান্নাতী। এর দ্বারা তারা আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-কে 'কাফির' হওয়া থেকে বাঁচালো। কারণ তারা শালিশ নিয়োগ করে কবীরা গোনাহ করলেও যেহেতু তারা শিরক করেননি, সেহেতু তারা মুমিন। তারা দলীল দিলঃ إِنَّ اللّٰهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপনকে কখনো ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্য যেকোন অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন' (নিসা ৪৮, ১১৬)। (৩) মু'তাযিলারা বললঃ কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি না মুমিন না কাফির, সে মধ্যবর্তী স্থানে এবং ফাসিক্ব। আর ফাসিক্ব যেহেতু আল্লাহ্‌র হেদায়াত বঞ্চিত। অতএব সেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী। তারা দলীল দিলঃ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ 'নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক্ব লোকদের হেদায়াত করেন না' (মুনাফিক্বূন ৬)। (৪) অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াগণ দলীল দিলঃ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، وَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 'আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কর্ণে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তাদের চক্ষুর উপরে রয়েছে আবরণ। তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি' (বাক্বারাহ ৭)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ 'তাঁর নিকটেই রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত কেউই তা অবগত নহে। স্থলভাগে ও জলভাগে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জ্ঞাত আছেন। গাছের একটি পাতাও ঝরে না যা তিনি জ্ঞাত নহেন। মৃত্তিকার অন্ধকার গর্ভে এমন কোন শস্যবীজ নেই এবং সরস বা নিরস এমন কিছুই নেই যা তাঁর সুস্পষ্ট গ্রন্থে (তাক্বদীরে) সন্নিবেশিত নেই' (আল-আন'আম ৫৯)।

পক্ষান্তরে (৫) তাক্বদীর অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়াগণ দলীল প্রদর্শন করল- إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُوْرًا 'আমরা তাদের জন্য পথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষনে সে কৃতজ্ঞ বান্দা হ'তে পারে অথবা অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে' (দাহর ৩)। (৬) শী'আরা আহলে বায়তের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আলী (রাঃ)-কে নবীর আসনে বসিয়ে দিল ও অন্য তিন খলীফা ও তাঁদের সমর্থক ছাহাবীদের 'মুরতাদ' (ধর্মত্যাগী) বলল। এমনকি কোন কোন দল আলী (রাঃ)-কে আল্লাহ ও পরবর্তী শী'আ ইমামদেরকে নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করল। কুখ্যাত ইহুদীসন্তান কুচক্রী আবদুল্লাহ বিন সাবা এমনকি আলী (রাঃ)-এর মৃত্যুকেও অস্বীকার করে বলল- "إن عليا صعد الى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم...وإنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعداءه 'নিশ্চয় আলী ঈসা ইবনে

মারিয়ামের ন্যায় আসমানে উঠে গেছেন। ... তিনি সত্ত্বর দুনিয়াতে অবতরণ করে শত্রুদের বদলা নেবেন' (আল-ফারক্ব বায়নাল ফিরাক্ব পৃঃ ২৩৫)। আলী (রাঃ) এই অতিভক্তদের একটি দলকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন।[১]

বলা বাহুল্য উপরোক্ত বিদ'আতী দলগুলির সকলেই কুরআন ও হাদীছের কিছু অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু অংশ বর্জন করেছে- যা ইহকালীন বিপর্যয় ও পরকালীন মর্মান্তিক শাস্তির কারণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ-

'তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশকে বিশ্বাস করবে ও অন্য অংশকে অবিশ্বাস করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এইরূপ করে থাকে, তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই। আর ক্বিয়ামত দিবসে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে গাফেল নন' (বাক্বারাহ ৮৫)।

এ ছাড়াও বিদ'আতী দলগুলির বিদ্বানগণ তারা কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা ও দূরতম ব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ 'অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে অস্পষ্ট বিষয়গুলির কেবল ফিৎনা বিস্তার ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে... *(আলে ইমরান ৭)*।

এইসব লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ

'তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্র উপরে ঈমান পোষণ করা সত্ত্বেও তারা মুশরিক হয়ে রয়েছে' (ইউসুফ ১০৬)।

২. সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশঃ ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি যুক্তিবাদী মতবাদগুলি মূলতঃ গ্রীক দর্শন হ'তে ইহুদী-খৃষ্টানদের হাত ঘুরে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। যা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি। অনুরূপভাবে শী'আ মতবাদের গায়েবী ইমামের চিন্তাধারাসহ অন্যান্য বাতিল আক্বীদাসমূহ মূলতঃ আবদুল্লাহ বিন সাবা কর্তৃক আনীত খৃষ্টানী চিন্তাধারা থেকে অনুপ্রবিষ্ট। ইমাম ইবনু হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) শী'আ মতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন তৎকালীন পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু পরাশক্তি পারসিকদের গোপন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অংশ বলে মন্তব্য করেছেন।[২]

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরুতে ইহুদী-নাছারা-মজূসী ও দাহ্রিয়া (প্রকৃতিবাদী) মতবাদের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। যাদের অনেকেই গ্রীক দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। বস্তুতঃ কলেমায়ে শাহাদাত পড়া ব্যতীত ইসলাম তাদের লালিত বিশ্বাসে বিশেষ কোন ক্রিয়া করতে পারেনি। এই সময়ে মু'তাযিলাদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে 'কালাম শাস্ত্রে'র প্রচলন হয় এবং বিভিন্ন গ্রীক বই-পত্র আরবীতে অনূদিত হ'তে থাকে। খলীফা মামূনের সময়ে (১৯৮-২১৮ হিঃ) যা চরমোন্নতি লাভ করে। বিভিন্ন বিদ'আতী মতবাদসমূহের জন্ম ও প্রচার-প্রসারে এবং মুসলিম জনমনে ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি ও ঘুণ ধরানোর কাজে ঐসকল অনূদিত অনৈসলামী দর্শন সমূহের অবদান ছিল সর্বাধিক। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮) ও আল্লামা শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।[৩]

৩. লৌকিক জ্ঞানকে সিদ্ধান্তদাতা মনে করাঃ এই সময়ে সৃষ্ট বিদ'আতী দলসমূহ একটি বিষয়ে ছিল সকলে এক। সেটি হ'ল এরা সকলেই নিজস্ব লৌকিক ও মানবীয় জ্ঞানকে সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে গ্রহণ করে। স্ব স্ব ধারণা ও মতবাদ বিরোধী আয়াত ও হাদীছ সমূহকে এরা বর্জন করে অথবা তাবীল বা অপব্যাখ্যা ও দূরতম ব্যাখ্যা করে অথবা প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে অপ্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে। কখনওবা 'মানসূখ' ঘোষণা করে অর্থাৎ হুকুম রহিত বলে দাবী করে। এমনকি নিজ নিজ মতবাদের সমর্থনে এরা ভূরি ভূরি জাল হাদীছ তৈরী করে। মোট কথা নিজেদের গৃহীত আক্বীদা ও পদ্ধতি বিরোধী বিবেচিত হলে সেইসব আয়াত ও হাদীছ তারা কৌশলে বর্জন করে অথবা অপব্যাখ্যা করে। ইমাম শাত্বেবী (মৃঃ৭৯০ হিঃ) বিদ'আতীদের দলীল প্রদর্শনের মিথ্যা অভিনয় সম্পর্কে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করে 'আল-ই'তিছাম' নামক বিরাট গ্রন্থ করেছেন।

এমনিভাবে ইমাম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬) তথাকথিত حجة العقل বা 'জ্ঞান রূপ দলীলে'র বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন এবং উক্ত বানাওয়াট দলীলের বিরোধী ধারণা করে বিদ'আতীরা যেসকল হাদীছ বর্জন করেছে, তার একটি তালিকা ও সাথে সাথে সেসবের জওয়াব দিয়ে আহলেহাদীছগণকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।[৪]

---

১. *কিতাবুল ফাছল ২/১১৪-১৫, লালকাঈ, মুক্বাদ্দামা পৃঃ ৪০।*

২. *কিতাবুল ফাছল ২/১১৫।*

৩. *লালকাঈ, মুক্বাদ্দামাহ পৃঃ ৪৩; আল-মিলাল ১/৩০-৩১।*

৪. *তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ পৃঃ১০৪-৪৫১।*

এটা স্বাভাবিক যে, সকল মানুষের জ্ঞান সমান নয়। তাই একজনের নিকট 'ইস্‌তিহ্‌সান' বা সুন্দর বিবেচিত হ'লেও অন্যের নিকট তা নাও হ'তে পারে। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ মুসলিম উম্মাহ্ আজ বিভিন্ন নেতা ও ইমামের অনুসরণে বিভিন্ন দল ও মাযহাবে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। অথচ মানুষের লৌকিক জ্ঞানই যদি ভাল-মন্দ যাচাইয়ের নির্ভুল মাপকাঠি হ'ত, তাহ'লে অহি-র বা নবীর কি দরকার ছিল? শারঈ বিষয়সমূহে প্রত্যেকের স্ব স্ব সিদ্ধান্তকে অহিয়ে ইলাহীর দেওয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের নিকট নিঃশর্তভাবে সমর্পণ করার নামই তো 'ইসলাম'। আর তবেই তো আমরা 'মুসলিম' বা 'আত্মসমর্পিত জাতি'।

বিদ'আতী ফের্কাসমূহের কালানুক্রমিক বিবরণ

১ম যুগ (-৩৭ হিঃ) সোনালী যুগঃ

ইসলামের সর্বাপেক্ষা নির্ভেজাল ও সোনালী ঐতিহ্যে ভরা এই যুগে ছিটেফোঁটা দু'একটি প্রশ্ন ছাড়া আক্বীদাগত বিষয়ে কোন বিদ'আত দেখা দেয়নি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ তেইশ বৎসরের নবুঅতী জীবনে মাত্র তেরটি প্রশ্ন করেছিলেন। যার সবগুলিরই জওয়াব কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। একবার তাক্বদীর নিয়ে কয়েকজন ছাহাবী বিতর্ক করায় আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাঁদেরকে ভীষণভাবে ধমক দেন। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বনু গোনায়েম গোত্রের ছুবাইগ বিন আসাল নামক জনৈক ব্যক্তি কুরআনের 'মুতাশাবিহ' আয়াত সমূহ নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করলে তিনি তাকে দরবারে ডাকিয়ে এনে নিজ হাতে বেত্রাঘাত করে তার মাথা হ'তে রক্ত ঝরিয়ে দেন। তখনই সে তওবা করে। মোটকথা এই যুগে কোন বিদ'আত মাথা চাড়া দেয়নি।

২য় যুগ (৩৭-১০০ হিঃ)ঃ

এই যুগে ওছমান (রাঃ)-কে হত্যার রেশ ধরে আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সৃষ্ট রাজনৈতিক গোলযোগে জন্ম নেয় আলী বিরোধী ও আলীপক্ষীয় দু'টি দল 'খারেজী' ও 'শী'আ'। একই কারণে সৃষ্টি হয় নিরপেক্ষতার দাবীদার শৈথিল্যবাদী 'মুরজিয়া' দলের। যেগুলি পরে আক্বীদাগত বিভ্রান্তিতে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে 'ভ্রান্ত ফের্কা' হিসাবে গণ্য হয়। এই যুগের শেষ দিকে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের খেলাফত কালে (৬৫-৮৬) মা'বাদ আল-জুহানীর (মৃঃ ৮০ হিঃ) দ্বারা সৃষ্টি হয় তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী 'ক্বাদারিয়া' মতবাদ।

৩য় যুগ (১০০-১৫০ হিঃ)ঃ

এই যুগে সৃষ্টি হয় জাবরিয়া, মু'তাযিলা, মুশাব্বিহা প্রভৃতি মতবাদের। জা'দ বিন দিরহাম (মৃঃ ১২৪ হিঃ) ও জাহ্ম বিন ছাফওয়ান (মৃঃ ১২৮ হিঃ) এই সময়ে জাব্‌রিয়া মতবাদ এবং ওয়াছিল বিন 'আত্বা (৮০-১৩১ হিঃ) মু'তাযিলা মতবাদ প্রচার করেন। ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া ও মু'তাযিলাগণের পক্ষ হ'তে আল্লাহকে যাবতীয় গুণমুক্ত বলে দাবী করা হয়। অতঃপর এর প্রতিবাদে আল্লাহ্কে গুণযুক্ত সত্তা হিসাবে প্রমাণের সপক্ষে খ্যাতনামা মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ মুক্বাতিল বিন সুলায়মান (মৃঃ ১৫০ হিঃ) বছরায় প্রচারণা শুরু করেন। পরে 'কাররামিয়া' দলের নেতা মুহাম্মাদ বিন কাররাম (মৃঃ ২৫৫ হিঃ) খোরাসান ও ফিলিস্তীনে এই মতবাদের প্রচারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আল্লাহকে সাধারণ প্রাণীদেহের সঙ্গে তুলনা করেন। ফলে এই দল মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যবাদী) ও মুজাস্‌সিমা (কায়াবাদী) নামে পরিচিত হয়ে যায়।

৪র্থ যুগ (১৫০-২৩২ হিঃ)ঃ

এই যুগে নূতন কোন বিদ'আতী দলের জন্ম না হ'লেও উপরে বর্ণিত বিদ'আতী ফির্কাগুলি পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তবে তার ফলে পৃথক দলীয় অস্তিত্বের বিলোপ ঘটেনি। এই যুগের শেষ দিকে আব্বাসীয় খলীফা মামূন (১৯৮-২১৮), মু'তাছিম (২১৮-২২৭) ও ওয়াছিক্ব বিল্লাহ (২২৭-২৩২) কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে মু'তাযিলা মতবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১) সহ অনেকে এ সময় নিগৃহীত হন। মুতাওয়াক্কিলের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের (২৩২-২৪৭) পর এই ফিৎনা দূর হয়।

৫ম যুগ (২৩২-৪র্থ শতাব্দী হিজরী ও তৎপরবর্তী কাল)ঃ এই যুগে মু'তাযিলারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও আইন সূত্রগত বা উছূলী বিতর্ক শেষ হয়নি। কারণ ইসলামী খেলাফতের সীমানা বৃদ্ধি এবং নও মুসলিমদের আনীত ইহুদী, খৃষ্টানী, মজূসী, যরদশতী, ভারতীয় (সামানী), তুর্কী, ঈরানী ও অন্যান্য অনৈসলামী ছাবেঈ দর্শন গ্রন্থ সমূহ আরবীতে অনূদিত হওয়ায় মুসলিম জনসাধারণের চিন্তা-চেতনায় দারুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কুরআন-হাদীছের সহজ-সরল পথ ছেড়ে দিয়ে লোকেরা লৌকিক জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান তালাশ করতে শুরু করে। মু'তাযিলা পণ্ডিতগণ এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ২২০ হিজরীর দিকে তাবে-তাবেঈদের যুগ শেষ হবার পরে বিভিন্নরূপী বিদ'আত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং পূর্বেকার অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম সমাজ কালাম ও দর্শনশাস্ত্র, ছূফীবাদ ও তথাকথিত বাতেনী ইলমের কুটতর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন ফেক্বহী বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-বৈষম্য সামাজিক ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই যুগে তাক্বলীদের আবির্ভাব হয় এবং অনেকে তাক্বলীদের বেড়াজালে আবেষ্টিত হ'য়ে সুন্নাতে ছহীহার নিরপেক্ষ অনুসরণ-এর চিরন্তন আহলেহাদীছ নীতি হ'তে সরে পড়ে। ফলে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত হানাফী,

শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী প্রভৃতি বিভিন্ন মযহাবে বিভক্ত হয়ে যায়।

ইমাম গায্যালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) এই সময়কার সুন্দর বাণীচিত্র অংকন করেছেন এভাবে-

'খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার পরে ইসলামী খেলাফতের শাসনক্ষমতা এমন লোকদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, যাঁরা শরী'আত সংক্রান্ত বিষয়ে ছিলেন অনভিজ্ঞ। ফলে সকল ব্যাপারে তাঁরা আলেমদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তখনও আলেমদের মধ্যে এমন কিছু আলেম ছিলেন, যাঁরা স্বর্ণযুগের বিদ্বানগণের ন্যায় জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। তাঁরা বিদ্যা, প্রজ্ঞা ও সরলতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। কোন (সরকারী পদে) তলব করা হ'লে তাঁরা পালিয়ে যেতেন বা প্রত্যাখ্যান করতেন। ফলে সব ধরনের লোকের শ্রদ্ধা লাভ করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হ'লেও সত্য যে, সে সময় এমন অনেক আলেম ছিলেন, যাঁরা তাঁদের ইল্মকে দুনিয়াবী ইয্যত ও পদমর্যাদা হাছিলের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। ফলে তারা সমাজের শ্রদ্ধা হারালেন এবং فاصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين 'একদিন যে ফক্বীহগণ আহুত হ'তেন, তারা এখন আহবানকারী হয়ে গেলেন'।.... ইতিপূর্বেই (গ্রীকদের অনুকরণে) মুসলিম পণ্ডিতগণ কালাম শাস্ত্রের কুটতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এভাবে আলেমদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। (এই সুযোগে) খলীফাগণ বিশেষ করে হানাফী-শাফেঈ বিতর্কে ইন্ধন যোগাতে শুরু করেন। উভয় পক্ষে বহু ঝগড়া-বিবাদ ও লেখনী পরিচালিত হ'ল। এই অবস্থা এখনও চলছে। আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতের লিখন কি আছে'।[৫]

উপরোক্ত উদ্ধৃতির পরে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) বলেন, ফক্বীহদের এই ঝগড়া ও দলাদলি, ক্বাযীদের যুলম এবং জাহিল মুফতী ও শাসকদের বাড়াবাড়ির ফলে সাধারণ মুসলমানগণ নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অভিজ্ঞ আলেমদের নিকট হ'তে কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী ফৎওয়া তলব করার চিরন্তন রীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং প্রচলিত কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করেই নিশ্চিন্ত হ'তে চেষ্টা করে'।

বলা যেতে পারে যে, একই রীতি সমাজের প্রায় সর্বত্র আজও কমবেশী বহাল রয়েছে।

তাই ৫ম যুগটিকে 'তাক্বলীদী যুগ' বলা চলে। আমরা সম্ভবতঃ এখনও এই যুগেই বাস করছি।

(চলবে)

৫. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, মিসরী ছাপা পৃঃ১২২-২৩।

ইত্তেবা ও আহলেহাদীছ

-ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান

[শেষ কিস্তি]

সরবে আমীন বলাঃ মুক্তাদীগণ জেহরী ছালাতে 'আমীন' সরবে আর সের্রি ছালাতে নীরবে বলবেন। এটা ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব (রহঃ) প্রমুখ এর অভিমত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন কোন দো'আ সরবে পড়তে হয়, আবারকোন কোন দো'আ নীরবে পড়তে হয়। ছালাতে সূরা ফাতেহার 'ইইয়া-কা না'বুদু' থেকে শেষ পর্যন্ত দো'আ। জেহরী ছালাতে ইমাম ঐ অংশটুকু নীরবে পড়লে ছালাত হবে না। সুতরাং জেহরী ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষানুযায়ী অবশ্যই সরবে আমীন বলতে হবে। এটিই ছহীহ সুন্নাহ সম্মত।[১৫]

রাফ'উল ইয়াদায়েনঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূতে যাওয়া এবং রুকূ হ'তে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন'।[১৬] আর এটিই ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, মালেক (রহঃ), অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ এবং ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র ইমাম আবু ইসমাহ বলখী সহ কতিপয় হানাফী বিদ্বানের অভিমত।[১৭]

আল্লামা সুয়ূত্বী, শায়খ আলবানী (রহঃ) ও ইমাম সুবকী ছালাতে রুকূতে যাওয়ার আগে এবং রুকূ থেকে উঠার সময় হাত উঠানোর হাদীছটি 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের বলেছেন। ছাহাবীদের মধ্যে যারা রাফ'উল ইয়াদায়নের হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাঁদের সংখ্যা পঞ্চাশে উন্নীত হয়েছে। তন্মধ্যে এ সুন্নাতের পক্ষে 'আশারায়ে মুবাশ্শারা'র দশজন ছাহাবী ঐক্যমত পোষণ করে হাদীছ বর্ণনা করেছেন'।[১৮] ইমাম তাক্বীউদ্দীন সুবকী 'জুযয়ে সুবকী' কিতাবে উক্ত নামসমূহ উল্লেখ করেছেন।

লেখক জাবির বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছকে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, 'আমরা নবী (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করতাম, তখন ডানে-বামে হাত উত্তোলন পূর্বক ইঙ্গিত করে 'আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ' বলতাম। তখন নবী (ছাঃ) আমাদেরকে বলেন, তোমরা কেন তোমাদের হাতগুলিকে দুরন্ত ঘোড়ার লেজের মত নাড়ানাড়ি করছ? তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে তার রানের উপর হাত রেখে ডানে ও বামে উপস্থিত ভাইয়ের প্রতি সালাম দেবে'।

** পোঃ বক্সঃ ২৬৩০, মানামা, বাহরায়েন।*

১৫. দারা কুৎনী হা/১২৫৩-৫৫, ৫৭, ৫৯; আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৪১০; বুখারী তা'লীক্ব ১/১০৭ পৃঃ ফৎহুল বারী হা/৭৮০-৮১, মুসলিম হা/৪১০।

১৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯৪; 'ছিফাতুছ ছালাত' অনুচ্ছেদ।

১৭. আলবানী, সিফাতু ছালাতিন নবী।

১৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭, ফৎহুল বারী ২/২৫৮।

এ হাদীছে সালামের সময় হাত উঠানোকে ঘোড়ার লেজ নাড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। রুকূতে যাবার ও উঠার সময় হাত উঠাতে বাধা দেওয়া হয়নি। এটি তাশাহ্হুদের অবস্থায়। যদি রুকূতে যাবার ও উঠার সময় এ হুকুম মেনে নেওয়া হয়, তাহ'লে বিতরের কুনূত পড়ার আগে ও দুই ঈদের তাকবীরেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সেখানেও হাত উঠানো যাবে না। কিন্তু বিতরের ও ঈদায়নের তাকবীরের বেলায় তা বলা হয় না।

রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় হাত উঠাতে দেখে অনেকে বিরক্ত হন। অথচ এর পক্ষে অসংখ্য ছহীহ হাদীছ আছে, যাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে হাত উঠাতেন এবং রুকূর পূর্বে ও পরে হাত উঠাতেন এবং তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়ও হাত উঠাতেন *(বুখারী, মুসলিম)*। যা বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্ত্বা মালিক, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযায়মা, হাকিম, আহমাদ, মুয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, শাফিঈ, তাবারাণী, বায়হাক্বী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যার সংখ্যা অন্যূন চারশত।[১৯] সুতরাং এটা যে উত্তম সুন্নাত এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আলোচনার শেষে লেখক বলেছেন, 'হানাফীগণ মুরসাল, মু'আল্লাক্ব ও যঈফ হাদীছকে ক্বিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন'। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে প্রস্তুত করে নিল'।[২০] কাজেই যঈফ হাদীছের ব্যাপারে একটু শিথিলতা প্রদর্শন দেখাতে গেলে অবিকৃত অবস্থায় শরীয়ত পাওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইবনুল হুমাম (রঃ) বলেন, ছাহাবীদের উক্তি তখন প্রমাণ হ'তে পারে, যখন তা সুন্নাতের বিপরীত না হয়'। কাজেই এটাই প্রমাণিত যে, বিশুদ্ধ সুন্নাতে অপ্রমাণ্য হাদীছের কোনই স্থান নাই।

বর্তমান যুগে আহলেহাদীছদের পরিচয় আলোচনা করতে গিয়ে লেখক তিন তালাক এবং ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমি আহলেহাদীছগণের কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করব।

আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের নিকটে রাসূল (ছাঃ) যা নিয়ে আসেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*। 'যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) কোন বিষয়ে ফায়ছালা দেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য সেখানে তাদের নিজস্ব কোন ফায়ছালা পেশ করার অধিকার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হ'ল' *(আহযাব ৩৬)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার হুকুম দানের অধিকারীদের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহ'লে সে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই হ'ল উত্তম ও সুন্দর পথ' *(নিসা ৫৯)*। ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে বলেছেন, 'হাদীছ মওজূদ থাকা অবস্থায় ক্বিয়াস বৈধ নয়'। একেই উছূলী বিদ্বানদের ভাষায় বলা হয়েছে 'যখনই হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই ইজতিহাদ বাতিল হবে'।[২১]

ইবনে হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, 'মওকূফ বা মুরসাল হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হবে না। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) *(১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ)* বলেন, 'আহলেহাদীছদের নিকটে কোন সমস্যার সমাধান কুরআনে স্পষ্ট পাওয়া গেলে অন্যত্র তা সন্ধান করা বৈধ নয়।

কুরআনের হুকুম দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট হ'লে হাদীছ তার ফায়ছালাকারী হবে। যখন কুরআনে কোন হুকুম না পাওয়া যাবে, তখন তা হাদীছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। সে হাদীছ বিদ্বানগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত থাকুক বা না থাকুক... 'কেউ তার উপর আমল করুক বা না করুক। অতঃপর কোন মাসআলায় হাদীছ পাওয়া গেলে তার বিপরীতে কোন ছাহাবীর কথা বা মুজতাহিদের ইজতিহাদ গ্রহণীয় হবে না'।[২২]

তিন তালাকঃ এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া যে শরীয়তের বিধি বহির্ভূত এ সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। আর এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করলে তিন তালাকই প্রযোজ্য হবে, একথাও প্রথম যুগে কারু মুখ হ'তে উচ্চারিত হয়নি।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে, হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের দুই বৎসর কাল পর্যন্ত একত্রে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক বলেই গণ্য হ'ত। পরে ওমর (রাঃ) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে, যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা তাদের উপর তিন তালাকের বিধান জারী করে দেই, তাহ'লে উত্তম হয়। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) সেই ব্যবস্থাই প্রবর্তন করলেন।[২৩] তবে পরবর্তীতে এই ইজতিহাদী ভুলের জন্য

---

১৯. *মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, সিফরুস সা'আদাত পৃঃ ১৫; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৬৫।*
২০. *বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়।*
২১. *আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন পৃঃ ২৭।*
২২. *আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১৩৪-৩৫।*
২৩. *সহীহ মুসলিম হা/১৪৭২ 'তিন তালাক' অনুচ্ছেদ, দেওবন্দ ছাপাঃ পৃঃ ৪৭৮।*

তিনি দারুণভাবে অনুতপ্ত হন এবং স্বীয় মতামত পরিত্যাগ করেন।[২৪]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইয়াজীদের পুত্র রুকানা তাঁর স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর জন্য অতিশয় শোকাকুল হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপে তালাক দিয়েছ? রুকানা বলল, একসাথে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই তালাক এক তালাক বলেই গণ্য হবে। সুতরাং তুমি যদি মনে কর তবে তাকে পুনঃগ্রহণ করতে পার। এর ফলে রুকানা তার তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/১৯২২)*। এই হাদীছটি বিশুদ্ধ এবং সর্বপ্রকার ত্রুটি বিমুক্ত। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, হাফিয আবু ইয়ালা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বের মাধ্যমে বর্ণিত এই হাদীছটি বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। এই হাদীছটি বক্ষ্যমাণ মাসআলার অকাট্য প্রমাণ। অন্যান্য রেওয়ায়াতে যে সকল ত্রুটি বা পরোক্ষ ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে এতে সেগুলি নেই।[২৫]

একসাথে তিন তালাক দেওয়া অবৈধ হ'লেও যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তাহ'লে উহা এক তালাক গণ্য হবে এবং তালাকের নির্ধারিত ইদ্দতের মধ্যে উক্ত স্ত্রীকে তার স্বামী বিনা বিবাহেই ফিরিয়ে নিতে পারবে।

তারাবীহঃ 'ক্বিয়ামুল লাইল' যাকে রামাযান মাসে তারাবীহ ও অন্য মাসে তাহাজ্জুদ বলা হয়ে থাকে। বিতর সহ তারাবীহর সংখ্যাতে বিদ্বানদের মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান। কেউ বলেছেন, ১১ রাক'আত, কেউ ১৩ রাক'আত, কেউ ১৯ রাক'আত, কেউ ২৩ রাক'আত, কেউ ২১ রাক'আত, কেউ ২৯ রাক'আত এবং কেউ বলেছেন, ৩৯ রাক'আত, কেউ ৪১ রাক'আত, কেউ ৪৭ রাক'আত, কেউ ৪৯ রাক'আত।[২৬]

মুফতী মুহাম্মদ ইবনু ছালেহ আল-ওছায়মিন বলেছেন যে, উপরোক্ত সংখ্যার মাঝে সর্বাধিক প্রাধান্যতম সংখ্যা হচ্ছে ১১ বা ১৩ রাক'আত।[২৭]

মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁকে বিশ্ব নবী (ছাঃ)-এর রামাযানের রাত্রির ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রামাযান এবং অন্য সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগার রাক'আতের অধিক রাতের ছালাত আদায় করতেন না'।[২৮]

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর রাত্রির ছালাত ছিল তের রাক'আত।[২৯]

আল্লামা আলবানী (রহঃ) সহ অনেকে উক্ত হাদীছের বর্ধিত দু'রাক'আতকে এশার দু'রাক'আত সুন্নাত বুঝায়েছেন। সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) উবাই বিন কা'ব এবং তামীম আদ-দারীকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁরা যেন লোকদের নিয়ে এগার রাক'আত ক্বিয়ামুল লাইল (তথা তারাবীহ) আদায় করেন'।[৩০]

উপরোক্ত বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহের দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহর ছালাত বিতরসহ এগার রাক'আত।

অনেকে 'ছালাতুত তারাবীহ' বিতর ছাড়া বিশ রাক'আত সাব্যস্ত করে থাকেন এই হাদীছের দ্বারা যে, 'ইয়াযীদ বিন রুমান থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রাঃ)-এর যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত। অন্য বর্ণনায় আছে, একুশ রাক'আত তারাবীহ চালু করেছিলেন।[৩১] উপরোক্ত বর্ণনা দু'টি যঈফ এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে 'মরফূ' সূত্রে যে বর্ণনা আছে তা জাল। এছাড়া ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যে সব 'মরফূ' হাদীছ এসেছে তার কোনটা জাল ও কোনটা যঈফ।[৩২]

এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবাগণের মধ্যে এগার বা তের রাক'আতের অতিরিক্ত কারু ফৎওয়া বা আচরণ প্রমাণিত হয় না। হযরত ওমর (রাঃ) স্বয়ং এগার রাক'আত তারাবীহ পড়ার আদেশ প্রদান করেছিলেন। তাঁর এই অভিমত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রমাণিত আমল দ্বারা সাব্যস্ত ও বলিষ্ঠ হয়েছে। যা পূর্বে দলীল সহ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত মতভেদ ভুলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অগ্রগণ্য করাই মুসলমানগণের কর্তব্য *(নিসা ৫৯)*।

হানাফী মতে বিশ রাক'আতের অবস্থাঃ

(১) বিশ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে হানাফী ফিক্বহের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম

---

২৪. *ইবনুল ক্বাইয়ুম, ইগাছাতুল লাহ্ফান ১/২৭৬-৭৭ পৃঃ।*
২৫. *ফতহুল বারী ৯/২৯০ পৃঃ।*
২৬. *নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, ৫৩ পৃঃ।*
২৭. *মাজালিসু শাহরি রামাযান।*
২৮. *বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, তিরমিযী তুহফা সহ হা/৪৩৭, 'রাতের ছালাত' অধ্যায়, ২/৫১৮ পৃঃ, বুলূগুল মারাম হা/৩৬৭, ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৬৬।*
২৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৭; মুসলিম হা/১৩৯।*
৩০. *মুওয়াত্ত্বা মালিক ১/১৩৬-১৩৭ পৃঃ, আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/১৩০২ ১/৪০৮ পৃঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৬, ৪৪৫, 'রামাযানের রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*
৩১. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, 'রামাযানের রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ; মুছান্নাফ আবদুর রাযযাক হা/৭৭৩০।*
৩২. *বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২, 'রামাযানের রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া, হা/৪৪৬-এর আলোচনা ২/১৯৩ পৃঃ; মির'আতুল মাফাতীহ হা/১৩০৮ ও ১২, ২/২২৯, ২৩৩ পৃঃ; যঈফের কারণ দেখুন, মীযানুল ই'তিদাল ১/১৮১ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ৬/৩১০।*

(রঃ) বলেন, 'উক্ত হাদীছটি দুর্বল এবং বুখারী, মুসলিম রেওয়ায়াতকৃত বিশুদ্ধ হাদীছের বিরোধী'।[৩৩]

(২) হিদায়ার বর্ণিত হাদীছ সমূহের ভুল-ত্রুটি যাচাইকারী হানাফী পণ্ডিত আল্লামা যায়লাঈ বলেন, 'বিশ রাক'আতের হাদীছটি যঈফ হবার সাথে সাথে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছের (এগার রাক'আতের) বিরোধী'।[৩৪]

(৩) আল্লামা আইনী হানাফী (রহঃ) বলেন, তুমি যদি প্রশ্ন কর যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ পড়ানোর যে বর্ণনা আছে, তাতে তো রাক'আতের উল্লেখ নেই। আমি বলব, ইবনু খুযায়মা ও ইবনু হিব্বান জাবের (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিয়ে রামাযানে আট রাক'আত ছালাত পড়ান।[৩৫]

(৪) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (রহঃ) বলেন, একথা না মানার কোন উপায় নেই যে, নবী (ছাঃ)-এর তারাবীহ আট রাক'আত ছিল।[৩৬]

ওয়াহাবী প্রসঙ্গঃ

লেখকের ভাষায়- 'ওয়াহাবী' একটি ভ্রান্ত ফিরকা। তারা লা মাযহাবী, ওয়াহ্হাবী' ইত্যাদি। এখানে শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লা বিন বায (রহঃ)-এর 'সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) আঁকড়ে ধরা এবং বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য' বই হ'তে ওয়াহাবী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করছি (যদিও ওয়াহ্হাবী ও আহলেহাদীছ এক নয়)।

তিনি বলেন, 'ওয়াহ্হাবী' পন্থীরা মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এই সাক্ষ্য বাস্তবায়নে বিদ'আত, কুসংস্কার ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবর্তিত শরীয়ত বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান বর্জনে দৃঢ় বিশ্বাসী। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর এই ছিল আক্বীদা। এই আক্বীদার ভিত্তিতেই তিনি আল্লাহ্র বন্দেগী করেন এবং এই দিকেই লোকদের আহ্বান জানান। যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কিছু তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত করবে, সে মিথ্যা এবং বানোয়াট কথা বলে স্পষ্ট পাপ করবে। সে এমন কথা বলবে, যা তার জানা নেই। আল্লাহ তাকে এবং তার মত এইরূপ অপবাদকারীদের যথাযথ শাস্তি দিবেন।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব যে সব মূল্যবান বিবৃতি দিয়েছেন এবং অতি উচ্চমানের অনন্য গবেষণাপত্র ও পুস্তকাদি রচনা করেছেন, তাতে তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার (ছাহাবাদের) আলোকে তাওহীদ, ইখলাছ ও শাহাদাতের আলোচনা করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের এবাদতের যোগ্যতা খণ্ডন করেছেন এবং ছোট বড় সকল প্রকার শিরক থেকে পাক হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্কেই পূর্ণভাবে এবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর পুস্তকাদি যথাযথ অধ্যয়ন করেছেন এবং তাঁর সুশিক্ষিত ও যোগ্যতা সম্পন্ন সহচর ও শিষ্যদের মতাদর্শ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, সে সহজেই বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি সালাফে ছালেহীন ও আইম্মায়ে দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁদেরই মত একমাত্র আল্লাহ্র এবাদতের কথা বলতেন এবং কুসংস্কার ও বিদ'আতকে প্রত্যাখান করতেন'।

স্বনামে, অন্য নামে বা বিকৃত নামে যেভাবে হউক না কেন, ছাহাবা যুগ থেকে এ যাবত মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে 'আহলেহাদীছ' বা 'আহলে সুন্নাত' হিসাবে একটি দল বিরাজমান ছিল, আজও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। যাঁরা কোন মতবাদ বা নির্দিষ্ট মাযহাবের দিকে আহ্বান জানায় না; বরং একটি পথের দিকে আহ্বান জানায়। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা জান্নাত।

আহলেহাদীছদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ এবং তাঁর মাননীয় সহচরবৃন্দের মিলিত সুন্নাত সকল দিক দিয়েই যথেষ্ট। অতএব, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি! আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!!

[ছালাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাধানের জন্য ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য অন্যন্য পুস্তক 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' পাঠের অনুরোধ রইল। -সম্পাদক]

৩৩. *ফৎহুল ক্বাদীর ১ম খণ্ড, ৪৬৮ পৃঃ।*
৩৪. *নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ১৫৩ পৃঃ।*
৩৫. *উমদাতুল ক্বা-রী ৭ম খণ্ড, ১৭৭ পৃঃ, মুনীরিইয়াহ ছাপা।*
৩৬. *আল-আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ।*

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং
ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন
বিক্রয় করা হয়। ডলারের
ক্রয় করা হয় ও পাসপো
করা হয়।
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

বাংলার মুসলিম সমাজ জীবনে বেদ্বীনী প্রভাব

-প্রফেসর আবদুর রউফ (অবঃ)*

আল্লাহ তা'আলা গাফূরুর রাহীম মানুষের সমুদয় পাপ মার্জনা করতে পারেন, কিন্তু তিনি শিরক-এর মহাপাপ কোনদিন ক্ষমা না করার হুঁশিয়ারী কুরআন শরীফে বহুবার উচ্চারণ করেছেন। কাজেই এ শিরক বা অংশীবাদিতার সর্বনাশা মহাপাপ থেকে আমাদের সর্বতোভাবে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা একান্ত যরূরী। অথচ দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, এ দেশের মুসলিম সমাজে বেদ্বীনী প্রভাব উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ মিল্লাত আজ শিরক কবলিত। আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় উলামায়ে দ্বীন সর্বদা ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থেকে সমাজ থেকে শিরক-বিদ'আত-কুসংস্কার ইত্যাদির মূলোৎপাটনে তৎপর থাকা সত্ত্বেও নিত্য-নতুন শিরকের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। এ মহাপাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় আমাদের সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহল যেমন তথাকথিত পরমতসহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রদর্শনে উৎসাহী তেমনি নিরক্ষর সমাজও যুগ যুগ ধরে গুমরাহীর উত্তরাধিকারী অর্জন করে এ মহাপাপ লালনে অত্যন্ত যত্নবান।

সুদীর্ঘকাল যাবত পৌত্তলিক সমাজের পাশাপাশি অবস্থানের দরুন এ দেশের মুসলিম সমাজে বহু হিন্দুয়ানী ভাবধারা তথা শিরক-এর যেমন অনুপ্রবেশ ঘটেছে তেমনি খৃষ্টানী শাসন আমলে ইউরোপ ও বহির্বিশ্বের নানাবিধ কুপ্রথা, কুসংস্কারও এখানে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এ জাতীয় শিরক এবং ইসলাম পরিপন্থী অপসংস্কৃতি ও কর্মধারা এই মুহূর্তে সমূলে উৎপাটন না করলে জগদ্দল পাথরের মত তা এক সময়ে গোটা মিল্লাতকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এ ধরনের শিরকমূলক কিছু প্রথা, পরিভাষা, শব্দ ও লোকাচারের উপর আলোকপাত করছি।

১. কপালের লিখনঃ হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, সন্তানের জন্মের ষষ্ঠ রজনীতে একজন দেবতা এসে ঐ নবজাতকের কপালে তার ভাগ্যলিপি লিপিবদ্ধ করে থাকে। তার সমগ্র জীবনে যা কিছু সংঘটিত হবে ঐ রাতে নির্দিষ্ট দেবতা তা যথাযথভাবে লিখে যাবে বিধায় তাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা শিশুর শিয়রে দোয়াত ও কলম রেখে দেয়। তথাকথিত এই লেখার সুবাদে হিন্দু সমাজে একটা কথা চালু আছে যে, কপালে যা লেখা আছে তা অবশ্য অবশ্য সংঘটিত হবেই। এটা তাদের শুধু দৃঢ় বিশ্বাসই নয়- ধর্মীয় বিশ্বাস। পরম পরিতাপ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পৌত্তলিক সমাজের প্রভাবে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এর অশুভ অনুপ্রবেশ ঘটায় 'কপালের লেখা' কথাটা বিশ্বাস সহ অধিকাংশ ব্যক্তিই উচ্চারণ করে থাকেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, তাক্বদীর সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়- যা আমাদের ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। হিন্দু ধর্মের অনুসরণে এ দেশের মুসলিম সমাজের একাংশে পূর্বোক্ত ষষ্ঠ রজনীতে 'ছয়রাত' অনুষ্ঠানের কথা শোনা যায়। পৌত্তলিকদের ধারণা বিশ্বাস লালিত এ সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রেণী বিশেষতঃ নারী মহলে ঘটা করে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এ উপলক্ষে মীলাদ-মাহফিলেরও সংবাদ পাওয়া যায়।

২. মন্বন্তরঃ হিন্দুদের দেব-দেবীর সংখ্যা নাকি তেত্রিশ কোটি। তারা এক একজন একেক দায়িত্বে নিয়োজিত বলে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। তাদের ধর্মশাস্ত্রে 'মনু' নামের ভগবান বা দেবতার উল্লেখ আছে। সৃষ্টির সূচনাপর্ব থেকে কয়েকজন 'মনু' পর্যায়ক্রমে মহাপ্রলয় পর্যন্ত পৃথিবীর শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। যখন একজন মনুর শানকাল সমাপ্ত হয়, তখন তাকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় এবং পরবর্তী মনুর আগমনের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ অন্তবর্তীকালকে (Interim Period) বলা হয় মন্বন্তর (মনু+অন্তর)। হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস এই যে, ভগবান মনুর অবর্তমানে গোটা সৃষ্টিজগতে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক জগতে অরাজকতা বা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। যার অনিবার্য পরিণতি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ফসলহানি এবং দুর্ভিক্ষ। হিন্দু সমাজ যেমন এ ধরনের দুর্ভিক্ষকে 'মন্বন্তর' হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকে, মুসলিম সমাজেও তা একইভাবে উচ্চারিত হ'তে দেখা যায়। যেমন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তর ইত্যাদি। আমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে এই ঈমান বিধ্বংসী শিরকী শব্দ জীবনেও উচ্চারণ করতে পারি না। আমরা একে বলব দুর্ভিক্ষ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঈমান হেফাযত করুন!

৩. বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডঃ পৃথিবী বুঝাতে সংস্কৃতের মত বাংলা ভাষায়ও ব্রহ্মাণ্ড শব্দটি সুদীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য মুসলিম হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই শব্দটি একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু শব্দটি যে শিরক ও কুফরী দুষ্ট বিধায় আমাদের ঈমান-আক্বীদা পরিপন্থী আমরা কয়জন তার খোঁজ রাখি?

হিন্দু ধর্মে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মার পরিচয় জগৎস্রষ্টা হিসাবে। ব্রহ্মাণ্ড অর্থ ব্রহ্মের অণ্ড, অণ্ডকোষের বীচি। আর এই ব্রহ্মার অণ্ড বা ডিম অথবা অণ্ডকোষ হচ্ছে এই পৃথিবী। তাই পৌত্তলিকরা একে ব্রহ্মাণ্ড বলে অভিহিত করে থাকে। একক অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলায় বিশ্বাসী মুসলিম সমাজ কি দেহে প্রাণ থাকতে এ শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন? কিন্তু বাস্তবতা বড়ই করুণ এবং অপ্রীতিকর। তাই প্রতিনিয়ত আমাদের বক্তাগণ যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলে তার স্বরে মাইক্রোফোন যন্ত্র কম্পিত করে তুলছেন- তেমনি শক্তিশালী লেখনির মাধ্যমে আমাদের লেখক সমাজ অজস্রবার ঐ শব্দ ব্যবহার করছেন।

* সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

আল্লাহ বলেন, بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'তিনি (আল্লাহ তা'আলা) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা' *(বাক্বারাহ ১১৭)*। তিনি এ সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তার খুশী মত। আল্লাহদ্রোহী, ইসলামদ্রোহী কুফরী মতবাদপুষ্ট পৌত্তলিক সমাজ কোটি কোটি বার উচ্চারণ করলেও আমরা একবারও ভাবতে পারি না এ বিশ্ব বিধাতার আণ্ডা বা তার অণ্ডকোষ। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন। আমীন!

৪. জলাঞ্জলিঃ জলাঞ্জলি শব্দটি জল+অঞ্জলি সন্ধিসূত্রে উৎপন্ন। শব্দটি অপচয়, সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা পুরোপুরি পরিত্যাগ অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও এর মূলে রয়েছে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। শবদাহের পর হিন্দুরা অশুভ প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে যে আঁজলাপূর্ণ পানি নিক্ষেপ বা নিবেদন করে থাকে তাকেই বলা হয় জলাঞ্জলি। অন্যান্য প্রিয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় ঘৃতাঞ্জলি (ঘৃত+অ লি), পুষ্পাঞ্জলি (পুষ্প+অঞ্জলি), শ্রদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি ইত্যাদি। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, পূজা-মন্দির-দেবালয়ের এ পারিভাষিক শব্দগুলো অবলীলাক্রমে এ দেশের মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দু-খৃষ্টানদের অনুকরণে আজ মুসলিম কবরগুলো পুষ্পশোভিত হচ্ছে আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিকভাবে। পুষ্পস্তবকে ভুল-নির্ভুল বানানে সেঁটে দেয়া হচ্ছে শ্রদ্ধাঞ্জলি শব্দ লিখিত কাগজটি। মৃতের রূহের নাজাতের জন্য তথা তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এই ইসলাম পরিপন্থী কর্মটির জন্য কি কোন বিনিময় প্রাপ্য হবে? পূজারী, পূজনীয়, পূজ্য, পূজিত ইত্যাদি শব্দ পূজা শব্দ থেকে উৎপন্ন বিধায় শ্রদ্ধা প্রকাশক এ শব্দগুলো কোন মুসলিম ভাই উচ্চারণ বা ব্যবহার করতে পারেন না। সভাপতিত্ব অর্থে পৌরোহিত্য পরিভাষাও একই কারণে আমরা কোনক্রমেই ব্যবহার করতে পারি না।

৫. শ্রদ্ধার্ঘ্যঃ শ্রদ্ধা+অর্ঘ্য সন্ধিসূত্রে শ্রদ্ধার্ঘ্য শব্দটি নিষ্পন্ন। এর অর্থ পূজার সামগ্রী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পূজাকেন্দ্রিক এই কুফরী শব্দটি বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে মাল্যদানের সময় কিংবা অভিনন্দন জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে হিন্দুদের অনুকরণে মুসলিম সমাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুষ্পার্ঘ্য শব্দটিও একই কারণে পরিত্যাজ্য। অর্ঘ ও অর্ঘ্য উভয় শব্দই মূলতঃ পূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় যেকোন শব্দের সঙ্গে এ দু'টি যুক্ত হোক না কেন- আমরা মুসলিমরা কোনক্রমেই তা উচ্চারণ করতে পারি না।

৬. স্নাতক, স্নাতকোত্তরঃ শব্দ দু'টি বৈদিক স্নান শব্দ থেকে উৎপন্ন। প্রাচীনকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা নির্ধারিত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপনান্তে তথাকথিত হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পবিত্র নদীতে শুভ স্নানপর্ব সম্পন্ন করলে তাদেরকে স্নাতক উপাধি দেয়া হ'ত। অর্থাৎ তারা ধর্মজ্ঞান লাভ করে পাপমুক্তি স্বরূপ স্নান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পারিভাষিক শব্দ দু'টি এখন মুসলিম সন্তানদের গ্রহণ করতে হচ্ছে গৌরবজনক উত্তরাধিকার হিসাবে। আমরা শব্দ দু'টিকে ডিগ্রী ও মাস্টার্স অথবা বিএ, বি,এস,এস, বি,এস-সি, বি,কম এবং এম,এ, এম,এস-সি/এম,এস,এস, এম,কম বলব এবং লিখব।

৭. বিদ্যাপীঠঃ হিন্দুশাস্ত্রে পীঠ অর্থে দেব-দেবীর বেদী বা অধিষ্ঠান ক্ষেত্রকে বুঝায়। মন্দির-দেবালয় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরম পরিতাপের বিষয় যে, এদেশে যেকোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বলা হয়ে থাকে বিদ্যাপীঠ।

৮. আচার্যঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বৈদিক মন্ত্রব্যাখ্যাকর্তা ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরকে প্রাচীনকালে আচার্য বলা হ'ত। বর্তমানে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরকে আচার্য এবং ভাইস চ্যান্সেলরকে বলা হয় উপাচার্য। পৌত্তলিকদের অন্ধ অনুকরণেরই এই ফলশ্রুতি। পরিভাষার দোহাই দিয়ে বেদ-বেদান্ত গীতা-উপনিষদের আপত্তিকর শব্দ আমদানীর মাধ্যমে মন্দির সংস্কৃতির লালন চলছে শিক্ষা প্রশাসনের শীর্ষস্তরে।

৯. মুখে ফুলচন্দন পড়াঃ কাউকে শুভ কামনা জানাতে বা প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বক্তা শুভ ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বা তা সফল হওয়ায় হিন্দু সমাজে এ উক্তি করা হয়ে থাকে। পূজার বিশেষ উপকরণ চন্দন মাখানো ফুল দেবতার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়ে থাকে। এখানে বক্তা বা প্রশংসাকারীকে তা নিবেদন করা হচ্ছে বিধায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত আপত্তিকর ও শিরকযুক্ত। কেননা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক' এই আশীর্বাণী তখনই উচ্চারণ করে যখন প্রশংসাকারীর প্রশংসা ইনসানিয়াতের গণ্ডি অতিক্রম করে পূজাধর্মী অলৌকিকের স্তরে পৌঁছে যায়।

১০. লক্ষ্মী, লক্ষ্মীছাড়াঃ হিন্দু ধর্মে ধন-সম্পদ, শ্রী, শোভা, শান্তি, সুলক্ষণ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম লক্ষ্মী। পৌত্তলিক সমাজ লক্ষ্মীপূজার মাধ্যমেই শুধু এ দেবীকে তুষ্ট করে না, কারো মধ্যে ঐ সমুদয় গুণের সমাবেশ ঘটলে তাকেও তারা লক্ষ্মী নামে অভিহিত করে থাকে। আর যদি কারো মধ্যে তার বিপরীত ভাব দেখতে পায় তাহ'লে তাকে বলে লক্ষ্মীছাড়া। অর্থাৎ কাউকে অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত দেখলে লক্ষ্মীছাড়া বলে তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ দেশের মুসলিম সমাজেও একই অর্থে লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীছাড়া শব্দ দু'টির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ধান, চাল, গম ইত্যাদি পরিমাপের জন্য বা ঐ সমস্ত শস্য সংরক্ষণ, বহন, ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে ধামা-পালি জাতীয় বস্তু ব্যবহৃত হয় বিধায় ঐ গুলোতে কারো পা লাগলে হিন্দুদের অনুসরণে তা মহাপাপ মনে করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ সালাম করার নির্দেশ দেয়া হয়। ধামা-পালিতে পা লাগার অর্থই হচ্ছে তাদের কাছে লক্ষ্মীর গায়ে পদাঘাত করা বা লাথি মারা। সঞ্চয়ঘটকে হিন্দুদের অনুকরণে মুসলিম সমাজেও লক্ষ্মীঘট বলা হয়। লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী বউ তো

হরহামেশা উচ্চারিত হয় এ সমাজে। সুস্পষ্ট এ শিরকমূলক কথাবার্তা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন!

১১. ব্রহ্মতালুঃ মাথার চাঁদিকে হিন্দুধর্মে ব্রহ্মতালু বলা হয়। ওদের কথিত ভগবান ব্রহ্মের সম্মানার্থে এ নামকরণ। কেননা তার অবস্থানতো সর্বশীর্ষে। নাঊযুবিল্লাহ। শব্দটি হিন্দুদের মত মুসলিম সমাজেও চালু আছে।

১২. ব্রাহ্ম মুহূর্তঃ সূর্যোদয়ের অব্যাবহিত পূর্ববর্তী দুইখণ্ড সময়কে ব্রহ্মের প্রতি সম্মানার্থে ব্রাহ্মমুহূর্ত বলা হয়। এটাও শিরকমূলক পরিভাষা বিধায় সর্বদা পরিত্যাজ্য।

১৩. পাশ্চাত্যঃ সূর্যোদয়ের সময় হিন্দুরা পূর্বমুখী হয়ে সূর্যপূজা করাকালীন সময়ে যেহেতু পশ্চিম তাদের পশ্চাতে থাকে সেহেতু তারা পশ্চিম জগতকে পাশ্চাত্য নামে আখ্যায়িত করেছে। পূজা সম্পর্কিত বিধায় আমরা বলব পশ্চিম বিশ্ব, পশ্চিমাজগৎ বা দুনিয়া।

১৪. প্রজাপতিঃ হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর মধ্যে প্রজাপতিও একজন দেবতা বা ভগবান। তার আর এক নাম বিষ্ণু। প্রজাপতি বৈবাহিক দফতরের ভগবান বিধায় পৌত্তলিকদের মধ্যে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' বলে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লেখিত হয়ে থাকে। ওদের বিয়ে যার ব্যাপারে নিমন্ত্রণপত্রে 'শ্রী শ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ' কথাটার উল্লেখ তাই অপরিহার্য। পরম পরিতাপের বিষয়, এ দেশের মুসলিম সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত ছড়া-কবিতায় উক্ত প্রজাপতির প্রসঙ্গ অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম ব্যবসায়ীর কারখানায় তৈরী বিয়ের কার্ডে সুস্পষ্টভাবে প্রজাপতির ছবি মুদ্রিত হয়ে মুসলিম দোকানদারের মাধ্যমে তা মুসলিম সন্তানের শুভ বিবাহে নিমন্ত্রণপত্রের মর্যাদা লাভ করে। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! একটা সুস্পষ্ট শিরকী ব্যাপার অনায়াসে এতগুলো স্তর পেরিয়ে পবিত্র দাম্পত্য জীবনের সূচনায় অশুভ প্রভাব বিস্তারে সফল হ'ল। না'ঊযুবিল্লাহি মিন যালিক।

১৫. সরস্বতীঃ হিন্দুধর্মে সরস্বতী যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তা তো সবারই জানা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ দেশের মুসলিম সমাজের একাংশে প্রচ্ছন্নভাবে ঐ ধারণা ক্রিয়াশীল। বইপত্র কিংবা লিখিত কোন কাগজে কারো পা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকরা তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে নমস্কার করতে বলেন। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর বাহন এ সমস্ত পত্র-পুস্তকের অবমাননা তারা বরদাশত করতে নারাজ। ব্যাপারটাকে পৌত্তলিকরা সরস্বতীকে পদাঘাত বলে মনে করে থাকে। আর তাদের অনুসরণে ভাগ্যাহত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে এ ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে বিধায় ঐরূপ ক্ষেত্রে তারাও সঙ্গে সঙ্গে সালাম করে থাকে।

সরস্বতী শব্দ থেকে সার-স্বত শব্দের উৎপত্তি। আর সারস্বত সমাজ, সারস্বত শ্রেণী বুঝাতে হিন্দুরা শিক্ষিত মহলকে অর্থাৎ পণ্ডিত, বিদ্বান, সাহিত্যিকবৃন্দকে নির্দেশ করে থাকে। কেননা তাদের ধারণা, শিক্ষিত বা বিদ্বান, লেখক ইত্যাদি হ'তে হ'লে সরস্বতীর অনুগ্রহ আনুকূল্য প্রয়োজন। নিদারুণ পরিতাপের বিষয়, প্রজাতন্ত্রের একজন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক মহলকে সারস্বত সমাজ বলে অভিহিত করেছেন। একজন মুমিনের পক্ষে এ উচ্চারণ যে কতখানি ভয়াবহ তা আমরা কি উপলব্ধি করতে সক্ষম? সুস্পষ্ট শিরকী ধারণাপুষ্ট এ জাতীয় শব্দ ও পরিভাষা বর্জনের তাওফীক চাই মহান মাওলা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে।

১৬. ষষ্ঠীঃ হিন্দুধর্মে গর্ভবর্তী মহিলা, নবজাতক ও শিশু সংক্রান্ত দফতরের দায়িত্বে নিয়োজিত দেবীর নাম ষষ্ঠী। সদ্য প্রসূত শিশুর অঙ্গভঙ্গি ও আচার-আচরণে উক্ত ষষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে বলে পৌত্তলিকদের ধর্মীয় বিশ্বাস। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের কোথাও কোথাও এটা লক্ষ্য করা যায়।

১৭. সধবার অলংকারবিহীন অশুভ সূচকঃ হিন্দুধর্মে আছে, সধবা (যার স্বামী বর্তমান) মহিলা যদি হাতে চুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার না করে তাহ'লে সেই হাতে স্বামীকে কিছু দিলে স্বামীর অকাল মৃত্যু হয়। তাই তার খালি হাতকে অত্যন্ত অশুভ মনে করা হয়। অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম পরিবারেও এটা লক্ষ্য করা যায়।

১৮. নাকের অলংকারঃ কোন হিন্দু মহিলার স্বামীর মৃত্যু হ'লে তিনি যতই ধনবতী হোন না কেন কোনক্রমেই তিনি নাকে কোন অলংকার ব্যবহার করতে পারেন না। এটা ধর্মীয় বিধান। বাংলার মুসলিম সমাজেও এ অলংকার বর্জনের উদাহরণ অজস্র। স্বামীর ইনতিকালের দিন থেকে চার মাস দশদিন সময়কাল পর্যন্ত একজন মুসলিম বিধবা নারী সমুদয় অলংকার বর্জন করবেন- এটা শরীয়তের বিধান। উক্ত সময়সীমা উত্তীর্ণ হ'লে তিনি নাকসহ শরীরের যেকোন স্থানে যেকোন অলংকার ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারসহ নানাবিধ মূল্যবান গহনা ব্যবহার করলেও এদেশের একজন মুসলিম বিধবা তার নাকটাকে রাখেন অলংকারশূন্য। হিন্দু বিধবাদের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ ছাড়া এটা অন্য কিছু নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত চলছে এ ব্যাধি। অনেকে সবকিছু জেনেও ব্যবহার করেন না পাছে লোকে কিছু বলে। অথচ মহানবী (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারী, 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ-অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্গত' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। অর্থাৎ তার হাশর হবে তাদেরই সাথে। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন- আমীন!

১৯. দায়েন মোহর-এ ০ (শূন্য) বর্জনঃ হিন্দুধর্মে ০ (শূন্য)-কে অশুভ মনে করা হয় বিধায় তাদের সমাজে শূন্যের পরিবর্তে ১ অথবা ৯ সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। যেমন কোন চাঁদা দানের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা না দিয়ে ১০১ টাকা কিংবা ৯৯ টাকা দেয়া অথবা কোন সমিতির সদস্য

সংখ্যা ১০ না করে ৯ অথবা ১১ নির্ধারণ। এমনকি এক লক্ষ টাকার পরে এক টাকা যোগ করে তারা বিপদমুক্ত হ'তে চায় এক লক্ষ এক টাকা দান করে। সদস্য সংখ্যা একশতের ক্ষেত্রে একশত এক করা হয়। এ কুসংস্কার যে এদেশের মুসলিম সমাজেও প্রবেশ করেছে তা বলাই বাহুল্য। এমনকি বিবাহের মত একটা ধর্মীয় পবিত্র অনুষ্ঠানে একটা ফরয আদায়ের ক্ষেত্রেও। বিষয়টি দায়েন মোহর সংক্রান্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে দায়েন মোহরকে ফরয করে দিয়েছেন- কিন্তু এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি। এদেশের মুসলিম সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়েন মোহর-এর পরিমাণ জ্ঞাপক অংকটির শেষাংশ হয়ে থাকে শূন্য বিবর্জিত। অর্থাৎ এক হাযার এক টাকা, দশ হাযার এক টাকা, এক লক্ষ এক টাকা ইত্যাদি। যদি কোন ক্ষেত্রে এক সংখ্যাটি বর্জনের প্রশ্ন ওঠে তখন নয় সংখ্যাটির প্রাধান্য স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ দশ হাযার টাকার পরিবর্তে নয় হাযার নয় শত নিরানব্বই টাকা।

২০. কারো উদ্দেশ্যে সম্মানার্থে মাথা নোয়ানোঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তি বা শক্তির উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ানো বা ঝুঁকানো কুফুরী। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বৃটিশ তথা ইংরেজরা পার্লামেন্টে স্পীকারকে সম্মান বা অভিবাদন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সর্বদা মাথা নোয়ানো বা ঝুঁকানোর নীতি-পদ্ধতি বহাল রাখে। দু'দু'বার স্বাধীনতা অর্জনের পরেও শতকরা ৯০ জন মুসলিম অধ্যুষিত জাতীয় সংসদে কয়েক বছর পূর্বেও এ অন্ধ অনুকরণ বহাল ছিল। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে?

২১. শোক পালনের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালনঃ খৃষ্টান সম্প্রদায় শোক জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক কিংবা দু'মিনিট দণ্ডায়মান থেকে নীরবতা পালন করে থাকে। এটা তাদের ধর্মীয় আচার। প্রায় দু'শো বছর হিমালয় উপমহাদেশে তাদের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তারা এ প্রথা চালু রাখে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল পূর্বে এদেশ তাদের শাসনমুক্ত হ'লেও আজও জাতীয় সংসদসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে কারো উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, শোক পালন ও আত্মার মাগফিরাতের জন্য অনুরূপ দণ্ডায়মান অবস্থায় নীরবতা পালন করা হয়ে থাকে।

২২. কবরে ফুল দেয়া, পুষ্পস্তবক অর্পণ করাঃ খৃষ্টানদের কবরে বা মৃতের কফিনে ফুল দেয়া প্রথাটি একটি ধর্মীয় পুণ্য কর্ম হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। হিন্দুদের পূজা সহ ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে ফুলের ব্যবহার অপরিহার্য ব্যাপার। এই দুই ধর্মের অন্ধ অনুকরণে এদেশের মুসলিম সমাজে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কবরে ও শহীদ মিনারে ফুল দেয়া শুরু হয়েছে ব্যাপক হারে। অত্যন্ত হাতাশার সাথে লক্ষ্য করা হয় রেওয়াজটি যে ধর্মীয় নয়- এ অনুভূতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আদৌ নেই। তাদের ধারণা, এটা অতি মহৎ কর্ম, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পুণ্যের বিষয়।

২৩. অলিম্পিক মশাল প্রজ্জ্বলনঃ গ্রীক দেবী অলিম্পিয়ার মন্দিরে তার সম্মানার্থে যে মশাল প্রজ্জ্বলনের সূচনা হয় স্মরণাতীতকাল আগে, আজ তা সারা বিশ্বের খেলার মাঠে লক্ষ্য করা যায়। নামী দামী ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা মুহূর্তে এক বা একাধিক খেলোয়াড় (নারী-পুরুষ সম্মিলিত যৌথভাবে) প্রজ্জ্বলিত মশালসহ গোটা মাঠ প্রদক্ষিণ করে থাকে এবং তার পরেই শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা। শতকরা নব্বই জন মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এ শিরকমূলক প্রথা কি বর্জন করা যায় না- যা বিধর্মীদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রথা?

২৪. প্রেসক্রিপশান বা চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রে Rx বা R লেখাঃ একদা বেবিলনীয় চিকিৎসকরা তাঁদের চিকিৎসা দেবতা মারডাক-এর প্রতীক চিহ্ন হিসাবে তাঁদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রে Rx লিখতেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, দীর্ঘদিন যাবত আমাদের এ দেশের সম্মানিত মুসলিম চিকিৎসকগণ এ প্রথা পালন করে আসছেন। অধিকাংশ চিকিৎসক Rx লিখলেও কেউ কেউ শুধু R লিখে থাকেন। যাহোক বিধর্মীদের এ ধর্মীয় প্রথা অনুকরণ অনুসরণ করে আমরা সুস্পষ্ট শিরকে লিপ্ত হ'তে পারি না। কেননা আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রোগ মুক্তিদাতা- অন্য কোন শক্তি বা ব্যক্তি নয়। এ কারণে চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রে Bs বা Bismillah লেখা যেতে পারে। অর্থাৎ Bismillah-র সংক্ষিপ্ত রূপ Bs।

২৫. মাথার জটাঃ মুমিনের দৃঢ় ইয়াকীন এই যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই 'আলিমুল গায়ব। গায়বের (অদৃশ্যের) খবর রাখেন সর্বজ্ঞ আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা, অন্য কেউ নয়। অথচ মাথায় জটা ধারী সাধু সন্ন্যাসীদেরকে হিন্দুরা সর্বজ্ঞ বলে বিশ্বাস করে থাকে বিধায় কথাপ্রসঙ্গে তারা বলে, 'আমার মাথায় কি জট তাই (অদৃশ্য) বিষয়টা আমি জানবো?' হিন্দুদের অনুকরণে বহু মুসলিমের মুখেও শোনা যায়- আমার মাথায় কি জট...।'

২৬. দিব্বি, দিব্য, দৈবাৎ, দৈবক্রমে, দৈবদুর্বিপাক, দুর্দৈব ইত্যাদি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের উৎপত্তি দেব বা দেবতা শব্দ থেকেঃ হাযার বছর ধরে এগুলো বাংলা ভাষায় চালু থাকার সুবাদে মুসলিম বাঙ্গালী সমাজে তার প্রভাব অপ্রতিহত। একজন পৌত্তলিকের মতই অবলীলায় একজন মুসলিম এ শব্দগুলো প্রয়োগ করে চলেছেন তাঁর দৈনন্দিন কথাবার্তায়, লেখায় এবং বিবৃতি-ভাষণে। শিরক ও কুফুরীমূলক এ শব্দগুলো আমাদের বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

২৭. ঐশী, ঐশীগ্রন্থ, ঐশীবাণী, ঐশীবার্তা, ঐশী ব্যাপারঃ শব্দগুলো বৈদিক ভাষার ঈশ্বর শব্দজাত। ইসলামের আল্লাহ কোনক্রমেই পৌত্তলিক ঈশ্বরের প্রতিরূপ নন। ঈশ্বর পুরুষবাচক শব্দ। এর স্ত্রীবাচক শব্দ ঈশ্বরী। কিন্তু আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা এমন অনুপম মহান সত্তা, যাঁর কোন লিঙ্গান্তর, অর্থান্তর, ভাষান্তর বা বচনান্তর

অকল্পনীয়। কাজেই ভগবান, গড, খোদা, ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দ আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ হ'তে পারে না। অথচ হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলিম সমাজেও ঈশ্বরজাত এ শব্দগুলোর ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সামান্যতম আল্লাহভীতি তথা ঈমানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এগুলো উচ্চারণ কি সম্ভবপর? এসব ক্ষেত্রে আমরা ইলাহী ব্যাপার, ইলাহীয়াৎ, আল্লাহ্‌র কালাম, আসমানী কিতাব পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করতে পারি। উলূহিয়াত, কুদরতী, গায়েবী, রাহমানী প্রভৃতি পরিভাষাও প্রয়োগযোগ্য। যেমন কুদরতী শক্তি, গায়েবী আওয়ায, রহমানী ফরমান, কুদরতী বাণী, কুদরতী অহি, কুদরতী কিতাব, কুদরতী ফায়ছালা, কুদরতী বিধান, কুদরতী সমাধান ইত্যাদি।

২৮. দেয়াঃ বৈদিক ও সংস্কৃত দেবতা শব্দ থেকে দেয়া শব্দের উদ্ভব। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ বিশ্বাসী কোন মুসলিম এই শিরক ও কুফরীমূলক শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'দেয়া' শব্দটি এদেশের মুসলিম সমাজেও একই অর্থ ও উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন দেয়া মেঘ করেছে, দেয়া ডাকছে, দেয়া অন্ধকার করে আসছে ইত্যাদি।

২৯. আহুতিঃ সংস্কৃত আহুতি শব্দটির অর্থ হোম, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপ ইত্যাদি। পূজা অর্চনা সংক্রান্ত এই বিশেষ শব্দটিও মুসলিম সমাজে প্রযুক্ত হ'তে দেখা যায়।

৩০. উৎসর্গঃ সংস্কৃত উৎসর্গ শব্দটি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও ইদানীং যত্রতত্র এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা হাদিয়া, নযরানা, তুহফা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

৩১. দেবরঃ সংস্কৃতি দ্বিবর শব্দটি থেকে দেবর বা দেওর শব্দটির উৎপত্তি। দ্বিবর অর্থ দ্বিতীয় বর বা দ্বিতীয় স্বামী। প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজে বড় ভাই এর মৃত্যুর পরে তার ছোট ভাই বিধবা ভ্রাতৃবধুর শাস্ত্রসম্মত স্বামী (অটোমেটিক) হ'তে পারত। বিধায় তাকে দ্বি-বর হিসাবে অভিহিত করা হ'ত। শব্দটি হিন্দু সমাজের চৌহদ্দী পেরিয়ে এদেশের মুসলিম অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এর পূর্ব ইতিহাস অনেকের জানা নেই বিধায় প্রায় সধবা মহিলারা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেন- অমুক আমার দেবর (অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী)। এর প্রতিশব্দ ছোটন অথবা হামো হ'লে আপত্তি কি?

৩২. পূজারী, পূজনীয়, পূজ্য, পূজিতঃ শব্দগুলো পূজা শব্দ থেকে উৎপন্ন। শ্রদ্ধাজ্ঞাপক এ শব্দগুলো কোন মুসলিমই উচ্চারণ বা ব্যবহার করতে পারেন না। কেননা এগুলো শিরকমূলক শব্দ, কুফরী ধারণাপুষ্ট শব্দ।

'দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ'-এর চিঠিপত্র কলামে একদা 'বাংলাদেশ টেলিভিশন ও সংবাদ প্রসঙ্গ' শিরোনামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়। সম্মানিত পত্র লেখক তাঁর পত্রে উল্লেখ করেন 'খোদা হাফেয ও আল্লাহ হাফেয-এর অর্থ একই, তবে 'খোদা হাফেয' শব্দটি আমাদের দেশে বেশী প্রচলিত ও শুনতেও শ্রুতিমধুর। ... তবে যেহেতু 'খোদা হাফেয' শব্দটি বেশী প্রচলিত ও শ্রুতিমধুর সেহেতু সংবাদ শেষে 'খোদা হাফেয' বলাটাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমার ধারণা'।

'আল্লাহ' শব্দের প্রতিশব্দ 'খোদা' নয়। দুনিয়ার কোন ভাষার কোন শব্দই এই অদ্বিতীয় শব্দের প্রতিশব্দ হওয়ার স্পর্ধা রাখে না। মহাপবিত্র কুরআনুল কারীমে ও পবিত্র হাদীছ সমূহেও 'আল্লাহ' শব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই। আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা যেমন অদ্বিতীয় তার যাত পাক এই মহামহিমান্বিত নামও তেমনি অদ্বিতীয়-অনুপম। আল-কুরআনে তাঁর ছিফাতী নামসমূহের কোনটাই এই আল্লাহ শব্দকে পুরাপুরি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না। রহমান, রহীম, খালিক, রাযযাক্ব, জাব্বার প্রভৃতি ছিফাতী নাম দিয়ে আমরা কখনো আল্লাহ শব্দের মূলভাব প্রকাশ করতে পারব না।

যেখানে কুরআন-হাদীছে আমরা আল্লাহ নামের প্রতিশব্দ পাই না সেখানে অগ্নিপূজকের ব্যবহৃত পাহলবী ভাষার 'খোদা' শব্দ (বুৎপত্তি খুদআইন্দ অর্থাৎ স্বয়ম্ভু) কিস্মনকালেও আল্লাহ্‌পাকের প্রতিশব্দ হিসাবে কল্পনা করা যায় না। এই বিজাতীয় শব্দটি গ্রহণ করলে ঈশ্বর, ভগবান, গড, জিহোবা শব্দও গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। ঈমান ও আক্বীদার স্বার্থে যা আমরা কোনদিনই করতে পারি না।

একই কারণে আমরা জান্নাত, জাহান্নাম, ছালাত, ছিয়াম, ইবাদত, মালায়িকা, নবী, রাসূল, আম্বিয়া প্রভৃতি কুরআনিক শব্দের পরিবর্তে বিজাতীয় ফার্সি, পাহলবী শব্দ যথাক্রমে বেহেশত, দোযখ, নামায, রোযা, বন্দেগী, ফিরিশতা ও পয়গাম্বর ব্যবহার করতে পারি না।

ইসলামের ইতিহাস পাঠকদের অবশ্যই জানা আছে যে, সেদিনের পারস্যবাসীরা অর্থাৎ ইরানীরা প্রথমদিকে ইসলামের প্রবল বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এক সময়ে ইসলামের বিজয় অভিযানকে তারা ঠেকাতে অসমর্থ হয়ে শুধু পরাজয়ই স্বীকার করেনি, একযোগে সমগ্র পারস্যবাসী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। গোটা পারস্যে আল্লাহ তা'আলার ওয়াহদানীয়াত এবং মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রিসালাত স্বীকৃতি লাভ করলেও ইরানীরা তাদের ভাষা সাহিত্য, দর্শন ও তাহযীব-তামদ্দুনের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় এতখানি বেপরওয়া ছিল যে, মরু-যাযাবর বেদুইন আরববাসীর ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচারকে তারা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করত। তাই আল-কুরআনকে তারা পবিত্র কালামুল্লাহ হিসাবে স্বীকৃতি ও সম্মানদানের পাশাপাশি তাদের চরম গোঁড়ামির পরিচয় দেয় পূর্ব প্রচলিত ও ব্যবহৃত আল্লাহ-রাসূল-ঈমান-ইবাদত সম্পর্কিত কিছু ইরানী পরিভাষা অর্জনের মারফত। উপরে উল্লেখিত পাহলবী-ফার্সী শব্দ ও পরিভাষাগুলো তারা সদম্ভে সযত্নে সংরক্ষণ, ব্যবহারও প্রয়োগ করে এসেছে ইসলাম কবুল করেও।

পরবর্তী পর্যায়ে তাদের ভাষা-সাহিত্য, দর্শন, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির প্রভূত বিকাশ ঘটে এবং দেশের সীমানা অতিক্রম করে হিমালয়ান উপমহাদেশে তা পরিব্যাপ্ত হয়। কয়েক শতাব্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাধন্য ফারসী ভাষা এ অঞ্চলে মুসলিম অমুসলিম সকলেরই প্রিয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। ফলে আরবীকে কোণঠাসা করে ফার্সী ভাষা অপ্রতিহত গতিতে সদর-অন্দরে স্থায়ী আসন পেতে বসে। কুরআনের তরজমা, তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ইতিহাস, দর্শন, মাদরাসা-খানকা, ওয়ায-মাহফিল, আদালত সর্বক্ষেত্রে তার জয়জয়কার। খৃষ্টান ইংরেজ শাসনামলের প্রায় অর্ধাংশকাল এ প্রতাপ ছিল অব্যাহত। ফলে আজ মুসলিম সমাজে শতকরা দু'জনও ছালাত বুঝে না, নামায চিনে; ছওম-ছিয়াম তাদের অপরিচিত কিন্তু রোযা কাকে বলে তা সবারই জানা; মালায়িকা চিনে না কিন্তু ফিরিশতা সুপরিচিত। আল্লাহ-খোদা এক বরাবর বরং খোদাই বেশী ব্যবহৃত হয়। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে। এ যেন আল্লাহ্র সাথে পাল্লা দেয়া। তাই আসলের চেয়ে নকলেরই প্রাধান্য। আল্লাহ আমাদেরকে ছহীহ বুঝ দান করুন এবং কুরআনিক পরিভাষাসমূহ যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহারের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

বাংলাদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে অমুসলিম সমাজের কু-প্রভাব এত অধিক যে, তা নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্যই বলা চলে। এ সমাজে অনেক ক্ষেত্রে পৌত্তলিক সমাজের মতই বধূবরণ (নববধূ) অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আক্বীক্বার পরিবর্তে শিশু সন্তানের মুখে ভাত (হিন্দুদের অন্নপ্রাশনের মতই) দেয়া হয়। বেজোড় সংখ্যাকে অত্যন্ত অশুভ মনে করা হয়ে থাকে। শনিবার ও বৃহস্পতিবারে কোথাও সফর বা নববধূকে পিত্রালয়ে পাঠানো অত্যন্ত অকল্যাণকর এবং অশুভ মনে করা হয়। বৃহস্পতিবারে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটা এবং বিশেষ বিশেষ বারে (দিনে) গোলা থেকে ধান নামানো অশুভ মনে করা হয়ে থাকে। একই ঘরে তাল ও শালকাঠের ব্যবহার অত্যন্ত অকল্যাণকর মনে করা হয়। শনি ও মঙ্গলবারে শাশুড়ি নববধূর মুখ দর্শনকে অশুভ মনে করে থাকে। রান্নার সময়ে তরকারির এক চামচ ঝোল উনানে ফেলে মহিলারা বলে থাকে 'কাযী ছাহেবকে দিলাম'। এসবই সুস্পষ্ট কুসংস্কার।

কলার চারা রোপণের সময় চারার মাথার দিকে তাকানোকে অশুভ মনে করে। সকালে ও দুপুরে দাঁড়কাক ডাকলে অকল্যাণ হয় বলে বিশ্বাস করে। পিছন থেকে যাত্রাকালে ডাকা নিষেধ মনে করে থাকে। স্বামীর নাম স্ত্রী মুখে আনে না। ভাশুর ও মামাশ্বশুরের নামও পৌত্তলিক সমাজের অনুসরণে মহিলাদের মুখে আনা নিষেধ মনে করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীও স্ত্রীর নাম মুখে আনে না অকল্যাণ ভেবে। এক কথায় বলা যায় সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথায়! কুসংস্কারাচ্ছন্ন এ সমাজে শিরক-বিদ'আত ও নানাবিধ কু-প্রথা জারি রাখার কৃতিত্ব লেখাপড়া না জানা, কম লেখাপড়া জানা এবং সেকেলে চিন্তাধারা লালিত মহিলাদের। পুরুষমহল উলামায়ে দ্বীনের সান্নিধ্য লাভের যেমন সুযোগ পান তেমনি কিতাবাদি অধ্যয়নের সৌভাগ্যও অর্জন করেন বিধায় মহিলাদের মত অধিকহারে গুমরাহীর শিকার হন না সত্য, কিন্তু পাকে প্রকারে তাদেরকে অনুসরণ করতে বাধ্য হন। তখন তাদের তাকওয়া মাঠে মারা যায়। ফলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা অনাচারগুলোর গতি রুদ্ধ হয় না। তাই প্রত্যেক পরিবার প্রধানকে এ ব্যাপারে কর্তব্য স্থির করা যরূরী। শিশু সন্তানকে তার জীবন প্রভাতেই ঈমান-আক্বীদার সবক্ব দিতে হবে। গৃহের সমুদয় সদস্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

ইদানীং আকাশসংস্কৃতি আমাদের গৃহের শান্তি, শৃঙ্খলা, সভ্যতা-ভব্যতা, আদব-শরম তথা দ্বীনী পরিবেশ তছনছ করে দিতে উদ্যত হয়েছে। সারা বিশ্বের সমূহ কু-কর্ম এখন ডিশ এ্যান্টেনার কল্যাণে ঘরে বসেই প্রত্যক্ষ করার অনিবার্য ফলশ্রুতি, এ কওমের সুপবিত্র মূল্যবোধ ধ্বংস করা। ভার্সিটিতে অধ্যয়নরত এ সমাজের পুত্র-কন্যারা প্রকাশ্য দিবালোকে লাখো জনতার সামনে রাধাকৃষ্ণ সেজে বেহায়াপনার চূড়ান্ত করে ছাড়ছে। তরুণ-যুবকরা ধুতি পরে, গলায় চেন আর হাতে অলংকার, কপালে চন্দন ধারণ করে এবং যুবতী-তরুণীরা লাল শাড়ি, হলুদ শাড়ি পরে, কপালে তিলক মেখে সিঁদুর আর হাতে শাখা পরে প্রকাশ্যে রাজপথে অভিসারে বের হ'লে কেউ বুঝতে পারবেন না সঠিক পরিচয়। উলুধ্বনি, মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো, আল্পনা আঁকা তো এখন অতি সাধারণ ব্যাপার। হিন্দুদের 'হোলি উৎসব' এখন মুসলিম তরুণ-তরুণীরা পালন করছে 'র‍্যাগ ডে'-তে। মহিলা পথচারীসহ কেউই তাদের হাতে নিরাপদ নয়। নিজেরা যেমন কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরিহিত সং সাজে- অন্যদেরকেও তেমনি রঙে রঙে কদাকার করে ছাড়ে। আমাদের সমাজের সোনার ছেলেমেয়েদের এই হ'ল কর্মধারা। ছবি ও মূর্তি খেলনা ঘরে ঘরে। বাদ্যযন্ত্রসহ নৃত্যগীতাশ্রয়ী উপকরণে ড্রইং রুম ভরপুর।

ইসলামী শিক্ষা ও দ্বীনী তাহযীব-তামদ্দুন বিবর্জিত যুব সমাজকে সুনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এখনই প্রত্যেক পিতামাতা-অভিভাবককে সজাগ হ'তে হবে। নইলে দুনিয়া আখিরাতে এর অনিবার্য ফল ভোগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

নেশা-নিশি-নিঃশেষ

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান*

"Alcohol is the most important cause of broken bones and of broken homes". 'সুরা বা মদ এমন এক বস্তু, যা হাড় ভাঙ্গে, ঘরও ভাঙ্গে'। নিশিভর নেশা করে নেশাসক্ত ব্যক্তি নিঃশেষ হয়ে ঘরে ফেরে। ওদিকে তার প্রিয়তমা স্ত্রী তার জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। খাবারের টেবিলে তার জন্য রক্ষিত খাবার দেখে সে আনন্দ গদগদচিত্তে স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করে। সে মনের অজান্তেই বলে ফেলে, এত রাতে দুধ কলা। তুমিতো আমার বউ নও, তুমি আমার মা। এভাবে সংসারে শুরু হয় অশান্তি। সংসার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের শব্দকোষে নেশাকে পানীয় বা ওষুধ যাই বলা হৌক না কেন, মদ এমন এক নেশার বস্তু, যা মানুষের ব্রেনের কেন্দ্রীয় স্নায়ুকে পীড়ন করে। মস্তিষ্ক এবং শরীরের অন্যান্য সকল অঙ্গকে উত্তেজিত করে। মদ সহ অন্যান্য মাদক জাতীয় দ্রব্য যেমন- ফেনসিডিল, কোকেন, হিরোইন, গাঁজা, তাড়ি প্রভৃতিকে কুরআনে 'খামর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সমস্ত জিনিস মানুষের জ্ঞান, বিবেক ও সচেতনতাকে আবৃত করে, মেঘাচ্ছন্ন করে তাই 'খামর'। তবে মদই পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক পানীয়। এই মদকে 'ড্রাগ' নাম দিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে বিশেষতঃ তথাকথিত Advance Country গুলোতে আইনত (Legally) সিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এইসব দেশে মাতালের জন্য পুলিশ বা আইনের দ্বারা ভর্ৎসনার কোন ভয় নেই। তাই মদ্যপায়ীরা নির্ভয়ে আকণ্ঠ মদ পান করে থাকে। তারা তাদের দেশে নিজেকে শঙ্কা ও ভয় থেকে মুক্ত মনে করে। কারণ তাদের দেশীয় আইন অনুযায়ী মদ পান কোন খারাপ কাজ নয়। অথচ এক জরিপে দেখা গেছে, সে সব দেশ সমূহে মৃত্যুর হার অন্যান্যদের চেয়ে মাদকাসক্তদেরই সবচেয়ে বেশী।

এবারে মদের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করা যাক।-

প্রথমতঃ মদ স্মৃতিশক্তি লোপ করে। ব্যক্তিত্বের অধঃপতনসহ চারিত্রিক ভ্রষ্টতা আনয়ন করে।

দ্বিতীয়তঃ মাদকাসক্তের চরিত্রে দিনের পর দিন নানান দোষ পরিলক্ষিত হয়। মদ্যপ নানান সমস্যা হ'তে রেহাই পেলেও তার উদ্বিগ্নতা ক্রমেই বেড়ে যায়। যা তার চিন্তা-চেতনাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। সে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

তৃতীয়তঃ মদ্যপ তার দুঃখকে ভুলে থাকতে কাল্পনিক স্বর্গীয় আনন্দ লাভের জন্য মদ পান করে এবং স্বল্পতম সংজ্ঞাহীনতায় সে তার পার্থিব বোঝাকে ভুলতে চায়।

চতুর্থতঃ মদ মদ্যপকে চুরি করতে শেখায়। তাই একে এমন চোর বলা যায়, যে চোর পরিবারের টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে নিঃশেষ করে দেয়। মদ্যপ এমন এক চৌর্যবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে, যা কল্পনাতীত। যে একদিন তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে স্বর্ণালংকার দিয়ে সাজিয়ে ছিল, সে আজ সমস্ত স্বর্ণালংকার চুরি করে মদের পেছনে ব্যয় করে। এভাবে সে তার পরিবারের সমস্ত ধন-সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়।

পঞ্চমতঃ মদ শিক্ষিত ব্যক্তির বিবেক হরণ করে ভাল-মন্দের পার্থক্য বিস্মৃত করে দেয়।

ষষ্ঠতঃ মাদকতার দরুন একজন মদ্যপ শ্রমজীবীর উৎপাদনে অন্তরায় হয়। এর ফলে কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। যার প্রতিক্রিয়ায় দেশের আমদানি-রপ্তানি স্থবির হয়ে পড়ে।

সপ্তমতঃ মদ মানুষের আয়ুষ্কাল হরণ করে, জীবনকাল ধ্বংস করে ও অকালে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি কাল্পনিক শত্রুকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে আপনজনকেও শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে।

এই অভিশপ্ত ড্রাগ আজ সমাজের সর্বত্র বিচরণশীল। কি শহর, কি গ্রাম, কি বন্দর। যৌবন বা কৈশোরে এমন একটা সময় আসে যখন কেউ যদি এর সংস্পর্শে আসে বা এতে জড়িয়ে পড়ে, তবে তা থেকে বেরিয়ে আসা বড়ই দুষ্কর। মদ নাকি জ্বালা জুড়ায়- একথার ভিত্তি একদম দুর্বল। এক জ্বালা জুড়াতে শত জ্বালা এসে হাযির হয়। মদ এমনই এক বস্তু, যা কিনা পিতা-মাতার সম্পর্কও নষ্ট করে দেয়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে ছেলে-মেয়েদের উপর। ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার ঔদ্ধত্য আচরণে মুষড়ে পড়ে।

বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মদের মাথাপিছু ব্যবহারঃ

১৯৬৫ সাল হ'তে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে মদের উৎপাদন ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরোত্তর এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতে 'বেভারেজ' নামে মাথাপিছু ১৫ লিটার করে মদ ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে আরও বেশী ব্যবহৃত হয়। তুরস্ক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হ'লেও সেখানে মদের আধিক্য অন্যান্য মুসলিম দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী।

মদের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে মদ্যপায়ীরা বলে থাকে যে, মদ শক্তি উদ্দীপক। এটা তাদের একটি খোঁড়া যুক্তি বৈ কিছুই নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে মদ শক্তি উদ্দীপকতো নয়ই; বরং শক্তি হরণকারী। মদ কিছুটা ক্যালোরীর (খাদ্য থেকে প্রাপ্ত কর্মশক্তি) এককভাবে যোগান দেয় সত্য। কিন্তু এর ক্ষতিকর দিকই বেশী। আর এজন্যই হয়ত পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়' *(বাক্বারাহ ২১৯)*।

মদ ক্লান্তি দূর করে- এ যুক্তি দেখিয়ে অনেকে মদ পান করে থাকে। কিন্তু নির্জলা সত্য কথা হচ্ছে, মদে আরও ক্লান্তি আনয়ন করে। মদ হচ্ছে অসুস্থতার এবং অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ।

* *এম, এ, (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), সাধুর মোড়, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।*

সরকারী হাসপাতালগুলোতে দেখা যায় যে, দু'জন রোগীর মধ্যে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি হাসপাতালের বেড দখল করে আছে। অন্যজন সরাসরি মদের কারণে না হ'লেও মদ সম্পৃক্ততার ফলে রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অন্যদিকে রাস্তায় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন মদের প্রতিক্রিয়ায় ভোগছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, একমাত্র গ্রেট ব্রিটেনে প্রতি বৎসর ২৮,০০০ জনের মৃত্যু হয় মদের কারণে।

মদ এমন একটি জঘন্য নেশা, যা সামাজিক জীবনের অবক্ষয় ও প্রাণহানী সহ সমাজে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। যেমন- প্রতি চারজনের তিনজন নর হত্যাকারী। প্রতি তিন জনের দু'জন আত্মহত্যাকারী, না হয় আত্মহত্যায় ব্যর্থ। প্রতি দু'জনের একজন ধর্ষণকারী। যে ধর্ষণ নিকটাত্মীয়-স্বজনদের সাথেও ঘটিয়ে থাকে। চারজনের মধ্যে তিন জন ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন বিবাহ বিচ্ছেদকারী।

একটি মোটরযান, মোটরকার বা ট্রাক লরীর মাতাল ড্রাইভার একজন পিস্তলধারী সন্ত্রাসী প্রাণহননকারীর চেয়েও অধিক হননকারী। এক জরিপে দেখা গেছে যে, ৭৫% ড্রাইভার মাদকতার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। জনগণের নিরাপত্তা যাদের হাতে যেমন- বাস ড্রাইভার, পাইলট, ফায়ার ব্রিগেড কর্মী, সার্জন, ডাক্তার, এ্যাম্বুলেন্স কর্মীসহ যাদেরকে এক ডাকে হাতের কাছে পাওয়া কাম্য, মাদকতার দরুন এরা কর্তব্য কর্মে অবহেলায় সিদ্ধহস্ত।

মদের বিস্তার লাভঃ নিম্নোক্তভাবে মদের বিস্তার ঘটে।-

১. মাদকতা মূলতঃ মায়ের পেটেই শুরু হয়। একটি ভ্রূণ যে মায়ের গর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে, যে মা একটি ভ্রূণকে ৯/১০ মাস গর্ভে ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মদ পান করে চলেছেন (পাশ্চাত্য জগতের মায়েরা এটা না করলেই নয়), ফলে সে মায়ের গর্ভের শিশুটিও এর স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। আর এ জন্যে শিশুকে দোষ দেয়া চলে না। মায়ের পেট হ'তেই এসব শিশুরা মদের স্বাদ পেয়ে থাকে। পরবর্তীতে ঐসব শিশু জন্মগ্রহণ করার পর যদি কোন অবস্থায় মদের বিরতি দেয়া হয় অথবা দুধের মধ্যে মদের মিশ্রণ না করা হয়, তবে আর দুধ পান করতে চায় না। অন্ততঃ দুধে মদের গন্ধ থাকা চাই। মা তখন বাধ্য হয়ে শিশুকে মদ সহ দুধ খাওয়ান। এভাবে একটি মানব সন্তানকে মদের প্রতি আকৃষ্ট করেন তার মা। ঐ শিশুটিই যখন বড় হচ্ছে এবং জ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হচ্ছে তখন পিতা-মাতা ব্রান্ডি, বিয়ার প্রভৃতি শিশুকে খাওয়াচ্ছে প্রতিষেধক হিসাবে।

২. একটি বালক স্কুল হ'তে বাড়ী ফিরেই টেলিভিশনের পর্দায় দেখছে অন্যান্য পানীয়ের চেয়ে মদই পাল্লায় ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

৩. সে দেখছে যে, তার পিতা ও শিক্ষক বয়সী লোকেরা মদ নিয়ে পাল্লা দিচ্ছে।

৪. সে লক্ষ্য করছে যে, একটা স্পোর্টস-এ, খেলাধূলার মাঠে যেমন- কার র‍্যালী, ফুটবল, হকি, ক্রিকেটের স্টেডিয়ামে, দেওয়ালে ও কাপড়ে আকর্ষণীয় ভাষায় মদের এডভারটাইজ করা হচ্ছে।

৫. সে দেখছে, সিনেমার পর্দায় অভিনেতারা নিজ পৌরুষত্ব প্রদর্শনে মদ খাচ্ছে।

৬. ঘরে যখন সে দেখে যে, তার পিতা-মাতা মদ পান করছে এবং গৃহে আগত অতিথিকেও মদের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে স্বাগতম জানানো হচ্ছে, তখন শিশুটির মনে শৈশব হ'তেই মদের প্রতি গভীর আগ্রাহ জন্মায়।

৭. দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক পুনঃপুনঃ মদ পান করে নিজ চেম্বারে বসে রোগী দেখছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে মদ পানের কুফল বা ভয়াবহতা সম্বন্ধে নছীহত করছে। মদ স্পর্শ করতে ও নিষেধ করছে। কি আশ্চর্য কথা!

৮. এমনকি পবিত্র রামাযান মাসে একটি বালক যখন রামাযানের ছিয়াম পালনের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে, ঠিক সে সময় রেডিও হ'তে ইসলামী গান ভেসে আসছে যা কি না তরলপানীয় মদসহ কোকাকোলা (Beverage) কোম্পানীগুলো হ'তে প্রচার করা হচ্ছে। এভাবে একটি কোমলমতি বালক ইসলামী গানের মাধ্যমে মদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করছে (The child now associate alcohol with Islamic Religious Songs)।

৯. বড় দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, পাশ্চাত্যের যে সমস্ত মুসলিম দেশ আছে, সে দেশগুলোতে কোন ব্যক্তি বিবাহ মজলিসে গমন করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মদ দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।

পাঠকবৃন্দ! আশ্চর্য হবেন যে, একটি মুসলিম বিবাহ মজলিসে কাযী বিবাহ পড়ানোর পর যেমনি চলে গেছেন, যে বিবাহ মজলিসে পবিত্র কুরআন পাঠ ও দো'আ পাঠ করা হ'ল- সেই মজলিসেই শুরু হয়ে গেল মদের তান্ডব। গৃহকর্তা নিজেই মদ পান করছেন এবং তা অতিথিদের মধ্যে বিতরণ করছেন। একই মজলিসে গ্লাসের পর গ্লাস মদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এতে গৃহকর্তা গর্বিত হচ্ছেন।

১০. সঙ্গদোষের কারণে মদ পান প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। বন্ধু-বান্ধবদের প্রভাবে পড়ে সহজ-সরল বন্ধুটি প্রথমে একটু একটু করে মদের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে শেষে গাঁড় মাতাল হয়ে ওঠে। একজন দিনমজুর দৈনিক পরিশ্রম করে যা উপার্জন করে সে মজুরি লক্ষ্যহীনভাবে বাড়ী ফিরতে না ফিরতেই নিঃশেষ করে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরে। গায়ের ঘাম পায়ে ফেলা টাকা-পয়সা সে অবলীলাক্রমে মদের আসরে বা মদের পিছনে ব্যয় করে।

এমনও দেখা যায় যে, একজন সাময়িক উদ্বেগ, হতাশা ও দুঃখ হ'তে স্বস্তি পেতে মদ পান শুরু করে শেষ অবধি দাদা-নানার বয়সে পৌঁছেও মদ ছাড়তে পারে না। বৃদ্ধ বয়সেও তাকে দেখা যায় বোতলের খোঁজে ঘুরছে। এমনিভাবে সে মদের পিছনে ঘর-বাড়ী, জমিজমা শেষ করে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে এসে দাঁড়ায়।

ইসলাম ও মাদকতাঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর সময়ে এবং তাঁর জন্মের বহু পূর্ব হ'তেই আরব দেশে মদের বহুল প্রচলন ছিল। এর প্রমাণ মেলে প্রাচীন আরবী সাহিত্যে।

ফলে ইসলামের আবির্ভাবের পরপরই মদকে সম্পূর্ণ বন্ধ করা ছিল খুবই দুরূহ ব্যাপার।

সুতরাং মদকে রোধ করতে হ'লে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে মানুষের মন-মগজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে (A gradual process begining with preparing the people psychologically for it)।

অপরদিকে কা'বা ঘরে রক্ষিত হোবল, লাত, উয্যা সহ ৩৬০টি মূর্তিকে মক্কা বিজয়ের পর একই দিনে অপসারিত করা হয়। মূর্তি অপসারণ করা যতটা এ সহজ মদ্যপকে মাদকতা হ'তে ফিরিয়ে আনা ততটা সহজ নয়। কারণ, মদ পানের সঙ্গে মদ্যপের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও বৈষয়িক দিকগুলো ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার অহি নাযিল হ'ল- 'তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতা রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়' *(বাক্বারাহ ২১৯)*।

যে পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি, সে পর্যন্ত লোকেরা মাদকাসক্ত হয়ে ছালাত আদায় করত। কিন্তু পরে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন- 'হে বিশ্বাসীগণ! মাতাল অবস্থায় তোমার ছালাতের ধারে-কাছেও যেওনা। যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও, যা কিছু তোমরা বলছ'? *(নিসা ৪২)*।

সংযমী হওয়ার জন্য এই আয়াতটির মধ্যে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মধ্যে বিরতি খুব কম থাকার ফলে মদ্যপের মদ পানের তেমন অবকাশ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা পুনশ্চ বলেন, 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। তবুও কি তোমরা এথেকে বিরত হবে না'? *(মায়েদাহ ৯০-৯১)*।

এই আয়াত শুনে ছাহাবারা সমস্বরে বললেন, নিশ্চয়ই আমরা এথেকে বিরত থাকব। পরক্ষণেই দেখা গেল মদীনার অলিগলি মদে প্লাবিত হয়ে গেল।

অতএব যারা মদ পান করে, তারা নিজেদেরকে নিজেরাই ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না' *(নিসা ২৪)*। সুতরাং মদ পান থেকে বিরত থেকে সুশীল সমাজ গঠনে এগিয়ে আসি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

[প্রবন্ধটি Essays on Islamic topics গ্রন্থের Islam and Intoxicants নিবন্ধের আলোকে রচিত। -লেখক]

জায়োনিস্ট চক্রান্ত ও ফিলিস্তীন সংকট

*-মুহাম্মাদ সাঈদুল ইসলাম**

ফিলিস্তীন সংকট মুসলিম বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী সংকট। ইসরাঈলী সৈন্য কর্তৃক সেখানে প্রতিনিয়ত মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। মুসলমানদেরকে তাদের স্বীয় জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে সেখানে জোরপূর্বক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে এই সংকটের সূত্রপাত। এ সংকট শুধু ফিলিস্তীনীদের জন্য নয়; বরং সারা মুসলিম উম্মাহকে দাবিয়ে রাখার একটা দীর্ঘ পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মিডিয়া মারফত আমরা সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে কমবেশী অবগত আছি। এরই সাথে সংকটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি ষড়যন্ত্রের মূল সূত্র এবং ভবিতব্য ঘটনাবলী সংক্রান্ত সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে ফিলিস্তীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। **প্রথমতঃ** অত্র এলাকা বা তার আশপাশেই শুরু হয় মেসোপোটেমিয়ান সভ্যতা, যা বিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন সভ্যতা। এর অনেক পরে শুরু হয় প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা। **দ্বিতীয়তঃ** উন্নত সভ্যতার তীর্থভূমি হওয়ায় আল্লাহপাক সেখানে দুই-তৃতীয়াংশ নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)কেও ফিলিস্তীন এলাকায় পাঠানো হয়। **তৃতীয়তঃ** সেখানে রয়েছে হযরত সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত 'মসজিদুল আক্বছা', যা মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা ছিল। **চতুর্থতঃ** ভৌগোলিক এবং কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এ এলাকাকে বলা হয় মুসলিম বিশ্বের হৃদয়স্থল (Heart of Muslim World)। কারণ এটাই আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মুসলিম দেশসমূহের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

ইহুদী সম্প্রদায়ঃ কিছু প্রাথমিক ধারণা

ইহুদী সম্প্রদায় বিভিন্ন খেতাবে পরিচিত। তাদেরকে 'বনী ইসরাঈল' বলা হয়। হযরত ইয়াকূব (আঃ) (যিনি হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর পুত্র এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পৌত্র)-এর একটি খেতাব ছিল 'ইসরাঈল', যার অর্থ 'বান্দা'। হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধরকে 'বনী ইসরাঈল' বলা হয়। বর্তমানে তথাকথিত 'ইসরাঈল' রাষ্ট্র এ খেতাব থেকে এসেছে। ইংরেজীতে তাদেরকে বলা হয় JEW এবং তাদের ধর্মকে বলা হয় JUDAISM, যা এসেছে 'জুডিস' নামক এক স্থানের নাম থেকে। পবিত্র কুরআনে তাদেরকে 'আহলে কিতাব', 'বনী ইসরাঈল', 'ইহুদী' এ তিন নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে আরও একটি খেতাবে তাদেরকে আমরা চিনে থাকি। খেতাবটা হ'ল জায়োনিস্ট (Zionist), যা এসেছে Zion

* ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, কানাডা।

নামের এক পাহাড়ের নাম থেকে। পাহাড়টি জেরুযালেমে অবস্থিত। ১৮৮০ সালে 'নাকান বেরেনবুয়ান' নামে একটি অস্ট্রেলিয়ান ইহুদী তাদের তথাকথিত পবিত্র ভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি আন্দোলনের প্রস্তাব করেন এবং এ নামটি ব্যবহার করেন। ১৮৯৭ সালে থিয়োডোর হারজেল (Theodore Herzl) "The Jewish State" নামে একটি বই লেখেন এবং 'International Zionist Organization' নামে একটি পূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা দাঁড় করেন। তিনি এই আন্দোলনের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানের ইসরাঈলী রাষ্ট্র এবং তাদের উপনিবেশ এ আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি।

ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র পসন্দের বান্দা (Chosen People of God) মনে করে এবং এজন্য কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে ইহুদী হ'তে চাইলেও ইহুদীরা তাকে গ্রহণ করে না। আল্লাহপাক বনী ইসরাঈলকে এক সময় বিশ্বের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা তা ধরে রাখতে পারেনি। কারণ, তাদের পুরো ইতিহাসই জঘন্য পাপাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, হঠকারিতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, মিথ্যাচার, শিরক প্রভৃতিতে পূর্ণ। পবিত্র কুরআনে তাদের এ জঘন্য ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। তারা আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত জাতি। তাদের কীর্তিকলাপ এবং অভিশপ্ত হওয়ার কারণে যুগে যুগে তারা চরম শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে। ফেরাঊন, রোমান, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার কর্তৃক তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যার ইতিহাসগুলো তাদের কার্যকলাপের উপযুক্ত পুরস্কার হিসাবে দেদীপ্যমান। তারা যে কখনও স্থায়ী কোন নিরাপদ বাসস্থান/রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না এটাও আল্লাহ্র অভিশাপের ফলশ্রুতি। তাদের নিজেদের কিতাবে (তাওরাতে) বর্ণিত তাদের জঘন্য পাপাচারের কয়েকটা দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

১. হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর পর ইসরাঈলী সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়। জেরুযালেমের ইহুদীয়া রাষ্ট্র এবং সামারিয়ার ইসরাঈল রাষ্ট্র। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে লড়াই হয়। হানানী নবী ইহুদী রাষ্ট্রের শাসক 'আশা'কে সতর্ক করলে নবীকে কারারুদ্ধ করা হয়।

২. বা'ল দেবতার পূজার জন্য ইহুদীদের তিরস্কার করলে ইসরাঈলী রাজা 'আখিতাব' স্বীয় স্ত্রীর প্ররোচনায় ইলিয়াস নবীকে হত্যার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। নবী তখন সিনাই উপদ্বীপের পর্বতাঞ্চলে আশ্রয় নেন। তিনি বদ দো'আ করেনঃ 'হে আল্লাহ! বনী ইসরাঈল তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছে; তোমার নবীকে হত্যা করেছে তলোয়ারের সাহায্যে এবং একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। তাই তারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে...' *(১ রাজাবলী, ১৭ অধ্যায়, ১-১০ শ্লোক)*।

৩. সত্য ভাষণের অপরাধে মিকাইয়া নামে অপর এক নবীকে কারারুদ্ধ করে তারা *(১ রাজাবলী, ২২ অধ্যায়, ২৬-২৭ শ্লোক)*।

৪. ইহুদী রাষ্ট্রে যখন প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা এবং ব্যভিচার চলতে থাকে এবং যাকারিয়া (আঃ) যখন এ ব্যাপারে সোচ্চার হন, তখন ইহুদী রাজা 'ইউআস'-এর নির্দেশে তাকে মূল হাইকেলে সুলাইমানীতে মাকদীস ও যবেহ ক্ষেত্রের মাঝখানে... হত্যা করা হয়।

৫. দা'ওয়াতের কারণে ইয়ারমিয়াহ নবীকে মারধর ও কারারুদ্ধ করা হয়। এরপর ক্ষুধা ও পিপাসায় শুকিয়ে মেরে ফেলার জন্য রশি দিয়ে বেঁধে কর্দমাক্ত কুয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয় *(যিরমীয়, ১৫ অধ্যায়)*।

৬. ব্যভিচারের সমালোচনা করলে মামুস নবীকে দেশ থেকে বহিষ্কারের কড়া নির্দেশ দেয়া হয় *(মামুস, ৭, ১০-১৩ শ্লোক)*।

৭. ইহুদী শাসক হিরোডিয়াসের দরবারে ব্যভিচার ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সমালোচনা করলে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে প্রথম কারারুদ্ধ করা হয়। পরে বাদশাহ নিজের প্রেমিকার নির্দেশে তার শিরচ্ছেদ করে। এরপর নবীর কর্তিত মস্তক থালায় করে বাদশাহ তার প্রেমিকাকে উপহার দেয় *(মার্ক ৬ অধ্যায়, ১১-১৯ শ্লোক)*।

৮. সত্যের দা'ওয়াতের কারণে হযরত ঈসা (আঃ)-কে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তৈরী করা হয়। রোমান শাসক পিতালিস ইহুদীদের বলল, 'আজ ঈদের দিন, তোমাদের স্বার্থে ঈসা অথবা বারাব্বাকে মুক্তি দিতে চাই, কাকে দেব?' ইহুদীরা বলল, আপনি বারাব্বাকে মুক্তি দিন আর ঈসাকে ফাঁসি দিন *(মার্ক ২৭, ২০-২৬ শ্লোক)*।

হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদীদের জন্য বদ দো'আ করেন।

"Ah sinful nation! A people Laden with iniquity of spring of evildoers, they have forsaken the Lord. They have disposed the holy one of Israel. They are utterly estranged."

9. If you do not observe and fulfil the law.. and the Lord will scatter you among all peoples from one end of the earth to the other... Among those nations you will find no peace, no rest for the sole of your foot. Then the Lord will give you an unquit mind, dim eyes and a failing appetite. Your life will hang continually in suspense, fear will beset you night and day and you will find no security all your life

long. Every morning you will say, "Would God it were morning!" and every evening, "Would God it were morning!" for the fear that lives in your heart. (Deuteronomy 28: 56-68).

জায়োনিস্ট আন্দোলন

(ক) ইহুদীদের দাবীসমূহঃ

ইহুদীরা ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দাবীর অজুহাতে 'ইসরাঈলী' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে জায়োনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। তাদের ধর্মীয় দাবী হ'লঃ তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী ইবরাহীমকে বলা হয় ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে যেতে। তিনি ফিলিস্তীনে পৌঁছার পর আল্লাহ তাকে বলেন, 'ইবরাহীম দাঁড়াও! তোমার চারপাশের সব ভূখণ্ড তোমাকে দান করা হ'ল। তাওরাতের অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'ইবরাহীম তোমার ভূখণ্ড হ'ল নীল ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানে।' তাওরাতের এ বর্ণনা অনুসারে ইহুদীরা মনে করে, ফিলিস্তীন ভূখণ্ড হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে দান করা ভূখণ্ড (Promised Land)। কিন্তু তাদের এ ধর্মীয় দাবী অন্তঃসারশূন্য এবং কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কারণঃ

১. তাওরাত বর্তমানে অবিকৃত অবস্থায় নেই। কাজেই বর্তমানের তাওরাতে যেসব কথা বলা আছে, সেগুলো যে সত্যিকারে আল্লাহ্‌র বাণী, তার কোন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নেই। বর্তমানের এ বিকৃত তাওরাতে বর্ণিত ইহুদীদের ধর্মীয় দাবী বিশ্বাস করতেও মুসলমানেরা বাধ্য নয়।

২. যদি ধরেও নেয়া যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহপাক বিশাল ভূখণ্ড দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সেটা ইহুদীদের ভাগেই পড়বে। ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই সন্তান ছিল ইসহাক্ব এবং ইসমাঈল। হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ) এবং সেখানে থেকে ইহুদী বংশধরের যাত্রা শুরু। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছেন ইসমাঈলের বংশধর থেকে। তাছাড়া হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী বর্তমান মুসলমানেরা।

৩. আসল ব্যাপার হ'ল, এ ভূখণ্ডকে কোন গোত্রের জন্য ওয়াদা করা হয়নি; বরং সূরা আল-বাক্বারাহ থেকে প্রমাণিত এটা সত্যিকার বিশ্বাসী বা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহপাক ওয়াদা করেছেন। কাজেই সত্যিকার ঈমানের দাবী নিয়ে ইহুদীরা কখনই এ ভূখণ্ড পাওয়ার যোগ্য নয়। তাছাড়া এ ওয়াদাও ছিল একটা বিশেষ সময়ের জন্য।

৪. পৃথিবীর ইতিহাস হ'ল ঈমান আর কুফরের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এ দ্বান্দ্বিক ইতিহাসে আল্লাহপাক তাওহীদের বার্তাবাহীদেরকেই যুগে যুগে বিভিন্ন জিনিস দেয়ার ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন এবং এর সর্বশেষ বার্তাবাহক হ'লেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। কাজেই আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুসারে শেষ নবীর অনুসারী মুসলমানেরাই উক্ত ভূখণ্ডের আসল দাবীদার।

৫. কোন বিশেষ গোত্রের (ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র) জন্য এটা ওয়াদা করা হয়েছে, এটা ধরলেও বর্তমান ইহুদীরা যে সত্যিকারে ইবরাহীম (আঃ) বা ইয়াকূব (আঃ)-এর পুত্র তা প্রমাণের কোন উপায় নেই। কারণ, ইবরাহীম (আঃ) পৃথিবীতে এসেছিলেন ৬০০০ বছর পূর্বে। তাছাড়া ইতিহাস থেকে প্রমাণিত ইসরাঈলে যেসব ইহুদী আছে তাদের অধিকাংশই কাস্পিয়ান এবং কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী ককেশাস এলাকা থেকে এসেছে। তাদের ৯০ ভাগ নবম ও দশম শতাব্দীতে আব্বাসী খেলাফত এবং খ্রীষ্টানদের দ্বিমুখী চাপের মধ্যে মাঝামাঝি ধর্ম হিসাবে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। খুবই অল্পসংখ্যক ইহুদী ফিলিস্তীনের আদিবাসী। প্রায় ১৮০০ বছর ধরে ফিলিস্তীন এলাকা ইহুদীশূন্য ছিল। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় প্রায় ৭০০০ লোক রাশিয়া থেকে আসে যাদের মধ্যে ৩০ ভাগ ছিল অইহুদী। তারা চাকরির সন্ধানে এসে ইহুদী পরিচয় দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে।

ধর্মীয় দাবীর পাশাপাশি ইহুদীদের ঐতিহাসিক দাবী হ'লঃ প্রায় চারশ' বছর ধরে তারা এ এলাকা শাসন করেছে, কাজেই এটা তাদেরই ভূখণ্ড। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০৪ থেকে ৯৬৩ পর্যন্ত এ এলাকা শাসন করেন হযরত দাউদ (আঃ)। এরপর দাউদ (আঃ)-এর পুত্র সোলায়মান (আঃ) শাসন করেন খ্রীষ্টপূর্ব ৯২৬ পর্যন্ত। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর পর ইহুদী রাষ্ট্র দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সব মিলে প্রায় ৪০০ বছরের শাসন ছিল ইহুদীদের। কিন্তু তাদের এ দাবীও আমরা কোনরূপে গ্রহণ করতে পারি না।

কারণঃ

১. দাউদ (আঃ), সোলায়মান (আঃ) সবাই আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল। কাজেই মুহাম্মাদ (ছাঃ)ই -এর সত্যিকার উত্তরাধিকার।

২. ইহুদীরা ইতিহাসের কোন এক সময়ে ৪০০ বছর এ এলাকা শাসন করেছে বলেই এটা তাদের এলাকা- এটা যদি মেনে নিতে হয়, তাহ'লে এই সাথে এটাও মেনে নেয়া দরকার যে, মুসলমানেরা ১৩৫০ বছর ধরে ফিলিস্তীন শাসন করেছে, কাজেই এটা মুসলমানদের ভূখণ্ড। মুসলমানেরা ইহুদীদের তিনগুণেরও বেশী সময় ধরে ফিলিস্তীন শাসন করেছে।

৩. ইহুদীরা যে ফিলিস্তীনের আদিবাসী তারও কোন প্রমাণ

নেই। এ এলাকায় প্রায় ১১০০০ বছর পূর্বে সভ্যতা শুরু হয়। দুনিয়ার প্রথম শহর হ'ল ফিলিস্তীনের জেরিকো (খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০)। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২৫০০-এর মাঝে আরব থেকে বনু কেনান (কেনান গোত্র) ফিলিস্তীনে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। আর এটা ঘটেছিল বনী ইসরাঈলদের আসার ১৫০০ বছর পূর্বে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন ফিলিস্তীনে এসেছিলেন, তার আগেই ফিলিস্তীনে জনবসতি ছিল এবং বনু কেনান ফিলিস্তীন ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি। ইসলামের আগমনের পর বনু কেনান (ফিলিস্তীনের আদিবাসী) অন্যান্য গোত্রের সাথে মিশে যায় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বর্তমানে ফিলিস্তীনের মুসলমানেরা তাদেরই বংশধর। কাজেই আদিবাসী হিসাবে ফিলিস্তীন এলাকা মুসলমানদেরই প্রাপ্য।

(খ) ইউরোপ কেন ইহুদীদের সমর্থন করল?

এখন প্রশ্ন হ'ল, ইহুদীদের এ ভূয়া দাবী সত্ত্বেও ইউরোপ কেন ইহুদীদের পক্ষ নিল? এর পশ্চাতেও অনেক কারণ রয়েছেঃ

১. ইউরোপে মার্টিন লুথার এবং জন ক্যালভিন কর্তৃক প্রণীত ও প্রচারিত প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ আন্দোলন ইহুদী-খ্রীষ্টান সবাইকে তাদের আসল কিতাব (তাওরাত, ইনজীল) সরাসরি অধ্যয়নের অনুপ্রেরণা জোগায়। তাওরাতে উল্লেখিত ইহুদীদের ধর্মীয় দাবীর বিষয়টি সম্পর্কে ইহুদী, খ্রীষ্টান সবাই অবগত হয়। অবগতির ক্ষেত্র পার হয়ে পরবর্তীতে এটা একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। জেরুযালেমে ফিরে যাওয়ার বিষয় নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ছাড়াও বই-পুস্তক, উপন্যাস, ফিল্ম প্রভৃতি রচিত হ'তে থাকে।

২. নেপোলিয়নের সময়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ পরিবর্ধিত হয়ে রাজনৈতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। নেপোলিয়ন ১৭৯৮ সালে মিসরে ফিলিস্তীনে ইহুদীদের পুনর্বাসনের ঘোষণা দেন।

৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সারা ইউরোপে জাতীয়তাবাদী চেতনা মারাত্মক রূপ লাভ করে। এ জাতীয়তাবাদী ঢেউ ইহুদীদেরকে চরমভাবে নাড়া দেয় এবং তাদের নিজস্ব এবং আলাদা ভূখণ্ড সৃষ্টির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে। অন্যদিকে ইহুদী বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও সরকারকে বাধ্য করে ইহুদীদেরকে ইউরোপ থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে। ফলে ইহুদীদের জন্য আলাদা বাসস্থানের (রাষ্ট্রের) পথ সুগম করতে অনেক ইউরোপীয় সরকার বাধ্য হয়।

৪. এক্ষেত্রে সবচেয়ে জঘন্য ভূমিকা রেখেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি। ওসমানিয়া খেলাফতের (Ottoman Empire) সাথে ক্রমাগত যুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ব্রিটিশ শক্তি মুসলমানদের সারা জীবনের মত পরাস্ত করার দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত হাতে নেয়। আর এ নিয়ে বৃটেনে সংগঠিত হয় ২ বছরব্যাপী (১৯০৫-১৯০৭) কনফারেন্স। এটাই বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী কনফারেন্স। এই কনফারেন্সে মুসলিম বিশ্বকে চিরস্থায়ীভাবে পঙ্গু করার জন্য কতগুলো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তের মধ্যে স্যুয়েজ খাল ও ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পাশাপাশি বলা হয়, 'মুসলিম বিশ্বের অন্তঃস্থলে (অর্থাৎ ফিলিস্তীনে) এমন এক জাতিকে পুনর্বাসন করা প্রয়োজন যারা হবে মুসলমানদের চরম শত্রু'। কনফারেন্সের এই সুপারিশ অনুসারে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বালফোর জায়োনিস্ট আন্দোলনের নেতা লর্ড রোথসচাইল্ডকে চিঠি লিখেন যেটা "The Balfour Declaration" নামে খ্যাত। চিঠিতে বলা হয়ঃ Britain would use its best endeavors to facilitate the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. অর্থাৎ ফিলিস্তীনে ইহুদী জাতির জন্য একটা জাতীয় বাসস্থান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বৃটেন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে'। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বরে এ ঘোষণা দেয়া হয় এবং একই বছরের ডিসেম্বরেই ব্রিটিশরা ফিলিস্তীনের অর্ধেকাংশ দখল করে। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তারা পুরো ফিলিস্তীন দখল করে। এরপর থেকে শুরু হয় তথায় ইহুদী পুনর্বাসন। ১৯১৮ সালেই ৫০ হাযার ইহুদী রাশিয়া, জার্মানী, দঃ আফ্রিকা, ইয়েমেন, ভারত এবং চীন থেকে এসে ফিলিস্তীনে পুনর্বাসিত হয়। এ প্রক্রিয়া ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে পুরোদমে চলতে থাকে এবং ১৯৪৮ সালে ইহুদী আগন্তুকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লাখ ৫০ হাযারে। ব্রিটিশরা ইহুদীদের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠা করে। ইহুদীদের মাঝে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তৈরির ব্যবস্থা নেয়। ১৯৪৮ সালে ইহুদীদের ছিল ৭০ হাযার অস্ত্রসজ্জিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য। সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে সে সময় আরব দেশসমূহের অবস্থা খুবই করুণ। যেমন জর্ডানে সৈন্য ছিল মাত্র সাড়ে ৪ হাযার। জর্ডানে ৫০ কমাণ্ডারের মধ্যে ৪৫ জনই ছিল ব্রিটিশ। মিসরের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০ হাযারের মত। সব মিলে পুরো আরব বিশ্বে মাত্র ৩০ হাযার সৈন্য ইসরাঈলী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই নগণ্য। শুরু হ'ল জায়োনিস্ট উপনিবেশ।

জায়োনিস্ট চক্রান্ত ও ফিলিস্তীন সংকট

জায়োনিস্ট চক্রান্তের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকা নিম্নরূপঃ

১৮৯৫ঃ ফিলিস্তীনের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫ লাখ, যার

মধ্যে ৪৭ হাযার ছিল ইহুদী। ইহুদীরা পুরো ভূখণ্ডের মধ্যে ০.৫ ভাগের মালিক ছিল। উক্ত ইহুদীরা ফিলিস্তীনের আদিবাসী নয়; বরং ১৬০৯ সালে স্পেন থেকে পালিয়ে এসে ফিলিস্তীন এলাকায় বসবাস শুরু করেছিল।

১৮৯৬ঃ থিয়োডোর হারজেল তার রচিত বই "The Jewish State"-এ জায়োনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন।

১৮৯৭ঃ সুইজারল্যাণ্ডে প্রথম জায়োনিস্ট কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং ফিলিস্তীনে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য "World Zionist Organization" (WZO) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯০৪ঃ চতুর্থ জায়োনিস্ট কংগ্রেসে আর্জেন্টিনায় ইহুদীদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১৯০৬ঃ জায়োনিস্ট কংগ্রেস মত পরিবর্তন করে ফিলিস্তীনকে তাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেছে নেয়া হয় চূড়ান্তভাবে।

১৯১৭ঃ "The Balfore Declaration" সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে ফিলিস্তীনের মোট ৭ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ৫ লাখ ৭৪ হাযার মুসলমান, ৭৪ হাযার খ্রীষ্টান এবং ইহুদী ছিল ৫৬ হাযার।

১৯১৯ঃ ফিলিস্তীনবাসীরা তাদের প্রথম জাতীয় কনফারেন্সে Balfore Declaration-এর বিরোধিতা করে।

১৯২০ঃ The Sun Remo কনফারেন্স অনুসারে ব্রিটিশরা ফিলিস্তীনে নিজেদের ঔপনিবেশিক প্রশাসন জারি করে এবং হারবার্ট স্যামুয়েল নামে এক স্বঘোষিত জায়োনিস্টকে ফিলিস্তীনে ব্রিটেনের প্রথম হাইকমিশনার নিয়োগ করে।

১৯২২ঃ The Council of The League of Nations ফিলিস্তীনে ইহুদীদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়।

১৯৩৬ঃ মুসলমানদের জন্য ভূমি বাতিলকরণ এবং ইহুদী পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনবাসীরা ৬ মাসের জাতীয় ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৩৯ঃ ব্রিটিশরা এক শ্বেতপত্র ছাপিয়ে ইহুদী পুনর্বাসনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপপূর্বক ১০ বছরের মধ্যে ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। জায়োনিস্টরা এই সিদ্ধান্তের চরম বিরোধিতা করে এক বিশাল সন্ত্রাসী গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে ফিলিস্তীনবাদী এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সমরাভিযান শুরু করে। উদ্দেশ্য সেখান থেকে সবাইকে সরিয়ে জায়োনিস্ট (ইহুদী) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৪৭ঃ জাতিসংঘ ফিলিস্তীনবাসীদের জন্য (যারা ছিল জনসংখ্যা ৭০ ভাগ এবং ৯২ ভাগ ভূখণ্ডের মালিক) মোট ভূখণ্ডের ৪৭ ভাগ অনুমোদন করে (UN Resolution 181)।

১৯৪৮ঃ ব্রিটিশরা ফিলিস্তীন থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে। জায়োনিস্টরা কোন পরিসীমা নির্ণয় না করেই 'ইসরাঈল রাষ্ট্রে'র ঘোষণা দেয়। আরব সেনাবাহিনী ফিলিস্তীনবাসীদের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে।

১৯৪৯ঃ জায়োনিস্টরা ফিলিস্তীনের ৭৭ ভাগ ভূখণ্ড দখল করে নেয়, অনেক মুসলমানকে হত্যা করে এবং ১০ লাখ ফিলিস্তীনবাসীকে (মুসলমান) তাদের স্বীয় বাসভূমি থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করা হয়। পশ্চিম তীর (West Bank) জর্ডানের এবং গাজা মিসরের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

১৯৬৪ঃ "The Palestine Liberation Organization (PLO) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৬৫ঃ ফিলিস্তীন আন্দোলন ১ লা জানুয়ারীতে শুরু হয়।

১৯৬৭ঃ আরবদের সাথে ইসরাঈল নতুন যুদ্ধ শুরু করে এবং এবারে পশ্চিম তীর, গাজাসহ ফিলিস্তীনের বাকী এলাকাটুকু ইহুদীরা দখল করে নেয়। একই সাথে সিরিয়ার গোলান চূড়া এবং মিসরের সিনাই উপদ্বীপও দখল করে।

১৯৭৩ঃ আরবদের সাথে ইসরাঈলের আবার যুদ্ধ হয় এবং ইসরাঈলীরা প্রথমবারের মত পরাজয় বরণ করে, কিন্তু ভূখণ্ড লাভে মুসলমানরা ব্যর্থ হয়।

১৯৭৪ঃ রাবাতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে PLO-কে পুনর্গঠন করা হয় এবং নিষ্পেষিত ফিলিস্তীনবাসীদের উদ্ধারের পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জাতিসংঘ PLO-কে স্বীকৃতি প্রদান করে। PLO-র চেয়ারম্যান ইয়াসীর আরাফাত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ প্রদান করেন।

১৯৭৮ঃ আমেরিকার ছত্রছায়ায় ইসরাঈল এবং মিসর "Cam David" চুক্তি সম্পাদন করে।

১৯৮২ঃ PLO-কে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ইসরাঈলী বাহিনী লেবানন আক্রমণ করে এবং নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা এবং গৃহহারা করা হয়।

১৯৮৩ঃ জাতিসংঘ শান্তি সম্মেলনের ডাক দেয় এবং সেখানে অন্যান্য প্রতিনিধির মাঝে PLO-কেও ফিলিস্তীনবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের আহ্বান করা হয়।

১৯৮৭ঃ অধিকৃত ভূখণ্ডে ফিলিস্তীনবাসীরা 'ইন্‌তিফাদা' (জনযুদ্ধ/গণঅভ্যুত্থান) প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৮৮ঃ ফিলিস্তীন নেতা আবু জিহাদকে তার তিউনিসের বাসভূমিতে হত্যা করা হয়। ইসরাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক তাকে হত্যা করে (১৪ এপ্রিল)। ৩১ জুলাই

জর্ডানের রাজা হুসেন ঘোষণা করেন যে, তিনি আর পশ্চিম তীরকে নিজের রাজ্যের অংশবিশেষ মনে করেন না। ১৫ নভেম্বর "UN Partition Plan 181" অনুসারে Palestine National Council (PNC) আলজিয়ার্সে ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রদান করে। ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য ইয়াসীর আরাফাতকে আহ্বান করা হ'লেও আমেরিকা তাকে ভিসা প্রদান থেকে বিরত থাকে। ফলে ফিলিস্তীনের জন্য জেনেভাতে বিশেষ সেশনের আয়োজন করা হয়। এরপর শুরু হয় আমেরিকা ও PLO'র মধ্যে মতবিনিময়।

১৯৮৯ঃ মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত EEC সম্মেলনে শান্তি আলোচনার ব্যাপারে PLO'র প্রতি আহ্বান জানান হয়।

১৯৯০ঃ গাজার ৭ জন ফিলিস্তীন মুসলমানকে ইহুদী কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় (মে ২০) তেলআবীবের কাছে। ইয়াসীর আরাফাত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে ফিলিস্তীনবাসীদের জানমাল এবং পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তার জন্য যরূরী বাহিনী প্রেরণের আবেদন করেন। ফিলিস্তীনে যরূরী নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণের বিরুদ্ধে আমেরিকা ভেটো প্রদান করে। অধিকৃত এলাকার ফিলিস্তীন নেতৃবর্গ তাদের অনশন ধর্মঘট শেষে আমেরিকাকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। বাগদাদে অনুষ্ঠিত আরব সম্মেলনে ফিলিস্তীন ইন্‌তিফাদাকে জোর সমর্থনপূর্বক অধিকৃত এলাকায় সোভিয়েট ইহুদীদের পুনর্বাসনের বিরোধিতা ও নিন্দা করা হয়। ২০ জুন PLO আমেরিকার সামরিক অভিযানের বিরোধিতা এবং প্রত্যাখ্যান করলে আমেরিকা PLO'র সাথে আলোচনা বাতিল ঘোষণা করে। ২৬ জুন ডাবলিনে EEC সম্মেলনে চরমভাবে মানবাধিকার লংঘনের জন্য ইসরাঈলকে দায়ী করা হয় এবং সোভিয়েট ইহুদীদের অধিকৃত এলাকায় পুনর্বাসনের নিন্দা করা হয়। ২ আগষ্ট শুরু হয় উপসাগরীয় সংকট।

১৯৯১ঃ ১৬ জানুয়ারী উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য PNC আলজিয়ার্সে উপস্থিত হয়। ৩০ অক্টোবর মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। ডিসেম্বরের ৩ তারিখে ইসরাঈল এবং ফিলিস্তীন, সিরিয়া, জর্ডান ও লেবাননের মধ্যে ওয়াশিংটনে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু হয়।

১৯৯২ঃ ২৩ জুন ইসরাঈলের ভোটে লেবার পার্টি জয়লাভ করে এবং লেবার কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। আগষ্ট ২৪ তারিখে ষষ্ঠবারের মত ওয়াশিংটনে আরব ও ইসরাঈলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চলতে থাকে।

১৯৯৩ঃ সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে PLO এবং ইসরাঈল একে অপরকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৯৪ঃ ৪ মে কায়রোতে গাজা এবং জেরিকো চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং ২৯ আগষ্ট সম্পন্ন হয় ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তি। হেবরনের মসজিদে ৪৭ জন মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

১৯৯৫ঃ সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখে ওয়াশিংটনে ফিলিস্তীন ও ইসরাঈলের মধ্যকার অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৯৬ঃ জানুয়ারীতে ফিলিস্তীনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

১৯৯৭ঃ নেতানিয়াহু সরকার নতুন করে পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড শুরু করে এবং পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নেয়। শান্তি আলোচনা হয় ব্যাহত। এরপর থেকে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে এখন চরম আকার ধারণ করেছে। এখন প্রায় প্রতিদিনই ইসরাঈলী সৈন্যদের গুলীতে প্রাণ হারাচ্ছে অধিকারহারা ফিলিস্তীনী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। পর্তুগীজ, ডাচ, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, ফরাসি, রাশিয়ান, জার্মান প্রভৃতি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নিজেদের প্রশস্ত হাত গুটিয়ে নিলেও মুসলিম বিশ্বের উপর তাদের পরোক্ষ উপনিবেশ বিস্তার করে আছে। আর মুসলিম বিশ্বের উপর প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক থাবা বিস্তার করে আছে জায়োনিস্টরা। এরা অন্যান্য উপনিবেশিক শক্তি থেকে ভিন্ন। এদের মোটামুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

১. জায়োনিস্টদের উপনিবেশের পশ্চাতে রয়েছে তাদের ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক অজুহাত।

২. তাদের পলিসি হ'ল মুসলমানদের হত্যা করে বা বহিষ্কার করে তথায় নিজেদের পুনর্বাসন। ১৯৪৮ সালে তারা ৭০% মুসলমানকে জোর করে তাদের স্বীয় বাসভূমি ত্যাগে বাধ্য করে।

৩. এরা আগ্রাসনবাদে বিশ্বাসী। তাদের জাতীয় পতাকাই তার বাস্তব প্রমাণ। পতাকায় ২টি নদীর মাঝখানে তারকার চিহ্ন। অর্থাৎ State between two rivers- নদীদ্বয় হ'ল নীল ও ইউফ্রেটিস। তাদের পরিকল্পনা ফিলিস্তীনসহ সিরিয়া, মদীনা, মিসর, ইরাক, উত্তর কুয়েত এবং খায়বরসহ বিশাল এলাকা নিয়ে বৃহৎ ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে তাদের এই ম্যাপ উদঘাটিত হয়েছিল।

৪. তারা উপনিবেশ শুরু করেছে ব্রিটিশদের সহযোগিতায়। তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করা বা পঙ্গু করে রাখা। ১৯৮১ সালে তারা ইরাকের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে হামলা করে। সুদান তাদের থেকে ২০০০ কিঃ মিঃ দূরে হ'লেও সেখানকার বিদ্রোহীদের ইসরাঈল সাহায্য করে আসছে। বছর পাঁচেক আগে পাকিস্তানে ২ জন ইহুদী গ্রেফতার হয়েছিল, তারা পাকিস্তানের পারমাণবিক কেন্দ্র ধ্বংস করার জন্য গিয়েছিল।

৫. দুনিয়ার বড় বড় শক্তির সাথে তাদের রয়েছে বৃহৎ

যোগসূত্র। আমেরিকা, কানাডা, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে তারা প্রচণ্ড প্রভাবশালী।

৬. তাদের রয়েছে ২০০'র বেশী অ্যাটোম বোমা, যা পুরো মুসলিম বিশ্ব ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

৭. আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে অসামান্য প্রভাব। তারা মুসলিম বিশ্বে সমস্যা সৃষ্টিতে তৎপর। জর্জ সরোস নামে একজন ধনকুবের ইহুদীর কারণেই মালয়েশিয়াসহ পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়।

৮. জায়োনিস্ট উপনিবেশই বর্তমান বিশ্বের প্রত্যক্ষভাবে চলমান একমাত্র উপনিবেশ।

৯. নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতায় তারা প্রচণ্ড অগ্রসর। ১৯৪৮ সালের হত্যাকাণ্ড তার জ্বলন্ত প্রমাণ। যুবক ছাড়াও তারা মহিলা এবং নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করে, তাদের চক্ষু উৎপাটন করে এবং পরবর্তী সময়ে মহিলাদের পেট কেটে বাচ্চা বের করে পা দিয়ে মথিত করে। বর্তমানের হত্যাকাণ্ডও তাদের বর্বরতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ইসরাঈল রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ও ইহুদীদের পরিণতি

পবিত্র কুরআন থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, (ক) ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইহুদীরা বিভিন্ন কঠোর শাসক কর্তৃক নিষ্পেষিত ও শাস্তি পেতে থাকবে, (খ) তারা কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না।

বর্তমানে ইসরাঈল রাষ্ট্রের মর্যাদা আমেরিকা ও বৃটেনের গোলাম বৈ আর কিছু নয়। কখনই ইসরাঈল রাষ্ট্র স্থিতিশীল হবে না। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে এক মাসও টিকে থাকতে পারবে কি-না সন্দেহ। এ রাষ্ট্র আমেরিকা ও ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নক রূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ইসলামকে দুর্বল করার জন্যই পাশ্চাত্য শক্তি ইহুদীদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

কাজেই রাষ্ট্র হিসাবে ইসরাঈল কখনই স্থিতিশীল হবে না। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, পুরো জেরুযালেম মুসলমানদের হাতে আসবে এবং ইহুদীরা সমূলে ধ্বংস হবে বলেই তারা ফিলিস্তীনে একত্রিত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (১) ক্বিয়ামতের পূর্বে তোমরা ছয়টা জিনিস গণনায় রেখোঃ (ক) আমার মৃত্যু (খ) জেরুযালেম জয় (গ) তোমাদের এমন গণমৃত্যু যেমন মহামারীতে ভেড়া গণহারে মরে (ঘ) সম্পদের এমন প্রাচুর্য যে একজনকে একশ' দিনার দিলেও সে খুশী থাকবে না (ঙ) সাধারণ দুর্যোগ ও রক্তক্ষয়-কোন আরব গৃহ তা থেকে রেহাই পাবে না (চ) তোমাদের এবং বনী আসফার (রোমানদের) মাঝে চুক্তি হবে। পরে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তাদের সেনাবাহিনী আট পতাকাধারী হবে এবং প্রত্যেক পতাকার অধীনে থাকবে ১২ হাযার সৈন্য *(বুখারী, আলবানী, মিশকাত হা/৫৪২০ 'মালাহিম' অনুচ্ছেদ)*।

(২) সে সময় (ক্বিয়ামত) ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না তোমরা (মুসলমানেরা) ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদের হত্যা করতে থাকবে। তাদের হত্যা করতে করতে এমন হবে যে তারা (ইহুদীরা) গাছ ও পাথরের পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর পাথর ও গাছ বলবে, হে আল্লাহ্র বান্দা (মুসলিম)! আমার পেছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, তুমি এসে তাকে হত্যা করো' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪১৪)*।

(৩) 'দাজ্জাল ইসফাহান এলাকায় (ইরানে) আবির্ভূত হবে এবং তার অনুসারী হবে সত্তর হাযার ইহুদী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৮, 'কিয়ামতের পূর্বে আলামত সমূহ ও দাজ্জালের আবির্ভাব' অনুচ্ছেদ)*।

মুসলিম বিশ্বের হৃদয়স্থলে অবিস্থত ইসরাঈল রাষ্ট্রকে মুসলমানরা কখনই মেনে নেবে না; অন্যদিকে ইহুদীরাও তাদের স্বঘোষিত রাষ্ট্র ছেড়ে চলে যাবে না। চলে যেতে চাইলে বিশ্ববাসী তাদের আর গ্রহণ করবে না। ফলে ফিলিস্তীন সংকটের আশু সমাধান পুরো অন্ধকারে ঢেকে আছে। অশান্তি, অরাজকতা, রক্তক্ষয় চলতে থাকবে বছরের পর বছর, যত দিন না মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়। মুসলমানদের বর্তমানে নাজুক পরিণতির পেছনে কারণ হ'ল তাদের অনৈক্য। আমেরিকা আজ সামান্য ইসরাঈল নামক অবৈধ রাষ্ট্রকে সমর্থন দিতে গিয়ে পুরো আরব বিশ্বসহ সারা বিশ্বের দেড়শ' কোটি মুসলমানের বিরাগভাজন হচ্ছে। মুসলমানদের এ নাজুক পরিস্থিতির সমাধান তাদের ঐক্যবদ্ধতা, মযবূত ঈমানী জাযবা, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং সে অনুসারে শক্তি সঞ্চয়। বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনসমূহ দেশে দেশে যেসব অতন্দ্র প্রহরী ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল কর্মীবাহিনী তৈরী করে যাচ্ছে, এই বাহিনীই হবে ইমাম মেহেদীর সত্যিকার অনুসারী। আর তাদের হাতেই জয় হবে জেরুযালেম, ধ্বংস হবে ইহুদী রাষ্ট্র, দূর হবে ফিলিস্তীন সংকট, প্রতিষ্ঠিত হবে পরম শান্তি।।

॥ সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব ॥

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*

(৫২) عن إبن عباس مرفوعًا مَنْ إِكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَرْمِدْ أَبَدًا-

(৫২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন ব্যক্তি যদি ১০ই মুহাররম চোখে শুরমা লাগায়, তাহ'লে তার চোখ কখনো নষ্ট হবে না' (হাকেম)। হাদীছটি জাল।[১]

(৫৩) عن إبن عباس مرفوعًا مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ لَهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ وَمَنْ صَامَ يَوْمًامِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلاَثُوْنَ يَوْمًا -

(৫৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আরাফার দিন ছিয়াম পালন করবে' তার দু'বছরের পাপ মোচন হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মুহাররমের একদিন ছিয়াম পালন করবে, তার অন্য মাসে ৩০ দিন ছিয়াম পালনের নেকী হবে' (তাবারাণী)। হাদীছটি জাল।[২]

(٥٤) عن علي قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هَذَا إِلاَّ رَجُلاً سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّه صلى الله عليه وسلم وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللّهِ فِيْهِ يَوْمٌ تَابَ اللّهُ فِيْهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِيْنَ -

(৫৪) আলী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল রামাযানের পর আমাকে কোন মাসের ছিয়াম পালন করার আদেশ করেন। তিনি তাকে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বসে থাকা অবস্থায় মাত্র এক ব্যক্তিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে দেখতাম। সে জিজ্ঞেস করত, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রামাযানের পর আমাকে কোন মাসের ছিয়াম পালনের আদেশ করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, 'তুমি যদি রামাযানের পর ছিয়াম পালন করতে চাও, তাহ'লে মুহাররম মাসের ছিয়াম পালন কর। নিশ্চয় মুহাররম হচ্ছে আল্লাহ্র মাস। সে মাসে আল্লাহ তা'আলা এক সম্প্রদায় (বানী ইসরাঈল)-এর তওবা কবুল করেন এবং অপর এক সম্প্রদায়ের তওবা কবুল করেন' (তিরমিযী)। হাদীছটি যঈফ।[৩]

(٥٥) عن أبى هريرة مرفوعًا إِذَا أَتى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرْ إِسْتَحْيَت الْمَلاَئِكَةُ وَخَرَجَتْ وَحَضَرَ الشَّيَاطِيْنُ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ شَرِيْكٌ -

(৫৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট যাবে, তখন সে যেন পর্দা করে। কেননা পর্দা না করলে ফেরেশতাগণ লজ্জা করে চলে যায় এবং শয়তান উপস্থিত হয়। তাদের কোন সন্তান হ'লে শয়তানের অংশ থেকে যায়' (তাবারাণী)। হাদীছটি যঈফ।[৪]

(٥٦) عن إبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ-

(৫৬) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এক হাযার আবেদের (ইবাদতকারী) চেয়েও শয়তানের উপর অধিক শক্তিশালী' *(মিশকাত হা/২১৭ 'ইলম' অধ্যায়)*। হাদীছটি জাল।[৫]

(٥٧) عن أنس ابن مالك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم وَاضِعُ الْعِلْمِ غَيْرَ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ -

(৫৭) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অপাত্রে বিদ্যা প্রদান করা শূকরের গলায় স্বর্ণ, মুক্তা ও মূল্যবান পাথরের হাড় ঝুলানোর মত' *(মিশকাত হা/২১৮ 'ইলম' অধ্যায়)*। হাদীছটি যঈফ।[৬]

---

* সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মাওযূ'আতে কাবীর ২য় খণ্ড হা/২০৪।
২. সিলসিলা যাঈফা হা/৪১২।
৩. যঈফ তিরমিযী হা/৭৪৫।
৪. সিলসিলা যাঈফা হা/ ১৮৪০।
৫. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২২১।
৬. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২২৩।

(০৮) عن خباب أنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا وَنَحْنُ مَعَهُ فَرَأى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفُلاَنٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيْ نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَالِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيْهِ وَالْإِعْرَاضَ فَشَكَا ذَالِكَ إِلى أَصْحَابِهِ وَقَالَ وَاللهِ إِنِّيْ لَأنْكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوْا خَرَجَ فَرَأى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ قَالُوْا شَكى إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلى صَاحِبِهِ أَلاَ مَالاَ يَعْنِيْ إِلاَّ مَالاَبُدَّ مِنْهُ –

(৫৮) খাব্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বের হ'লেন, আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি একটি উঁচু প্রাসাদ দেখলেন এবং বললেন, এটা কার ? উত্তরে ছাহাবীগণ বললেন, এটা আনছারদের এক ব্যক্তির। তিনি চুপে গেলেন এবং মনে মনে রাগান্বিত হ'লেন। একদিন ঐ ব্যক্তি (প্রাসাদ তৈরীকারী) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং সালাম দিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তার সালাম গ্রহণ করলেন না। কয়েকবার এরূপ ঘটল। অতঃপর লোকটি বুঝতে পারল যে, রাসূল (ছাঃ) রাগান্বিত হয়েছেন। লোকটি ছাহাবীদের নিকট কারণ জানতে চাইলে ছাহাবীগণ বললেন, আপনার প্রাসাদ দেখে রাগান্বিত হয়েছেন। এরপর লোকটি বাড়ী চলে গেল এবং প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলল।

পরে একদিন রাসূল (ছাঃ) বাড়ী থেকে বের হয়ে প্রাসাদটি না দেখে ছাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রাসাদটি কি হয়েছে ? তাঁরা উত্তর দিলেন, আপনার অসন্তুষ্টি বুঝতে পেরে প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলেছে। নবী (ছাঃ) বললেন, মনে রেখ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ী মালিকের জন্য ক্ষতিকারক'। হাদীছটি যঈফ।[৭]

৭. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫১৮৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*

অর্থনীতির পাতা

পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

*-শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

[শেষ কিস্তি]

৮. আন্তর্জাতিকতাঃ

ইসলাম যে অর্থে আন্তর্জাতিক সেই অর্থে পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র আন্তর্জাতিক নয়। ইসলামের রয়েছে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী বা উম্মাহর ধারণা। এ ধারণা অপর দু'টি মতবাদে নেই। সমাজতন্ত্রে একদা যে অর্থে কমরেড শব্দ ব্যবহৃত হ'ত আজ সেই অর্থে শব্দটি চালু নেই; বরং দ্রুত বিলুপ্তির পথে। পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিকতা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদেরই ভদ্র খোলস। মার্কেন্টাইলিজমের সময় হ'তে পাশ্চাত্যের দেশগুলো বিশ্বজুড়ে গড়ে তুলেছিল তাদের উপনিবেশ বা কলোনী। কলোনীগুলো হ'তে তাদের দেশে (হোমল্যাণ্ড বা মাদারল্যাণ্ড) যেত লুট করা ধনরত্ন, কাঁচামাল, সস্তা শ্রম, পুঁজি, দাস, খনিজ সামগ্রী, ঠিক যেভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশ হ'তে ধমনী দিয়ে রক্ত চলে যায় হৃৎপিণ্ডে। কলোনীগুলো নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, হল্যান্ড ও জার্মানীর মধ্যে। শেষ অবধি অবশ্য বৃটেনের সাম্রাজ্যই ছিল সর্ববৃহৎ-এত বিশাল ও বিস্তৃত যে একদা এ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনই অস্তমিত হ'ত না। রাজনৈতিকভাবে আজ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলোর উপনিবেশ নেই সত্যি, কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যবাদী কৌশল রয়ে গেছে ঠিকই। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বৃহৎ ফাইন্যান্স ক্যাপিটালের মাধ্যমে। বিশ্বব্যাপী পুঁজির যোগানদার হিসাবে পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলো আজ নব্য উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এদের মদদগার হচ্ছে বিশ্বব্যাংক, সহায়ক শক্তি হ'ল বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো। এই সুযোগে এরা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাহায্যে চালাচ্ছে তথ্য ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস। কোথাও বা এরা আশ্রয় নিয়েছে আকাশ সংস্কৃতির। এদের দোসর হয়ে কাজ করছে এদেরই মদদপুষ্ট এনজিওরা।

নব্য উপনিবেশবাদ তথা আন্তর্জাতিকতাবাদের আরেক রূপ সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বশেষ প্রযুক্তি কম্পিউটার ও স্যাটেলাইট। এসবের নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন যেমন পুঁজিবাদী গোষ্ঠী নিজেদের হাতে রেখে দিতে চাইছে, তেমনি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করার স্বার্থে তার বেপরোয়া ব্যবহারও করে চলেছে। মূল উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বহাল রাখা। এ প্রসঙ্গে পুঁজিবাদীদেরই অন্যতম সমাজবিজ্ঞানী

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

Michael Kunezik বলেন, "Cultural imperialism through communication is a vital process for securing and maintaining economic domination and political hegemony over others". (Television in the Third World)। অর্থাৎ, 'অর্থনৈতিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন ও তা বহাল রাখার জন্যে যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া'। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিস এন্টেনার সাহায্যে পাশ্চাত্যের ধর্মবিমুখ আল্লাহদ্রোহী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবাদী জীবনের সকল অনুষঙ্গই আজ মুসলমানদের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে। এর বিষময় ফল ফলতে শুরু করেছে। এ কারণেই পৃথিবীর অনেক দেশে ডিস এন্টেনার ব্যবহার সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছে। বিশেষ বিশেষ ক্যাসেট বাজেয়াপ্তও করছে। কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হচ্ছে?

সমাজতন্ত্র তাত্ত্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হ'লেও বাস্তবতা এ থেকে অনেক দূরে। সমাজতন্ত্র সত্যি সত্যি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে বিকাশ লাভ করতে না চাইলে তার মোড়ল সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার 'ওয়ারশ' চুক্তি করার প্রয়োজন হ'ত না। প্রয়োজন হ'ত না নেপথ্যে থেকে 'বান্দুং কনফারেন্সে'র সফলতার জন্যে সকল আয়োজন সম্পন্ন করার। হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়াতে সমাজতন্ত্র আদৌ ক্বায়েম হ'ত না যদি না সোভিয়েত রাশিয়া সেসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালাতো। ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ায় বছরের পর বছর হাযার হাযার লোক নিহত, গৃহহীন ও পঙ্গু হ'ত না যদি না রাশিয়া তাদের সমাজতন্ত্র ক্বায়েমের জন্যে স্বপ্ন দেখাতো, এজন্যে রসদ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা না করতো। কিউবায় সোভিয়েত মদদের কথা কে না জানে? একইভাবে সমাজতন্ত্র তার দীর্ঘ বাহু বিস্তৃত করেছে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়। পেরু, বলিভিয়া, চিলি, নিকারাগুয়া কিংবা কঙ্গো, এ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া ও ইথিওপিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুপ্ত হত্যা, ষড়যন্ত্র ও রক্তপাতের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরীর পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক মত ও পথ গ্রহণের নেপথ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা তো সর্বজনবিদিত।

ইসলাম বরাবরই আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। প্রকৃতিগতভাবেই ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীতে যুগে যুগে দেশে দেশে যখনই অত্যাচার, শোষণ, পীড়নের সয়লাব বয়ে গেছে, ক্ষমতাসীনদের নির্যাতন ও কুশাসনে জনসাধারণের মধ্যে আর্ত রব উঠেছে, তখনি ইসলাম তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশেই মুসলিম বীর সেনানীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুক্তির দূত হিসাবে। কিন্তু কোথাও তারা সাম্রাজ্যবাদ ক্বায়েম করেনি, উপনিবেশ স্থাপন করেনি। বরং বিজয়ী ও বিজিত এক হয়ে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্যে কাজ করেছে। ইসলাম পুরোপুরি আধিপত্যবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, এমনকি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদেরও বিরোধী। তার লক্ষ্য বনী আদমের, মানবজাতির কল্যাণ। কিভাবে বিশ্ব মুসলিম এক উম্মাহ্‌র পতাকা তলে জমায়েত হবে, কিভাবে মুসলমানরা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করবে তাই তার লক্ষ্য। কোন জাতি বা রাষ্ট্রবিশেষকে পদানত করে রাখা, তার সম্পদের উপর লোলুপ থাবা বিস্তার কখনই মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। প্রকৃত অর্থেই মুসলমানরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। তার কাছে আরব-'আজমের কোন ভেদাভেদ নেই। তার মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভেদবুদ্ধি অনুপ্রবেশ করিয়েছে পাশ্চাত্যের সুযোগ সন্ধানী কুচক্রী মহল। ক্ষুদ্র স্বার্থের বেড়াজালে আটকে তাকে বৃহৎ স্বার্থের বিরোধী করেছে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শন। প্রকৃত মুমিনের শিক্ষা হ'তে বিচ্যুতির কারণে, আরও সঠিক করে বললে ইসলামের যথার্থ শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত হওয়ার কারণে ব্যক্তি মুসলমান ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। এই জাল ছিন্ন করে মোহমুক্তি ঘটাতে পারলেই আবার প্রস্ফুটিত হবে তার সত্যিকার চেহারা, বিকশিত হবে তার যথার্থ চরিত্র। মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থেই ইসলামের এই কল্যাণমুখী ভ্রাতৃত্বধর্মী আন্তর্জাতিকতাবাদ বা উম্মাহ্‌র ধ্যান-ধারণা গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যঃ

উপসংহারে পৌঁছানোর পূর্বে পুঁজিবাদের অপরাপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরা প্রয়োজন। এসবের মধ্যে এই জীবন দর্শনে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন প্রয়াসের অনুপস্থিতির কথাই আসে সবার আগে। বৈষয়িক উন্নতিই এর একমাত্র বা চূড়ান্ত লক্ষ্য। স্বার্থ ও উপযোগিতাবাদই এর আইন-ক্বানূন বা নীতি নির্ধারণের প্রধান মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে থাকে। এজন্যেই আইন করে এরা একবার ধূমপান নিষিদ্ধ করে, সেই আইন আবার নিজেরাই নাকচ করে। ব্যবসায়ী তথা মুনাফা লুটেরাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে বলে ধূমপান নিষিদ্ধ না করে, সিগারেট উৎপাদন বন্ধ না করে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর' শ্লোগান সিগারেট প্যাকেটে ছাপার নির্দেশ দিয়েই সামাজিক দায়িত্ব সচেতনতার পরাকাষ্ঠা দেখায়। এখানে সম্পদ ও ক্ষমতার দাপটে মানুষ মানুষের উপর প্রভুত্ব করে। চরিত্রহীনতার সংজ্ঞা এখানে নতুন করে লেখা হচ্ছে। মানুষের স্বার্থে মানুষের মনগড়া আইন দিয়েই এই সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত বলে পুঁজিবাদী জীবনদর্শন ভারসাম্যহীন ও একদেশদর্শী।

পুঁজিবাদের বর্তমান চরিত্রকে সংক্ষেপে তুলে ধরলে যা দাঁড়ায়ঃ

১. একক পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ।
২. চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান (ধনী-দরিদ্রের জীবন যাপনের ব্যয়সূচক বিগত দুই দশকে ১০ঃ১ হ'তে ৭০ঃ১ এ উন্নীত)।
৩. বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের

কৌশল গ্রহণ।
৪. যুগপৎ চরম দারিদ্র্য ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন নিত্যকার দৃশ্য।
৫. গণতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা।
৬. স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পুঁজিবাদী জীবনাদর্শের স্লো পয়জনিং।
৭. এনজিও কালচার পত্তনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শোষণের বিস্তৃতি।
৮. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল এবং
৯. ইসলামের মুকাবিলায় সমাজতন্ত্রের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

একইভাবে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক জানার স্বার্থে এর আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা জীবনদর্শনের এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অস্বীকৃতি, বেতন ও সুযোগ সুবিধার নিদারুণ বৈষম্যের কথা বাদ দিলেও পার্টিসৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য (রুশ প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীপরিষদ সদস্যবৃন্দ, পলিটবুরোর সদস্যবৃন্দ ও জেনারেলরা বিশ্রামের জন্যে যে ডাচা-তে সময় কাটান, তা সাধারণ রুশ নাগরিকের শুধু কল্পনাতীত নয় তার ধারে কাছে ঘেষাঁও অপরাধ) ধর্মহীনতাকে নৈতিকতার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ, মানুষের উপর মানুষের অন্যায় প্রভুত্ব, রেজিমেন্টেড জীবন যাপন, সর্বোপরি অবাস্তব ও অলীক আশার বাণী শুনিয়ে ধোঁকা দেবার অভ্যাস।

সমাজতন্ত্রের মহাদুর্ভাগ্য হ'ল, এর প্রফেট কার্লমার্কস-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়া। মার্কস তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে আশা করেছিলেন পুঁজিবাদী দেশে শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হবে। ফলে তারাই সংহত হয়ে শ্রেণী সংগ্রাম করবে। তাতো হয়ই নি; বরং সেসব দেশের শ্রমিকদের জীবন যাপনের মান সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী দেশের শ্রমিকদের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত। তিনি আশা করেছিলেন মুনাফার হার ক্রমাগত হ্রাস পাবে এবং জাতীয় আয়ে মজুরীর অবদানও দ্রুত কমে আসবে। বাস্তবে ঘটেছে এর উল্টোটা। তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ব্যাপক শিল্প উৎপাদনের ফলে বাজারে পণ্যের স্তূপ জমে যাবে। ফলে দেখা দিবে ব্যাপক বেকারত্ব এবং ঘন ঘন মন্দা, নাভিঃশ্বাস উঠবে পুঁজিবাদের। সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে, বিশেষতঃ কেইনসের উদ্ভাবিত তত্ত্ব অনুসরণের ফলে মার্কসের এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিবর্তনবাদের পরিণতি হিসাবেই পুঁজিবাদ তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের কারণেই ধ্বংস হবে। বাস্তবে তা ঘটেনি। বিশ্বের বহু দেশেই পুঁজিবাদ ছিল, আজও আছে। সেসব দেশে পুঁজিবাদের মৃত্যুঘন্টা বাজেনি। অপরদিকে যেসব দেশে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল, সেসব দেশে পুঁজিবাদ বলে তেমন কিছু ছিল না। বরং তাদের সবগুলোই ছিল সামন্তবাদী বা আধাসামন্তবাদী দেশ, শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী দেশ কখনই নয়। যে বিবর্তনবাদের উপর ভিত্তি করে তাঁর তত্ত্ব নির্মিত, সেই বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানের যুক্তিতে টেকেনি।

এখানেই শেষ নয়। যে পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্বায়েমের জন্যে এত রক্তপাত, এত শত্রুতা ও শঠতা, সেই দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের আদর্শের দশা আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্কোয়ারে স্কোয়ারের স্থাপিত কার্লমার্কস আর লেনিনের ব্রোঞ্জের তৈরী অতিকায় মূর্তিগুলো ক্রেন দিয়ে টেনে নামানো হয়েছে। তারপর নীলামে চড়ানো হয়েছে অথবা ফ্যাক্টরীতে নিয়ে গলিয়ে ফেলা হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতনে বিশেষ অবদান রাখার জন্যে পুরস্কৃত করা হচ্ছে ছয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। এদের মধ্যে রয়েছেন মিখায়েল গরবাচেভ, লেস ওয়ালেসা, জর্জ বুশ, মার্গারেট থ্যাচার, হেলমুট কোহল এবং ফ্রাঁসোয়া মিঁতোরা। পুরস্কারটি দিচ্ছেন চেক প্রেসিডেন্ট ভেক্লাব হ্যাভেল। *(দৈনিক ইনকিলাব, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৯)*। নব্য মার্কসবাদীরা মার্কসবাদের এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে এর নতুন ব্যাখ্যা, নতুন প্রেক্ষিত ও সংশোধন আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অব্যাহত সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র শুধু তাদের চরিত্রই হারায়নি, কঠোর বাস্তবতার মুক্বাবিলায় নিজেদের অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন করে তুলেছে।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বর্তমান বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে তুলে ধরলে যা দাঁড়ায়ঃ

১. সমাজতন্ত্রের বর্তমান গতি ক্রমাগত সংশোধনবাদের দিকে।
২. পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো ক্রমাগত গ্রহণ করে চলেছে (যথা-সুদ, ব্যক্তি মালিকানা, বাজার ব্যবস্থা, মুনাফা ইত্যাদি)।
৩. শিল্প উৎপাদনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ।
৪. পার্টি এলিট ও জনসাধারণের মধ্যে শোষণমূলক সম্পর্ক।
৫. পীড়নমূলক, ধোঁকাপূর্ণ, গোঁজামিলের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত।
৬. রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি।
৭. অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত করতে ব্যর্থ।
৮. পুঁজিবাদের সাথে সহ অবস্থানের নীতি গ্রহণ এবং
৯. ইসলামের মুক্বাবিলায় পুঁজিবাদের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

আলোচনা শেষ করার আগে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত কতকগুলো বড় বড় ত্রুটি বা গলদও তুলে ধরা সমীচীন। তা না হ'লে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসম্পূর্ণতা ও বিচ্যুতিগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা যরূরী। সংক্ষেপে নীচে

সেগুলো উল্লেখ করা হ'ল। এ থেকে উভয় মতবাদের অপূর্ণতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আরও সুষ্ঠু ধারণা জন্মাবে। বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার স্বার্থেই এই তুলনা অপরিহার্য।

পুঁজিবাদের ত্রুটিঃ

১. অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা।
২. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বেকারত্ব।
৩. সম্পদের ত্রুটিপূর্ণ বন্টন।
৪. একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উদ্ভব ও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংহতকরণ।
৫. বাণিজ্য চক্রের পর্যায়ক্রমিক উপস্থিতি এবং
৬. চরম নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় বিদ্যমান।

সমাজতন্ত্রের ত্রুটিঃ

১. সম্পদের ভুল মালিকানা ও অসম বন্টন।
২. প্রকৃত চাহিদা নির্ধারণ ও সঠিক মূল্য নিরূপণে ব্যর্থ।
৩. ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের সুযোগ না থাকায় প্রেষণা অকার্যকর।
৪. ভোক্তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ।
৫. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থ এবং
৬. নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ।

উপসংহারঃ

ইসলামী জীবনাদর্শ এক কালজয়ী জীবনাদর্শ হিসাবে দ্রুতগতিতে বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করবে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমরা উপলব্ধি করার আগেই এ সত্য উপলব্ধি করেছে পুঁজিবাদের সমাজবিজ্ঞানীরা, চিন্তাবিদরা। এজন্যে তারা উদ্বেগাকুল। তারা উপায় খুঁজছে ইসলামের এই দুর্নিবার জোয়ারকে প্রতিরোধের। কতকগুলো উপায় তারা উদ্ভাবন করেছেও। সেসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল যেখানেই মুসলমানদের জাগরণ শুরু হয়েছে, যেখানেই ইসলামের মৌলিক ও অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবনের প্রয়াস শুরু হয়েছে, সেখানেই মৌলবাদের জিগির তুলে তাকে প্রতিহত করা। তাদের সে উদ্দেশ্য কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে সফলও হয়েছে। এরা অব্যাহতভাবে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নেতাদের চরিত্র হননের ষড়যন্ত্রও চালিয়ে যাচ্ছে। আনোয়ার ইবরাহীম এদেরই সুদূরপ্রসারী গভীর চক্রান্তের শিকার।

উদ্দেশ্যমূলকভাবেই পশ্চিমারা আজ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামকে একাকার করে ফেলেছে। পৃথিবীর যেখানে যত নাশকতামূলক কাজ, ধ্বংস ও হত্যা, সব কিছুরই দায়ভার চাপানো হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর। বাংলাদেশ এদেরই কাছ থেকে সবক নিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ঘটনাপঞ্জীই তার প্রমাণ। ইসলামের নামে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম এদের কাছে বড়ই না-পসন্দ। পরিকল্পিতভাবে এর ধ্বংসের জন্যে যুব সমাজকে প্ররোচিত করছে ভোগ-লালসাময় জীবনের দিকে। কাশ্মীর, মিন্দানাও, আচেহ, চেচনিয়া, ইংগুশতিয়া, বসনিয়া হারজেগোভিনায় পাইকারী হারে মুসলিম নিধনযজ্ঞে তার কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে শান্তি উদ্যোগের নামে মাসের পর মাস কালক্ষেপন করে। রেড ক্রিসেন্টের সাহায্য ও শান্তিবাহিনী পৌঁছাতে পৌঁছাতে জনপদের পর জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আলীয়া ইজতবেগোভিচ কিংবা আসলান মাসখাদভকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ কর। এরই বিপরীতে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বজনসমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নেতাদের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সেখানকার খ্রীষ্টানদের জন্যে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে শান্তি স্থাপনের শর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান বোঝাই সৈন্য ও রসদ পাঠাতে কোন বিলম্ব হয় না, জাতিসংঘের শান্তিপরিষদে তার বিরুদ্ধে কোন ভেটো পড়ে না। অথচ অধিবাসীদের ৯০% মুসলমান হওয়ার অপরাধে কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার পঞ্চাশ বছরেরও বেশী ভূলণ্ঠিত। এশিয়ার নব্য আগ্রাসী শক্তি ভারত তাকে জবরদখল করে রাখলেও তার বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করে না বিশ্ব মোড়লরা।

পাশ্চাত্যের তথা পুঁজিবাদের দ্বিমুখী ও দ্বিচারিণী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে আনবিক নীতির ক্ষেত্রেও। যে আনবিক বোমা ফাটানোর কারণে সিটিবিটিতে স্বাক্ষর না করলে পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে, সেই একই অপরাধ অনেক আগেই ভারত করলেও তাকে সিটিবিটিতে স্বাক্ষর করার জন্যে নেই সে ধরনের কোন চাপ। একই কারণে ইরাকের আনবিক প্রকল্প বোমা মেরে উড়িয়ে দিলে ইসরাঈল বাহবা কুড়ায়। ওসামা বিন লাদেন এদের কাছে ভয়ংকর সন্ত্রাসী। অথচ তার চেয়ে সত্যিকার অর্থেই বহুগুণ বেশী সন্ত্রাসী ও দুঃশ্চরিত্র বিল ক্লিনটন দেশে দেশে পূজিত ব্যক্তি। কারণ একজন ইসলামী জীবনদর্শন বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর, অন্যজন তার উচ্ছেদে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। গণচীনও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। চরম পীড়ন, দলন ও দমন চলেছে জিনজিয়াং সিচুয়ান ও গানসু প্রদেশে। সেদেশে জনসংখ্যা নীতির প্রধান টার্গেট মুসলমানরাই। জিয়াং জেমিনের আমলেই এ পর্যন্ত ২১০ জন মুসলমানকে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানো হয়েছে। *(দৈনিক সংগ্রাম, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৯)*। তাদের অপরাধ তারা ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী ছিল, ইসলামী হুকুমতের প্রত্যাশী ছিল।

এটাই নির্মম বাস্তবতা। কারণ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিজেই বলেছেন, 'আল-কুফরু মিল্লাতু ওয়াহিদাহ'। অর্থাৎ 'সমস্ত বাতিল শক্তিই এক'। সুতরাং তারা যে এক পর্যায়ে হকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, জীবনপণ করে লড়বে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং সেটাই নিষ্ঠুর সত্য, রূঢ় বাস্তবতা। এর মুক্বাবিলায় জয়ী হ'তে হলে, ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইলে দরকার বিশ্ব মুসলিমের সমবেত সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস। সেই প্রয়াসে কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে জীবনের সকল প্রিয় সম্পদকে। কারণ শাহাদতের সিঁড়ি বেয়েই আসে *ফাতহুম মুবীন* বা প্রকাশ্য বিজয়।।

Contents

কবিতা

ঈদের চাঁদ

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়া লক্ষ্মীপুর
ডাকঘরঃ বাঁকড়া
চারঘাট, রাজশাহী।

কাল হবে ঈদ তাই
মহা খুশী ধুমধাম
সাজগোজ রান্নার
চলে শুধু আনজাম।
বাঁকা চাঁদ উঠেছে
পশ্চিম আকাশে
দল বেঁধে তাক করে
খোকা খুকু দেখছে।
ঐ দলে নেই আজ
ছোট সোনা খুখু তার
আসেনাতো ছুটে কোলে
মা বলে ডেকে আর।
বাছাধন ঘরে নেই
শোকে বুক ঝাঁঝরা
বুক ভাঙ্গা ঝড়ে তার
ভেঙ্গে যায় পাঁজরা।
ঘর হ'তে গিয়েছিল
চুপ করে বেরিয়ে
পুকুরেতে পড়ে ছিল
রাস্তাটা পেরিয়ে।
হাবুডুবু খেয়ে কত
কষ্টে না গেছে প্রাণ
মরা মুখ দেখে মায়
কেঁদে হয় অজ্ঞান।
সেই গেছে হারিয়ে যে
সোনা ধন বাছা তার
পায়নিক বুকে নিতে
চাঁদ বলে ডেকে আর।
ছোট জামা ছোট জুতা
পড়ে আছে ঘরে তাই
আজ ঈদে পরবে কে
বাছাধন ঘরে নাই।
জুতা জামা দেখে মায়ে
বুকে ধরে জড়িয়ে
বুক ভাঙ্গা কান্নায়
দেয় গড়া গড়িয়ে।
ঈদ নিয়ে বাঁকা চাঁদ
কত বার আসবে
ডুবে যাওয়া চাঁদ তার
আর তো না হাঁসবে।

খুশীর ঈদ

-আতাউর রহমান মণ্ডল
অধ্যক্ষ, পুঠিয়া ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজ
পুঠিয়া, রাজশাহী।

ঈদ উপহার
আল্লাহু আকবার।
মুসলিম জাহানে আজ ঈদ
ঈদুল আযহা' কুরবানীর ঈদ
কবি কণ্ঠে ঝংকৃত হয়
'এলো খুশীর ঈদ'।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে
সবারই কি ঈদ?
সবাই কি খুশী?
সবাই কি সুখী?

ওই যে 'খুশী'টা!
যয়নাবের কোলজে ছেঁচা বুকের মানিক
চোখের কজ্জল
শিহাবের অনন্যা আত্মজা...

শিহাব যাকে রিকশা টেনে এসে
ঘাম জব্ জব্ দেহে বুকে তুলে নেয়
চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়
লাল টুক্ টুক্ কপোল।
খুশীতে টুই টুম্বুর 'খুশী'
দন্ত বিহীন মুখে ফিকফিকিয়ে হাসে
কমলা রাঙা গালে টোল পড়ে
কথা ফোটেনি মুখে
তবু কথা বলার জন্য কী ব্যাকুলতা!

সে 'খুশী'ও কী খুশী?
তারও কী ঈদ?
শিহাব? যয়নাব? তাদেরও?

আসমানে যিলহাজ এর চাঁদ
রাত পোহালে ঈদ।

রিকশা নিয়ে আজ অনেক খাটাখাট্নী করেছে শিহাব
রাত হয়েছে ঢের
ঢের কামিয়েছে ও।
ঈদে বউ-ঝিরা নাইওরে আসছে
চাকুরীজীবী প্রবাসীরা ফিরছে আবাসে
মুজুরীর তুলনায় অনেক বেশীই দিয়েছে অনেকে।

শিহাবের কণ্ঠে পুলক গীতি
'পাবনা থেকে আনবো শাড়ী
ভাবনা কী-বা আর
হরেক রকম রেশমী চুড়ি
কত রঙ বাহার!'

কইগো 'উম্মে খুশী'!
(মস্‌জিদের ইমাম ছাহেবের কাছে থেকে শেখা
কথায় এখন যয়নাবকে ডাকে শিহাব)
কিন্‌তু যয়নাব কই?
আগের মত এগিয়ে আসছে না কেন
কুপি হাতে!

শিহাব রিকশায় বাঁধা হেরিকেন নিয়ে এগোয়
দেখে ভাঙা বেড়া!
দেখে স্পন্দনহীন মৃতা যয়নাবকে!
যুলুমের চিহ্ন দেহের সর্বত্র।

ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে শিহাব
যয়নাব আমার! আমার 'উম্মে খুশী'!
এই দেখো কত্‌তো টাকা এনেছি
কথা বলো! কথা বলো যয়নাব!

হায় শিহাব! তুমিতো জানো না
পাঁচ পশুর পশুত্ব
যয়নাবের কথা বলা ছিনিয়ে নিয়েছে!

পাশেই চৌপায়ায় ঘুমিয়ে 'খুশী'
সে এ সবের জানে না কিছুই।

আজ ঈদ-
ছেলে মেয়েরা নতুন পোশাকে
ঝিলমিলিয়ে উঠছে
কত খুশী, ওরা কত্‌তো খুশী!

শিহাব তার ভাঙা ঘরের বারান্দায়
খুশীকে বুকে জড়িয়ে বসে
পাশে যয়নাবের লাশ ছেঁড়া বাসে ঢাকা
পোষ্ট মর্টেমে যাবে, এখনও ওরা আসেনি।

প্রশ্ন ভীড় জমায় আমার মনে
শিহাবের আজ কেমন ঈদ?
ঈদের খুশীতে 'খুশী' কি আজ খুশী, সুখী?
আর যয়নাবের ঈদ?
তার ঈদ কি আজ মরাকাটা, লাশকাটা ঘরে?
এ কেমন খুশীর ঈদ?
***

দু'টি লিমেরিক

-মাহফূযুর রহমান আখন্দ
পি-এইচ.ডি. গবেষক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

॥ এক ॥

বছর শেষে ফিরলো ঘরে কুরবানী
বাজলো ধরায় ত্যাগ-মহিমার সুরবাণী
জাতির পিতার আদর্শে
জাগবে না যে বাঁদর সে
বলবে ওটা সেকেল কথা-দূরবাণী॥

॥ দুই ॥

মাফ চেয়ে নে ইহতিসাবের কান্নাতে
গড়তে জীবন দ্বীনের হিরে পান্নাতে
ত্যাগ-মহিমার ফুলগুলো
শুধরে দেবে ভুলগুলো
ঠাঁই মেলাবে পরকালে জান্নাতে॥
***

দুর্নীতি

-মাষ্টার নিযামুদ্দীন আহমাদ
সহকারী শিক্ষক
সেঙ্গুয়াপূর্ব
সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

দুর্নীতির সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে সুনীতি,
পরিণামে বয়ে আনছে হতাশার সৃষ্টি।
সূদ, ঘুষ, খুন আর রাহাজানী,
এ সবই সন্ত্রাস আর দুর্নীতি।
যালিম যত শাসকের দল-
বসে থাকে কান পেতে স্বার্থের সন্ধানে,
ওরা শুধু কৌশলে মারতে চায়-
অভাবগ্রস্ত কংকাল সার নিঃস্ব মানুষেরে।
পাপাচারে পরিণত হচ্ছে পুন্য,
দেশের নিঃস্ব ও অসহায় মানুষ যত-
দুর্নীতির তাড়া খাচ্ছে অহরহ,
অবাঞ্ছিত কুকুরের মত॥
শুধু বিত্তবান আর ক্ষমতাবান যারা-
আসন পেতে বসে আছে সবার উর্ধ্বে,
ওরা গড়ছে শুধু সম্পদের ঢল
সব নীতি যেন এদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।
অফিস, আদালত এমনকি শিক্ষাঙ্গনে-
সেখানেও সন্ত্রাস আর দুর্নীতির যাতাকলে,
নিষ্পেষিত নিঃস্ব জনগণ প্রতি পদে পদে।
দেশে নেইকি কোন সুশাসন-সুনিয়ম?
হে জাগ্রত বিবেক! জাগ্রত হও।
আর করো না দেরী, সত্ত্বর কর প্রতিকার,
দুর্নীতি পাপাচার নির্মূল করে-
সবাইকে দিতে হবে সমান অধিকার॥
***

Contents

সোনামণিদের পাতা

জানুয়ারী সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)-এর সঠিক উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ ১. ইমাম ৩. রোবট ৪. শা'বান ৮. সবল ৯. গোনাহ ১০. নফল।

উপর-নীচঃ ১. ইট ২. মশা ৩. রোযাদার ৫. নজরুল ৬. তাসবীহ ৭. ফুলবন।

জানুয়ারী সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তরঃ

১. হাতেম ইবনে বালতা (রাঃ)।
২. হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) (২য় বিবাহ)।
৩. ওহোদের যুদ্ধে।
৪. আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ। ছহীহায়েন বলতে বুখারী ও মুসলিম।
৫. হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)ঃ

১। পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরার প্রতি আয়াতে আল্লাহ্র নাম আছে?
২। 'সূরাতুছ-ছালাত' কোন সূরাকে বলা হয়? এই সূরার সর্বাধিক কতটি নাম আছে?
৩। কোন্ সূরার প্রতি আয়াতের শেষে দুই যবর আছে?
৪। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে প্রতিদিন সূরা ফাতিহা কতবার পাঠ করতে হয়?
৫। পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত কোন্টি?

❒ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
সহ-পরিচালক, সোনামণি
বকুল শাখা, নওদাপাড়া মাদরাসা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)

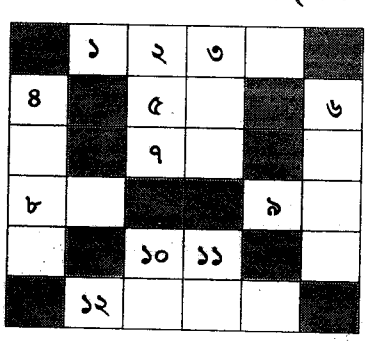

শব্দ তৈরীর নীতিমালাঃ

❒ পাশাপাশিঃ

১. বর্ণনা ৫. ইসলামের একটি রোকন ৭. নতুন ৮. নিয়ম ৯. চোখের পানি ১০. পরিপক্ক। ১২. হোসেন (রাঃ)-এর মৃত্যুস্থান।

❒ উপর-নীচঃ

২. কুলির কাজ ৩. একটি আরবী মাস ৪. বহুল প্রচলিত মাসিক পত্রিকা ৬. ওয়াদা ১০. অতিক্রম ১১. মুসলমানদের পবিত্র স্থান।

** মুহাম্মাদ হাসানুযযামান*
আলিম পরীক্ষার্থী ২০০১
কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদসারা
সাতক্ষীরা।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২২৪) চাঁদপুর (মধ্যপাড়া) দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রূপসা, খুলনাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ শেখ আফতাবুদ্দীন ইবনে আব্দুছ ছামাদ
উপদেষ্টা ঃ শেখ আকীকুর রহমান ইবনে মুস্তাযুদ্দীন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবু ত্বাহের ইবনে ইদরীস
সহ-পরিচালক ঃ শেখ বেলাল হোসাইন ইবনে মুস্তাযুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ শেখ হানযালা ইবনে শহীদুল্লাহ।

কর্মপরিষদঃ
সাধারণ সম্পাদক ঃ শেখ মেহেদী হামযা ইবনে শহীদুল্লাহ
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শেখ মা'ছূম বিল্লাহ ইবনে আকীকুর রহমান
প্রচার সম্পাদক ঃ রবীউল ইসলাম ইবনে জালাল আহমাদ
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ শেখ বায়েযীদ ইবনে শহীদুল্লাহ
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ আবু দারদা ইবনে ইদরীস।

(২২৫) চাঁদপুর (মধ্যপাড়া) দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রূপসা, খুলনাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ শেখ আফতাবুদ্দীন ইবনে আব্দুছ ছামাদ
উপদেষ্টা ঃ শেখ আকীকুর রহমান ইবনে মুস্তাযুদ্দীন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবু ত্বাহের ইবনে ইদরীস
সহ-পরিচালক ঃ শেখ বেলাল হোসাইন ইবনে মুস্তাযুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ শেখ হানযালা ইবনে শহীদুল্লাহ।

কর্মপরিষদঃ
সাধারণ সম্পাদিকা ঃ আয়েশা বিনতে আফতাবুদ্দীন
সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শামসুন নাহার বিনতে ইদরীস
প্রচার সম্পাদিকা ঃ মারয়াম বিনতে হাবীবুল্লাহ
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ ফাতেমা বিনতে মিছবাহুল ইসলাম
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মিম্মাহ বিনতে শফী'উল্লাহ।

(২২৬) খাসখামার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আব্দুল খালেক্ব মোল্লা

উপদেষ্টা ঃ ইসমাঈল হোসাইন
পরিচালকঃ সাঈদুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুখলেছুর রহমান (১)
সহ-পরিচালক ঃ আখতার হোসাইন।

কর্মপরিষদঃ
সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুস সালাম
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শফীকুল ইসলাম (১)
প্রচার সম্পাদক ঃ মুখলেছুর রহমান (২)
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ শফীকুল ইসলাম (২)
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ রুবেল হোসাইন।

(২২৭) খাসখামার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, দূর্গাপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আব্দুল খালেক্ব মোল্লা
উপদেষ্টা ঃ ইসমাঈল হোসাইন
পরিচালকঃ সাঈদুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুখলেছুর রহমান (১)
সহ-পরিচালক ঃ আখতার হোসাইন।

কর্মপরিষদঃ
সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ যমিরন খাতুন
সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ উম্মে কুলছুম খাতুন
প্রচার সম্পাদিকা ঃ মাহমূদা খাতুন
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মমতায খাতুন
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুক্তা খাতুন।

(২২৮) মিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, গোপালগঞ্জঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আজমল হোসাইন
পরিচালক ঃ হাফেয বশীর আহমাদ
সহ-পরিচালক ঃ আমীনুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ যুবায়ের তানশের

কর্মপরিষদঃ
সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ নাজমুল হুদা
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ তানভীর হোসাইন
প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সোহেল রানা
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ ইবরাহীম।

(২২৯) মিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, গোপালগঞ্জঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আজমল হোসাইন
পরিচালক ঃ হাফেয বশীর আহমাদ
সহ-পরিচালক ঃ আমীনুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ যুবায়ের তানশের

কর্মপরিষদঃ
সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রাবেয়া বছরী
সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ লিজা আখতার
প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ফরীদা
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সুমা আখতার
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ সিনহা।

সমাবেশঃ

বিশেষ প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানঃ

রাজশাহীঃ গত ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় রাজশাহী মহানগরীর বায়তুল আমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ চত্বরে ৫টি সোনামণি শাখার বাছাইকৃত ১০০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে একদিন ব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সোনামণি রাজশাহী যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে সোনামণিদের চরিত্র গঠন, প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কথা বলার আদব-ক্বায়েদাহ ও ইসলামী সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন উক্ত মসজিদের ইমাম মাওলানা যাকারিয়া ও সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক হাফেয ইদরীস আলী। বাদ আছর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে সোনামণিদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মহানগর মহাবিদ্যালয়, নওদাপাড়া, রাজশাহীর অধ্যক্ষ জনাব শামসুল হক কুরায়শী, সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও মাহফূযুল আলম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রবীণ সাংবাদিক, সাপ্তাহিক রাজশাহী বার্তার সম্পাদক ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুছ ছামাদ (অবঃ)। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সোনামণি, রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক। তাকে সহযোগিতা করেন অত্র মসজিদের মুয়াযযিন তরীকুল ইসলাম।

কুষ্টিয়া পশ্চিমঃ গত ১০ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার ধর্মদহ পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৫০ জন সোনামণি, ৩০ জন যুবক ও সুধীর উপস্থিতিতে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি গোলাম যিল কিবরিয়া। প্রশিক্ষণে সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক জাহিদুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মাজীদুল ইসলাম ও মাওলানা নযরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ছিদ্দীকুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতঃপর তারাবীহ ছালাতের পর সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সোনামণি কুষ্টিয়া (পশ্চিম) যেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

মেহেরপুরঃ গত ১১ই ডিসেম্বর যেলার বাঁশবাড়িয়া কলোনীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৬০ জন

সোনামণি এবং বেশ কিছু সুধীর উপস্থিতিতে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক জাহিদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ রফীযুদ্দীন। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি শ্লোগান সম্বলিত এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

পাবনাঃ ১৬ই ডিসেম্বর পাবনা যেলার মুকন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২৫ জন সুধী ও ৫০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম ও খালিদ সাইফুল্লাহ্‌র তেলাওয়াতে কালাম ও জাগরণীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মাওলানা বেলালুদ্দীন। প্রশিক্ষণে সোনামণি সংগঠনের উপর সেনামণি রাজশাহী যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম এবং সোনামণিদের চরিত্র গঠন, প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কথা বলার আদব-ক্বায়েদাহ, সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সোনামণি পাবনা যেলার সহ-পরিচালক শফী'উল্লাহ। এছাড়া পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম সোনামণিদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। প্রশিক্ষণ শেষে ইফতার মাহফিল এবং বাদ মাগরিব সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলী।

খুলনাঃ গত ২৯ ডিসেম্বর যেলার চাঁদপুর (মধ্যপাড়া) দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে সোনামণিদের চরিত্র গঠনের উপরে আলোচনা রাখেন শেখ আফতাব ইবনে আব্দুছ ছামাদ ও ডাঃ শেখ আবু আব্দিল্লাহ লিয়াকত। সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, চরিত্র গঠন, কথা বলার আদব ও প্রশিক্ষণের নীতিমালার উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি বালক ও বালিকা শাখা গঠন করা হয়।

গোপালগঞ্জঃ গত ১৩ই জানুয়ারী ২০০১ইং বাদ আছর মিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গোপালগঞ্জ যেলার ৩৫ জন সোনামণির উপস্থিতিতে বিশেষ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সোনামণিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, অত্র মসজিদের ইমাম হাফেয বাশির আহমাদ প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০১ঃ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০১ রোজ শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০১ তাবলীগী ইজতেমা প্যাণ্ডেল নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনালে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত বহু সোনামণি ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও মাইদুল ইসলামের সুললিত কণ্ঠের 'কুরআন তেলাওয়াত' ও 'সোনামণি জাগরণী' পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীর ও সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডঃ মুহাম্মাদ **আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও সাতক্ষীরা যেলা সোনামণি-এর পরিচালক মাওলানা আহসান হাবীব।

সম্মেলনে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার সোনামণিরা আরবী, ইংরেজী ও বাংলা-এই তিন ভাষার সমন্বয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংলাপ পরিবেশন করে। যা উপস্থিত সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে। সংলাপে সর্বমোট ১১ জন অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীরা হচ্ছে- শফীকুল ইসলাম (মোহনপুর, রাজশাহী), আব্দুল হামীদ (রাজশাহী), শাহাবুদ্দীন (বগুড়া), যিয়াউর রহমান (রাজশাহী), শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), হাসীবুদ্দৌলা (দিনাজপুর), দেলোয়ার হোসাইন (রাজশাহী), হাবীবুর রহমান (বগুড়া), আব্দুল্লাহ আল-মামূন (যশোর), মাইদুল ইসলাম (রাজশাহী) ও আব্দুল ওয়াদুদ (রাজশাহী)। সংলাপ পরিচালনা করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক যিয়াউল ইসলাম।

উল্লেখ্য, সম্মেলন শুরুর আগে দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত বহু সোনামণি নওদাপাড়া মারকাযের সোনামণিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদ হ'তে র‍্যালি নিয়ে নওদাপাড়া এলাকা প্রদক্ষিণ করে তাবলীগী ইজতেমার প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে। এ সময় 'জীবন গড়ার শপথ নাও, সোনামণিতে যোগ দাও, মানি পিতা-মাতার আদেশ ভালোবাসি স্বদেশ, আমরা ফুলের কলি হাসিমুখে কথা বলি' ইত্যাদি শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলে।

সম্মেলনে সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিশু-কিশোরদের জন্য

আন্তরিক দো'আ করেন এবং উপস্থিত সবাইকে এ সংগঠনকে সর্বিক সহযোগিতা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

সোনামণি সম্মেলন পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাঃ

'সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ'-এর উদ্যোগে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী নওদাপাড়া মাদরাসায় 'সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০১' সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আটটি বিষয়ে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত সোনামণিরা অংশগ্রহণ করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাবলীগী ইজতেমা ২০০১-এর মূল প্যাণ্ডেলে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও রবীউল ইসলাম (পাবনা)। বিজয়ীরা হচ্ছেঃ

ক্বিরাআত (বালক)ঃ ১ম- আব্দুল ওয়াদূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী), ২য়- আব্দুল্লাহ আল-মামূন (ঐ), ৩য়- খায়রুল ইসলাম (বাঁকাল, সাতক্ষীরা)।

ক্বিরাআত (বালিকা)ঃ ১ম- বিলকীস আরা (হরিষার ডাইং, রাজশাহী), ২য়- মর্যীনা খাতুন (ঐ), ৩য়- আরীফা খাতুন (গোপালপুর, রাজশাহী)।

আযান (বালক)ঃ ১ম- আব্দুল ওয়াদূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী), ২য়- মাহফূযুর রহমান (বগুড়া), ৩য়- আবু রায়হান (সাতক্ষীরা)।

ইক্বামত (বালিকা)ঃ ১ম- বিলকীস আরা (হরিষার ডাইং, রাজশাহী), ২য়-সাহেলা খাতুন (রাজশাহী), ৩য়- মাশকূরা খাতুন (বাঁকাল, সাতক্ষীরা) ও লাইলী খাতুন (বগুড়া)।

জাগরণী (বালক)ঃ ১ম- আবু রায়হান (সাতক্ষীরা), ২য়- আব্দুর রঊফ (কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী), ৩য়-মাসুদ রানা (বগুড়া)।

জাগরণী (বালিকা)ঃ ১ম- সাহেলা সুলতানা (রাজশাহী), ২য়-মাহফূযা পারভীন (ঐ), ৩য়- ইসরাত জাহান (কৃষ্ণপুর, রাজশাহী)।

বক্তৃতা (বালক)ঃ ১ম- যিয়াউর রহমান (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী), ২য়-খায়রুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ৩য়-আব্দুল আওয়াল (মোহনপুর, রাজশাহী)।

বক্তৃতা (বালিকা)ঃ ১ম- শামস ফারহানা (কৃষ্ণপুর, রাজশাহী), ২য়- আরীফা খাতুন (গোপালপুর, রাজশাহী), ৩য়- সুরাইয়া খাতুন (রাজশাহী)।

সাধারণ জ্ঞান (বালক)ঃ ১ম- মনীরুল ইসলাম (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী), ২য়- যহুরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ৩য়- হুমায়ূন কবীর (নওদাপাড়া মাদসারা) ও আব্দুল মান্নান (মোহনপুর, রাজশাহী)।

সাধারণ জ্ঞান (বালিকা)ঃ ১ম- শামস ফারহানা (কৃষ্ণপুর, রাজশাহী), ২য়- শাকীলা খাতুন (পুঠিয়া, রাজশাহী), ৩য়- মেরীনা খাতুন (গোপালপুর, রাজশাহী)।

সুন্দর হাতের লেখা (বালক)ঃ ১ম- যহুরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ২য়- যিয়াউর রহমান (নওদাপাড়া মাদসারা, রাজশাহী), ৩য়- আব্দুল জব্বার (সাতক্ষীরা)।

সুন্দর হাতের লেখা (বালিকা)ঃ ১- মেরীনা খাতুন (গোপালপুর, রাজশাহী), ২- মাশকূরা খাতুন (সাতক্ষীরা), ৩- শাকীলা খাতুন (পুঠিয়া, রাজশাহী) ও তামান্না খাতুন (বগুড়া)।

আক্বীদাতু কুল্লু মুসলিমঃ ১ম- বিলকীস আরা (হরিষার ডাইং, রাজশাহী), ২য়- তাইয়রা (বগুড়া), ৩য়- মর্যীনা খাতুন (হরিষার ডাইং, রাজশাহী), ৪- যিয়াউর রহমান (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী), ৫- খালেদ সাইফুল্লাহ (নবাবগঞ্জ), ৬- মাসুদ রানা (বগুড়া)।

সোনামণির পাপ

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
যশোর।

সোনামণি আমরা সবে
করছি আজি পণ
কুরআন-হাদীছের আলোয়
ভরিয়ে দিব বিশ্ব ভূবন।
চলব জ্ঞানের মশাল জ্বেলে
তিমির আঁধার পথে
মুখে কালেমা হাতে তলোয়ার
আল্লাহ আছেন সাথে।
সত্য-ন্যায়ের অমৃত বাণী
বিশ্ব মাঝে করব প্রচার
বিশ্ব মায়ের সোনার সন্তান মোরা
চাই কল্যাণ বিশ্ব মানবতার।
এগিয়ে এসো সোনামণি সব
তোল তাওহীদী শ্লোগান
ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করব
এইতো মোদের পণ॥

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

স্বাধীনতার পর প্রায় দুই লক্ষ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্যের ৭৫ ভাগই হয়েছে লুটপাট

গত ১০ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে বক্তাগণ বলেন, স্বাধীনতার পর প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্যের ৭৫ ভাগই লুটপাট হয়েছে। সমিতির সভাপতি ডঃ মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী শাহ এ,এম,এস কিবরিয়া। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল 'বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন?' বিষয়বস্তুর উপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আবুল বারাকাত, বিআইডিএস-এর ডঃ ওমর হায়দার চৌধুরী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জামশেদুযযামান, এম আবুল কাসেম ও মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ সরকার। আলোচনায় অংশ নেন সাবেক অর্থমন্ত্রী ডঃ ওয়াহীদুল হক, এম সাঈদুয্যামান, প্রফেসর মোযাফফর আহমাদ প্রমুখ।

অর্থমন্ত্রী শাহ এ,এম,এস কিবরিয়া বলেন, বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ উপদেষ্টারা নিয়ে নেন। তিনি বলেন, গত ৩০ বছরে বৈদেশিক সাহায্য উন্নয়নে অবদান রেখে থাকলে সব শর্ত মেনে হ'লেও বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। আর বিদেশী সাহায্য যদি উন্নয়নে কোন অবদান না রেখে থাকে, তাহ'লে কোন শর্ত মেনেই সাহায্য গ্রহণ উচিত হবে না। অর্থমন্ত্রী বলেন, অনুদান বা সহজ শর্তের ঋণ যখনই নেয়া হয়, তখন দাতাদের উপদেশ দেয়ার অধিকার সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় এই উপদেশ আদেশ-নির্দেশেও পরিণত হয়। তবে গণতন্ত্রের চর্চা দীর্ঘস্থায়ী হ'লে এবং সরকারের গণভিত্তি থাকলে দাতারা কি বলল না বলল তার খুব বেশী তোয়াক্কা সরকারের করতে হয় না।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধে প্রফেসর আবুল বারাকাত বলেন, গত ৩ দশকে আমাদের দেশে যে বৈদেশিক ঋণ সাহায্য প্রবাহিত হয়েছে, তা এদেশের অর্থনীতিতে জনকল্যাণকর কোন ভূমিকা রাখেনি। তিনি উল্লেখ করেন, স্বাধীনতা-উত্তর ৩ দশকে সরকারীভাবে ১ লাখ ৮০ হাযার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান পাওয়া গেছে। এর মাত্র ২৫ ভাগ যাদের জন্য সাহায্য নেয়া হয়েছে, তাদের কাছে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ বিভিন্নভাবে লুটপাট হয়েছে। এ ৭৫ ভাগের মধ্যে ২৫ ভাগ লুট করেছে বিদেশীরা, ৩০ ভাগ গেছে আমলা, রাজনীতিক ও পরামর্শকদের কাছে এবং ২০ ভাগ গেছে শহর ও গ্রামের উচ্চবিত্তদের পকেটে।

ডঃ আবুল বারাকাত বলেন, জনগণের মাথাপিছু ঋণের দায়ভার ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৩-৭৪ সালের ৬.৬ ডলার থেকে ১৯৯৮-৯৯ সালে ১১৬ ডলারে উন্নীত হয়েছে। ১৯৭১-৭২ অর্থবছরে যেখানে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ডলার, সেটা ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ১৫৪ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত গ্যাসের সম্ভাব্য পরিমাণ ৩২.১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট

আমেরিকান ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ ও পেট্রোবাংলার যৌথ সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের সম্ভাব্য পরিমাণ ৩২.১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ২৩.৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) স্থলভাগ এবং ৮.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট সমুদ্রভাগে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সফররত আমেরিকান ভূতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিনিধি দলের প্রধান ডঃ জিন উইটনি অবশ্য বলেছেন, ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার নিয়ম অনুসরণ করে সম্ভাব্য অনাবিষ্কৃত গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। সম্ভাব্য অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের এই পূর্বাভাস আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতই সম্ভাবনানির্ভর।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী পেট্রোবাংলার সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশের অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পেশ উপলক্ষে ইউএসএআইডি ও পেট্রোবাংলা যৌথভাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে পেট্রোবাংলা ও আমেরিকান ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের (ইউএসজিএস) যৌথ উদ্যোগে তৈরি সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশের অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে উপস্থাপিত বক্তব্যে বলা হয়, এদেশে ৮.৪ থেকে ৬৫.৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত গ্যাস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্যাস মওজুদের গড় হিসাবে বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের সম্ভাব্য পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২.১ ট্রিলিয়ণ ঘনফুটে। উল্লেখিত সম্ভাব্য অনাবিষ্কৃত গ্যাসসম্পদের ৭৩ শতাংশ পাওয়া যেতে পারে স্থলভাগে এবং ২৩ শতাংশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সমুদ্রভাগে।

মাত্র ১০ সেকেণ্ডের ভূমিকম্পেই ঢাকার হাইরাইজ ভবনগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে

ঢাকায় আশির দশক থেকে গড়ে ওঠা অধিকাংশ হাইরাইজ ভবনই ভূমিকম্প সহনীয় নয়। বড় মাপের কোন ভূমিকম্প বড় জোর ১০ সেকেণ্ড আঘাত হানলেই এসব ভবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনকি ২০ সেকেণ্ড স্থায়ীত্বের ভূমিকম্পে যমুনা সেতুর মত স্থাপনাও ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারী বিকেলে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আলোচকগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম ছিদ্দীকী উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে "New Housing in Bangladesh Vulnerable to Earthquake" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'জাপান ওভারসিজ কনসালট্যান্টস'-এর সিনিয়র স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ডঃ মুহাম্মাদ আলী আকবর মল্লিক। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ভূমিকম্প হচ্ছে এক ধরনের এনার্জি। আর এর ধর্মই হচ্ছে দুর্বলতম স্থানগুলোতে অধিকহারে আঘাত হানা। তিনি বলেন, ঢাকার গুলশান, ধানমণ্ডি, উত্তরা, মতিঝিল সহ অন্যান্য ঘিঞ্জিপূর্ণ এলাকার বহুতল ভবনগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সেসব ভবনের গ্রাউণ্ড ফ্লোর বরাবরই কলমের উপর দাঁড় করিয়ে রাখার প্রবণতা রয়েছে। অথচ গ্রাউণ্ড ফ্লোরের মযবূত ভিত্তির ওপরই নির্ভর করে ভূমিকম্প সহনীয়তার ব্যাপারটি। ডঃ মল্লিক আরো বলেন, ঢাকা শহরে অপরিকল্পিত এবং অপেক্ষাকৃত কম মযবূত ভিত্তির উপর গড়ে তোলা ভবনগুলো ধ্বংসের জন্য ঢাকাতেই

ভূমিকম্প হবার প্রয়োজন হবে না; বরং দু'চারশ' কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে বড় মাপের ভূমিকম্প সংঘটিত হ'লেও ঢাকার অনেক ভবন ধ্বসে পড়ার আশংকা রয়েছে। বড় মাপের একটি ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়া এক হাযার কিলোমিটার পর্যন্তও বিস্তৃত হ'তে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষের জঙ্গী গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ৭০ দিনে ৩১ জন নিহত

বহুল বিতর্কিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষের উপজাতীয় জঙ্গী গ্রুপগুলোর মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘাতের বিস্তৃতি ঘটছে। ফলে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোলাটে এবং বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছে। গহীন পাহাড় ও জঙ্গলময় একেকটি এলাকায় দু'পক্ষের আর্মড ক্যাডাররা শক্তি সংহত করার পাশাপাশি প্রতিদিনই মারাত্মক সহিংস লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে মোকাবিলা করছে। খণ্ড যুদ্ধ, গেরিলা কায়দায় আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ ও চোরাগোপ্তা হামলার প্রায় সকল ঘটনায় অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, কোন কোন ক্ষেত্রে জলপাই রঙা বিশেষ পোষাকাদির ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গত ২রা ডিসেম্বর ২০০০ থেকে এ যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৮টি বড় ধরনের সহিংস ঘটনায় ৩১ জন খুন হয়েছে। এর মধ্যে ১৩ জন চুক্তি বিরোধী ও ৯ জন পক্ষের নেতা-কর্মী-ক্যাডার। বাকী ৯ জন নিরীহ বাঙ্গালী ও উপজাতীয় পার্বত্য নাগরিক। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী বিশেষতঃ দীঘিনালা, পানছড়ি, বাঘাইছড়ি, থানচির প্রভৃতি প্রত্যন্ত এলাকায় সামরিক বাহিনী ও বিডিআর-এর পরিত্যক্ত অস্থায়ী ক্যাম্প এলাকা এবং সন্তুপন্থী শান্তিবাহিনীর ফেলে আসা ঘাঁটিগুলোর দখল-বেদখল নিয়ে চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষের ক্যাডাররা প্রাণপণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এ প্রেক্ষাপটে পার্বত্যাঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপকতর রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে অনেকেই আশংকা করছেন।

রাঙ্গামাটিতে ৩ বিদেশী প্রকৌশলী অপহরণ

রাঙ্গামাটিতে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ৩ জন বিদেশী প্রকৌশলী অপহৃত হয়েছেন। অপহৃত ৩ জন হচ্ছেন ডেনমার্কের নাগরিক টরবেল মিকেলসন ও নীলস কারগ্রাণ্ড এবং বৃটিশ নাগরিক টিম সেলবিকে। তারা একটি ডেনিশ প্রকৌশল সংস্থা 'কেম্পসাক্স ইন্টারন্যাশনালে'র কর্মকর্তা। উপজাতীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাদের অপহরণ করেছে এবং ৯ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবী করেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন বেলা সোয়া ২টার দিকে ভাড়া করা একটি গাড়িযোগে ২ জন ব্রিটিশ ও ২ জন ডেনিশ নাগরিক রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাদের গাড়িটি যখন রাঙ্গামাটি সদর উপযেলার বেতছড়ি এলাকার গুনিয়াপাড়া অতিক্রম করছিল তখন বেলা সাড়ে ৪টা। এ সময় জলপাই রংয়ের পোশাক পরা ৫ জন উপজাতীয় সশস্ত্র যুবক তাদের গাড়ি থামায় এবং অস্ত্রের মুখে ৩ জনকে তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করে। গাড়ির চালক ও ১ জন ব্রিটিশ নাগরিককে তারা ছেড়ে দেয় এবং ঐ তিনজনের মুক্তির বিনিময়ে ৯ কোটি টাকা প্রদানের দাবী জানায়। অপহরণকারীদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। অনেকের ধারণা তারা পার্বত্য শান্তিচুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ-এর সদস্য হ'তে পারে। অবশ্য ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে এই অপহরণের সঙ্গে সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতিও জানিয়েছে, তারাও এর সঙ্গে যুক্ত নয়।

৩ বিদেশী নাগরিক অপহরণের এ ঘটনা গোটা পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক আলোড়ন, উদ্বেগ ও শংকার সৃষ্টি করেছে। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিদেশী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ব্যাপক ভীতি ও অনিরাপত্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮৭ সালে চিমুতং গ্যাস ফিল্ডে কর্মরত ২ জন ব্রিটিশ প্রকৌশলী অপহরণের ঘটনার পর এটি বিদেশী অপহরণের দ্বিতীয় ঘটনা। তখন সেই দু'জন ব্রিটিশ প্রকৌশলীকে অপহরণ করেছিল শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডাররা।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে গত বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে অন্ততঃ অর্ধশত লোক নিহত ও অর্ধশত লোক অপহৃত হয়েছে। অপহৃতদের মধ্যে ১২ জনের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ পুলিশ ও সেনাবাহিনী মহালছড়ি ইউনিয়নের কালাপাহাড়কে অপহরণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং চারিদিক থেকে সন্ত্রাসীদের ঘিরে রেখেছে। অন্যদিকে অপহরণকারীদের সাথে স্থানীয় এজেন্টদের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। বর্তমানে অপহরণকারীদের নতুন ও প্রধান দাবী হচ্ছে, পার্বত্য এলাকা থেকে সেনাবাহিনীর পূর্ণ অপসারণ। এ দাবীর মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষক মহল একটি গভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের আভাষ পাচ্ছেন। যাতে সেনাবাহিনীমুক্ত দেশের এক দশমাংশ পার্বত্য এলাকা পার্শ্ববর্তী দেশের সহজ শিকারে পরিণত হয় এবং আসাম-মেঘালয় প্রভৃতি এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আস্তানা ধ্বংস করার খোঁড়া অজুহাত তুলে এই এলাকায় তাদের সেনা দখল ক্বায়েম হয়। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের গা-ছাড়া ভাব দেখে অনেকে এটাকে সাজানো নাটক হিসাবে সন্দেহ করছেন। কেননা বৃটিশ ও ডেনিশরা দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে মতামত দিয়ে আসছে। এব্যাপারে সাবেক শান্তিবাহিনী নেতা সন্তু লারমার সাথে তাদের রয়েছে একটা বোঝাপড়া। লক্ষণীয় যে, প্রথমে অপহরণকারীরা ৯ কোটি টাকা মুক্তিপণ চায়। কিন্তু পরদিন থেকেই তারা বলতে থাকে যে, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করা হলে কোন আলোচনা হবে না। একদিকে সন্তু লারমার নিরুদ্বেগ ভাব অন্যদিকে ঢাকাস্থ বৃটিশ ও ডেনিশ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের গা-ছাড়া ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, তারা ভালো করেই জানে যে, অপহৃতদের কিছুই হবে না। অপহরণকারীদের মাধ্যমে এই দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্য হ'ল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য যে, সেটা হ'লেই আন্তর্জাতিক কুচক্রী দেশসমূহ ও তাদের দেশীয় এজেন্টদের জন্য তাদের কপট উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

বাংলাদেশে বিশ্বের বৃহত্তম তেলখনি!

বিশ্বের বৃহত্তম তেলখনিসহ অন্ততঃ ১৭টি তেলখনি রয়েছে বাংলাদেশে। আর তেলের মানও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তেল কূপ খনন ও উত্তোলনের খরচ বাদে প্রাপ্ত তেল হ'তে প্রাথমিক পর্যায়ে আয় বৃদ্ধি পাবে বর্তমানের মাথাপিছু আয়ের অন্ততঃ ১৪ শত গুণ বেশী। আর

তখন প্রত্যেকে বাংলাদেশীর বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় বর্তমানের ৩৮৬ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ ৬০ হাযার ৪০০ মার্কিন ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সম্ভাব্য তেল ক্ষেত্র হ'তে জরিপ অনুযায়ী তেল পাওয়া গেলে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের যেকোন দেশ, এশিয়ার যেকোন দেশ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা হ'তেও ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

বছরের প্রথম মাসে হত্যাকাণ্ড ২৫৯ ॥ পুলিশ হেফাযতে মৃত্যু ৪

নতুন বছরের প্রথম মাসটি কেটেছে ব্যাপক হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের মধ্য দিয়ে। শুধু জানুয়ারীতে দেশব্যাপী হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ২৫৯টি। এ মাসে পুলিশ হেফাযতে মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা ৪ জন। 'বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা'র ডকুমেন্টেশন বিভাগ তাদের জরিপের ভিত্তিতে গত ২রা ফেব্রুয়ারী এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

সংস্থার জরিপ রিপোর্ট মোতাবেক জানুয়ারীতে ধর্ষিতা হয়েছে ৫৩ জন, অপহৃত হয়েছে ৪৭ জন, এসিড নিক্ষেপের শিকার ৯ জন, আত্মহত্যা করেছে ৪৫ জন, নির্যাতিতা ৮ জন, প্রতারণার শিকার ৮৫ জন, নারী ও শিশু পাচার ৩৩ জন, (ভুল) ফৎওয়ার শিকার ১২ জন, সীমান্ত এলাকায় নিহত হয়েছে ৫ জন, গণপিটুনিতে নিহত ৭ জন, জননিরাপত্তা আইনে মামলা ১৭টি, গৃহ পরিচারিকার মৃত্যু ৫ জন এবং বিষাক্ত মদ্যপানে মৃত্যু ৩ জন।

দেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাযার নয়, ৮০ হাযার ৬৫০

সারা দেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাযার বলে সকলেরই জানা। কিন্তু গত ১০ ফেব্রুয়ারী শনিবার বাংলাদেশ এমবিএ এসোসিয়েশনের এক সেমিনারে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী যিল্লুর রহমান জনৈক বক্তার উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাযারের কথা সংশোধন করে বলেন, এই দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে আমি উক্ত সংখ্যা সংশোধন করে সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সারাদেশে বর্তমানে মোট গ্রামের সংখ্যা ৮০ হাযার ৬৫০।

বাংলাদেশী শ্রমিক আমদানি নিষিদ্ধ করেছে মালয়েশিয়া

বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি নিষিদ্ধ করেছে মালয়েশিয়া। সে দেশের ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যার জন্য এরা দায়ী বলে কুয়ালালামপুর সরকার অভিযোগ করেন। স্টার ডেইলী পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলা হয়, হাযার হাযার বাংলাদেশী বিভিন্ন ডকুমেন্ট জাল বা স্থানীয় মালয় রমণীদের পানি গ্রহণ করে সে দেশে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন, ভাল চাকুরী পেলে বাংলাদেশী শ্রমিকরা আগের কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যায় অথবা অবৈধভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। এই নিষেধাজ্ঞা গত জানুয়ারী মাস থেকেই কার্যকর হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে নিয়োগকর্তারা মায়ানমার, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়া থেকে শ্রমিক আনতে পারবেন।

মর্মান্তিক!

(১) ঈদুল ফিৎরের আগের দিন শেষ ছিয়াম অবস্থায় দুপুর আড়াইটার দিকে ঈদের বাজার নিয়ে সাইকেলে করে আসছেন আসাদুয্যামান (৪৮)। খুলনার গোয়ালখালির নয়াবাটি নিজ বাসা থেকে অনতিদূরে উন্মুক্ত রেল ক্রসিং। খুলনা থেকে বেনাপোলগামী ট্রেন আসছে। লোকেরা পার হ'তে নিষেধ করল। উনি বললেনঃ ট্রেন আসতে আসতে পার হয়ে যাব। পার হয়ে গেলেন। কিন্তু পিছনের ক্যারিয়ারে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে গিয়ে ট্রেনের চাকার তলায় মাথা চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল মাথা, দু'খানা হাত ও পা। সাইকেল, বাজার সবই পড়ে রইল। মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন লাশে পরিণত হলেন বিমান বাহিনীর সাবেক সৈনিক সুঠাম ও দীর্ঘদেহী আসাদুয্যামান। ইন্না লিল্লাহে...। যার পিতা আইয়ুব আলী মোল্লা (৭০) এখনও বেঁচে আছেন! লোকেরা তার দেহ একটি ভ্যানে উঠিয়ে দূরে রাখলো। বড় ছেলে (১৬) স্থানীয় নেছারিয়া মাদরাসার ছাত্র নিজ পিতার ছিন্ন দু'খানা হাত ও দাড়িসহ মাথার একাংশ পড়ে থাকা অবস্থায় দেখে এসে মাকে বলে জনৈক ব্যক্তির এক্সিডেন্টের খবর। তখনও সে জানেনা যে ঐ মাথা ও হাত দু'খানা তার স্নেহময় পিতার।

পোস্ট মর্টেম আইনের ঝকমারি এড়াতে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত লাশটি অনতিদূরে একটি ভ্যানের উপরে পুলিশ প্রহরায় রাখা হয়। পরে রাতের বেলা গ্রামের বাড়ী সদর থানার ছাগলাদহ চাঁদপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন ঈদুল ফিৎরের জামা'আতের পরে তার জানাযা পড়া হয়। ইমামতি করেন চাঁদপুর দাখিল মাদরাসার সুপার ও তরুণ বাগ্মী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম।

মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তান রেখে যান। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার সমাজকল্যাণ সম্পাদক ছিলেন।

(২) সুস্থ মাকে বাড়ীতে রেখে সপরিবারে তাবলীগী ইজতেমায় এলেন গোলাম মুক্তাদির। কিন্তু বাড়ী ফিরে গিয়ে পেলেন মায়ের অগ্নিদগ্ধ লাশ...। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির (৪৪) গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে খুলনা থেকে কপোতাক্ষ আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে সপরিবারে রাজশাহী এলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদানের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যায় চারদিকে মাগরিবের আযান ধ্বনি। এমন সময় গ্যাসের চূলায় দুধ গরম করার জন্য ৭০ বছরের বৃদ্ধা মা মমতায় বেগম গ্যাসের সুইচ অন করে দিয়ে দীর্ঘদিনের অনভ্যস্ত ও দুর্বল হাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চেষ্টা করছেন আগুন ধরাবার জন্য। কয়েকটি কাঠি মিস হওয়ার পরে একটা কাঠি ধরলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চূলা ও রান্নাঘর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ও সেই সাথে অগ্নিদগ্ধ হলেন বৃদ্ধা মা...। কেননা ইতিমধ্যেই গ্যাস অনেকটা বেরিয়ে রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মেজ ছেলে গোলাম কিবরিয়া (৪৭) ছুটে এসে আগুন নেভালো। অতঃপর সকলে মিলে নিকটবর্তী ক্লিনিকে নিয়ে গেলেন। সারা রাত চিকিৎসা চলল। কিন্তু না। সর্বাধুনিক চিকিৎসা সমূহকে ব্যর্থ করে দিয়ে ১৩ ঘন্টা পরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল ৭-১৫ মিনিটে 'কিওর হোম'-এর বেডে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করলেন। মধ্য রাত পর্যন্ত তার জ্ঞান ভাল ছিল। নিজে কলেমা পাঠ করেছেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট বৌমাকে জিজ্ঞেস করেছেন সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে কি-না। মেজ ছেলে জিজ্ঞেস করল মা তোমার এমন হলো কেন? দৃঢ় কণ্ঠে মায়ের জবাবঃ 'ভাগ্যে ছিল তাই'। কিন্তু দুঃখ ছিল কেবল একটাই। প্রাণপ্রিয় কণিষ্ঠ পুত্র গোলাম মুক্তাদির যাকে আদর করে 'বাবু' বলে ডাকতেন, তাকে শেষ বারের মত দেখে যেতে পারেননি...। একই ব্যথা গোলাম মুক্তাদির বাবু-র। তবু সান্ত্বনা এই যে, বাবু তখন নওদাপাড়ায় তাবলীগী ইজতেমায় দ্বীনী দায়িত্ব পালনে রত ছিলেন। রবিবার বেলা ১-টায় তিনি বাসায় পৌঁছেন ও বেলা ২-টায় জানাযা হয়। ইমামতি করেন খুলনা সিটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আলী আকবর রিয়াযী। খুলনায় বসুপাড়া গোরস্থানে বড় ছেলে গোলাম মুর্তযার মাথা বরাবর তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান।

[আমরা দো'আ করি যেন আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করেন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করেন। -সম্পাদক]

মাওলানা ইসহাক্ব সালাফী আর নেই

আহলেহাদীছ জামা'আতের অন্যতম পরহেযগার আলেম মাওলানা ইসহাক্ব সালাফী (৬৫) গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার নাটোর যেলার গুরুদাসপুর উপযেলাধীন মহারাজপুর গ্রামে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে...। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। তিনি রাজশাহী ও করাচীতে দ্বীনী ইল্‌ম হাছিল করেন। দেশে ফিরে সিরাজগঞ্জ যেলাধীন কামারখন্দ ও অন্যান্য স্থানে শিক্ষকতা ও ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষে তিনি প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ চট্টগ্রাম মহানগরীর পাহাড়তলীস্থ ঝাউতলা রেলষ্টেশনের উত্তরে দক্ষিণ খুলশী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসাবে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে দু'মাস তিনি কঠিন হাঁপানী রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁর অসুস্থতার খবর ও সালাম পেয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ৯.২.২০০১ শুক্রবার বাদ জুম'আ মহারাজপুর গমন করেন ও তাঁর বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাত করেন ও দো'আ নেন। এই সময় তাঁর সাথে ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলা সংগঠনের সেক্রেটারী মাওলানা গোলাম আযম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুযযাম্মিল হক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, নওদাপাড়া মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাঈদুর রহমান ও অন্যান্য নেতা ও কর্মীবৃন্দ।

দো'আ কামনা

খ্যাতনামা আলেম খুলনার **মাওলানা আব্দুর রঊফ** (৬৫) স্থানীয় 'খালিশপুর ক্লিনিকে' গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার থেকে 'ব্রেইন ষ্ট্রোক' করে অচেতন অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর আশু রোগমুক্তির লক্ষ্যে প্রাণখোলা দো'আ করার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। উল্লেখ্য যে, তিনি গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার সকালে তাঁকে ক্লিনিকে দেখতে যান ও শয্যাপাশে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করেন। এই সময় খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে ছিলেন।

বিদেশ

ইসরাঈলী নির্বাচনে এরিয়েল শ্যারনের নিরঙ্কুশ বিজয়

ইসরাঈলের ডানপন্থী বিরোধী দলীয় নেতা এরিয়েল শ্যারন ইসরাঈলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। শ্যারন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লেবার পার্টির নেতা এহুদ বারাককে কমপক্ষে ২৫ ভাগ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ইসরাঈলের ইতিহাসে এত বিশাল ব্যবধানে বিজয়ের আর কোন রেকর্ড নেই।

চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেছে, শ্যারন ৬২.৫ ভাগ ভোট পেয়েছেন। অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এহুদ বারাক পেয়েছেন ৩৭.৪ ভাগ ভোট।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন, কট্টরপন্থী হিসাবে খ্যাত লিকুদ পার্টির নেতা শ্যারন প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, অতীত এরিয়েল শ্যারনকে একজন ঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করে। ১৯৮২ সালে যখন ইসরাঈল লেবাননে আগ্রাসন চালায়, তখন শ্যারন ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ঐ আগ্রাসনের সময় ইসরাঈলীরা বৈরুতের শাবরা ও শাতিলা নামক দু'টি ফিলিস্তীনী শরণার্থী শিবিরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। ঐ গণহত্যায় অন্ততঃ ৮শ' লোক নিহত হয়।

ডোনেশন নিয়ে ফেরারী আসামীকে ক্ষমার অভিযোগ উঠেছে ক্লিনটনের বিরুদ্ধে

কোটিপতি ফেরারী মার্ক রিখকে ক্ষমার অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বিরুদ্ধে। রিখ-এর সাবেক স্ত্রী ডেনিসের কাছ থেকে ডোনেশন পেয়ে ক্লিনটন এই অপকর্মটি করেন বলে জানা যায়। এর পেছনে প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক ও ইসরাঈলের গোয়েন্দা বিভাগ 'মোসাদ'-এর সাবেক প্রধানের হাত রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। কংগ্রেস কমিটিতে সাক্ষ্য দান কালে সাবেক মোসাদ গোয়েন্দা আভনের আজুলে স্বীকার করেন যে, তিনি রিখ-এর প্রতিনিধি হিসাবে ইসরাঈলের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সুপারিশপত্র সংগ্রহ করে আনেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে সর্বশেষ মুহূর্তে ক্লিনটন যে কাজগুলো করেছিলেন তার মধ্যে রিখ-এর ক্ষমা একটি। বেলজিয়ামে জন্মগ্রহণকারী রিখ যুক্তরাষ্ট্রে বড় হ'লেও সে কখনো মার্কিন নাগরিকত্ব নেয়নি। ইসরাঈল ও স্পেনে তার নাগরিকত্ব রয়েছে। ১৯৮৩ সাল থেকে সে সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করছে। যুক্তরাষ্ট্র তাকে ৪ কোটি ৮০ লাখ ডলারের কর ফাঁকি, জালিয়াতি এবং ইরানের সাথে তেল ব্যবসা করার অপরাধে খুঁজছে।

বিশ্বে প্রতিবছর ৫ লাখ ১৫ হাযার মহিলা সন্তান প্রসবকালে মারা যায়

প্রতিবছর সারা বিশ্বে প্রায় ৫ লাখ ১৫ হাযার মহিলা সন্তান প্রসবকালে মারা যায়। এর মধ্যে সিংহভাগ মহিলাই মারা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এছাড়া ২ কোটি মহিলা মারাত্মক জটিলতায় ভোগে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের এক রিপোর্টে বলা হয়, ৩০ কোটি মহিলা অথবা উন্নয়নশীল বিশ্বের পূর্ণ বয়স্ক মহিলার এক চতুর্থাংশ সন্তান প্রসবের কারণে সংক্রমণে ভুগছে অথবা দীর্ঘমেয়াদী জখমে ভুগছে। মহিলাদের এই ব্যাপক মৃত্যুর জন্য পুষ্টিহীনতাই মূলতঃ দায়ী বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

যুদ্ধাপরাধী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রকে বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে

-ইরাক

ইরাকী সরকারী বার্তা সংস্থা ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় বোমা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্মিত বাগদাদের আমরিয়া কেন্দ্রে বিমান হামলায় ৪ শ' জন নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার দাবী জানিয়েছে। আল-কাদেসিয়া জানায়, পৃথিবীতে বিচার বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহ'লে আমরিয়া আশ্রয় কেন্দ্রে বোমা হামলার জন্য যুদ্ধাপরাধী হিসাবে মার্কিন নেতৃবৃন্দের বিচার হওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, বাগদাদে বোমা হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্মিত ৩৪টি কেন্দ্রের মধ্যে আমরিয়া একটি। ১৯৯১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন বাহিনী সেখানে বোমাবর্ষণ করে।

তুর্কী পার্লামেন্টে মারামারি করে অজ্ঞান হয়ে এমপি'র মৃত্যু

তুর্কী পার্লামেন্টে তুমুল বিতর্ক ও হট্টগোল চলাকালে ঘুষি খেয়ে একজন এমপি ইন্তেকাল করেছেন। বিরোধী মধ্য ডানপন্থী 'ট্রুপাথ' পার্টির (DYP) সদস্য ফেভজি সিহানলিওগ্লো ডানপন্থী পার্টির একজন এমপির মুষ্টাঘাতে পার্লামেন্ট কক্ষে আকস্মিকভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ৫৬ বছর বয়সী এই এমপিকে তার সহকর্মীরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে তাদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

গুজরাটে শত শত টিভি সেট ধ্বংস

গুজরাটের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকার মুসলমানগণ গত ১৩ ফেব্রুয়ারী তাদের এলাকায় শত শত টিভি ভাংচুর করে। আলেম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গুজরাটের ব্যাপক ভূমিকম্পের জন্য টিভি সম্প্রচার ও এতে প্রচারিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের খারাপ প্রভাবকে দায়ী করেন। সেকারণ আহমাদাবাদ ও সুরাটের মুসলিম অধিবাসীরা ছাদের উপর হ'তে ফেলে ও লোহার রডের আঘাতে শত শত টিভি সেট ধ্বংস করে। মুফতী ইমতিয়ায বলেন, টিভি মানুষের মনকে দূষিত করায় পরম শক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আর তাঁর ক্রোধের প্রকাশই ভূমিকম্প। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী খাজুরী মসজিদে টিভি ভাঙ্গার সূচনা করলে দ্রুত এই টিভি ভাংচুরের ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে।

নেপালে হাতির আক্রমণে একটি গ্রামের ৩০টি বাড়ী বিধ্বস্ত

নেপালের ন্যাশনাল পার্কের একটি বন্য হাতির আক্রমণে অত্যন্ত একটি গ্রামের কমপক্ষে ৩০টি বাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে। স্থানীয় একটি পত্রিকার খবরে একথা বলা হয়। মধু অধ্যপুরির গ্রামপ্রধান নারদমুনী কাঠমান্ডুর ইংরেজী দৈনিক কাঠমান্ডু পোস্টকে জানান, এ হাতিটি গত দু'সপ্তাহ ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতিটি গত ৪ ফেব্রুয়ারী রাতে গ্রামের বিভিন্ন অংশে প্রায় দশটি বাড়ী ভেঙ্গে ফেলে। হাতিটি রয়াল চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্কের বাসিন্দা। হাতিটি সম্ভবতঃ বাড়ীতে ঢুকে খাদ্য শস্যের সন্ধান করছিল। পার্ক কর্তৃপক্ষ হাতিটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য ৫টি হাতিসহ একটি বিশেষজ্ঞ দল সেখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু তারা হাতিটি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

চীনের বিশাল তেলক্ষেত্র সাগরে তলিয়ে যেতে পারে

চীনা ভূতত্ত্ববিদরা এই প্রথম আলামত দেখতে পেয়েছেন যে, সেদেশের তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের একটি বিরাট অংশ পীত সাগরে তলিয়ে যেতে পারে। গুয়াংজু মেরিন ভূতাত্ত্বিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ গবেষণায় দেখা গেছে, বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন, ২০০ থেকে ২৮০ কোটি টনের তেল ও গ্যাসক্ষেত্র সাগরে তলিয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, পীত সাগর চীনের অন্যতম মহাদেশীয় সাগর। এর পরিধি প্রায় ৪ লাখ বর্গকিলোমিটার।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার

আর কয়েক বছর পরেই ৪৫২ মিটার উঁচু কুয়ালালামপুর পেট্রোনাস টাওয়ারকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকতে হবে তাইওয়ানের রাজধানীর দিকে। কারণ তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে নির্মিত হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার। যার উচ্চতা হবে ৫০৮ মিটার। ইতিমধ্যে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে গেছে। নির্মাণকাজ শেষ হবে ২০০২ সালের মধ্যে।

বিশ্বের দীর্ঘতম লাইব্রেরী

জার্মানীর দক্ষিণাঞ্চলের 'কানজাক লাইব্রেরী' বিশ্বের দীর্ঘতম লাইব্রেরী হিসাবে 'গিনেজ বুক অব রেকর্ড'-এ স্থান পেয়েছে। লাইব্রেরীটি দৈর্ঘ্যে ১ হাযার ৪৬৩ মিটার (৪ হাযার ৭৫৫ ফুট)। এ লাইব্রেরীর কিছু সংখ্যক বইয়ে চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল এবং তার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক প্রতিদ্বন্দ্বী জেরহার্ড শ্রোয়ডারের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে।

মুসলিম জাহান

আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না

-লস্কর-ই-ত্বাইয়েবা

কাশ্মীরের মুজাহিদ গ্রুপ লস্কর-ই-ত্বাইয়েবা পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, জিহাদের উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ বন্ধ করলে সরকারের উপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঈনুদ্দীন হায়দার জনগণের কাছ থেকে জিহাদের নামে অর্থ সংগ্রহ নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা প্রকাশ করলে সরকারের প্রতি এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়। লস্কর-ই-ত্বাইয়েবা প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ সাঈদ এক বিবৃতিতে বলেন, জিহাদ হচ্ছে একটি ইসলামী কর্তব্য এবং এই জিহাদের জন্য তহবিল সংগ্রহ নিঃসন্দেহে ইসলামী কাজ। যারা জিহাদ ও ইসলামের বিরুদ্ধে চিন্তা করছেন তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র গযবের ভয় থাকা উচিত।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের মসজিদ, মার্কেট ও বড় বড় দোকানে স্বাধীনতাকামী গ্রুপগুলোর নামে দান বাক্স রয়েছে।

মালয়েশিয়ায় ভারতীয় অশ্লীল ছবি দেখানো চলবে না

-মালয়েশীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ

মালয়েশিয়ার ইসলামী নেতৃবৃন্দ সে দেশের টেলিভিশনে বলিউডের অশ্লীল চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধের দাবী জানিয়েছেন। মালয়েশিয়ার টেলিভিশনে প্রায় প্রতিদিনই হিন্দী সিনেমা দেখানো হয়। ভারতীয় এসব চলচ্চিত্র যৌন আবেদনময়ী সঙ্গীত ও নৃত্যের কারণে মালয়েশিয়ার মালয়, চীনা এবং ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। ধর্মীয় নেতারা বলেছেন, মালয় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের যুবকরা বর্তমানে টেলিভিশনের পর্দায় এসব ছবি দেখে প্রচুর সময় নষ্ট করছে ও পথভ্রষ্ট হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পেরাক স্টেটের মুফতী হারুসানি বলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রে বিশেষ করে হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাসের কথা রয়েছে, যা ইসলাম সম্মত নয়। তিনি আরো বলেন, কিছু কিছু হিন্দু চলচ্চিত্রে অতিমাত্রায় অনৈতিক বিষয় রয়েছে, যুবসমাজ যার হুবহু অনুসরণ করে।

বাহরায়েনে সংস্কারের পক্ষে জনরায়

উপসাগরীয় রক্ষণশীল এই আরব রাষ্ট্রটিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯৮ শতাংশ বাহরায়েনী ভোটার হাঁ-সূচক ভোটের মাধ্যমে তাদের আস্থা প্রকাশ করেছেন। বাইরায়েনের আইনমন্ত্রী ১৬ই ফেব্রুয়ারী এ কথা বলেছেন। আইনমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন খালিদ আল-খলীফা জানান, ভোটারদের ৯৮.৪ শতাংশ ভোট আংশিক পার্লামেন্ট গঠনের পক্ষে পড়েছে। সংবিধান সম্মত রাজতন্ত্র কায়েম এবং বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে এই ভোটাভুটি হয়। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এ খবর দিয়েছে। ১৯৭১ সালে বাহরায়েন ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর এবারের গণভোটই স্বাধীন বাহরায়েনের প্রথম নির্বাচন। বাহরায়েনে প্রথম নির্বাচিত পার্লামেন্ট ২ বছর বহাল থাকার পর ১৯৭৫ সালে বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারী উপসাগরীয় সংবাদ সংস্থা জানায়, ২০ বছর বয়সী মোট ভোটারের সংখ্যা ২,১৭,০০০। ২ দিনের গণভোটে ভোট পড়েছে ১,৯৬,২৬২টি। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। সংবাদ সংস্থা আরো জানিয়েছে, হাঁ-সূচক ভোট দিয়েছে ১,৯১,৭৯০ জন। ৩,০৯৮ জন দিয়েছে না-সূচক ভোট। ১,৩৭৪টি ভোট বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপসাগরীয় অঞ্চলে এই প্রথমবারের মত মহিলারা ভোটে অংশগ্রহণ করেছেন।

কাবুলে জাতিসংঘ দফতর বন্ধের নির্দেশ

আফগানিস্তানের তালেবান সরকার কাবুলে জাতিসংঘের রাজনৈতিক কার্যালয় বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। ওদিকে তারা নিউইয়র্কে তাদের অফিস বন্ধ করে দিয়েছে। তবে জাতিসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তালেবান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সেদেশে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে নিউইয়র্কে তালেবানদের দফতর বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে তালেবানরা এই ব্যবস্থা নেয়।

পাকিস্তানের সূদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক লেনদেনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না

-জেনারেল মোশাররফ

পাকিস্তানের প্রধান নির্বাহী জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বলেছেন, সূদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিকল্পনা দেশের আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেন ও চুক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। চুক্তি ও শর্ত অনুযায়ী এ ধরনের সকল বিনিয়োগ ও লেনদেন পুরোপুরি রক্ষা করা হবে। জেনারেল মোশাররফ সঊদী আরব এবং মালয়েশিয়ায় প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মডেল পরীক্ষা করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

মানবাধিকারের প্রবক্তারা ইসলামের প্রতি উদ্যত

-হজ্জের খুৎবায় মুফতীয়ে 'আম

গত ৪ঠা মার্চ রবিবার দুপুরে বিশ্বের সোয়াশো কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বকারী মহা মিলনস্থল আরাফাতের ময়দানে সমবেত অন্যূন ২৫ লাখ মুসলমানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ৪০ মিনিট ব্যাপী প্রদত্ত খুৎবার আবেগময় এক অনবদ্য ভাষণে সঊদী আরবের প্রধান মুফতী ও ইমাম **শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খ** বলেন, মানবাধিকারের বিশ্বনেতারাই আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করছে। তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাদের মা-বোনদের বে-ইযযত করছে, তাদের যুবকদের হত্যা ও পঙ্গু করছে। তাদেরকে ভিটেমাটি ছাড়া করছে। মুসলমানরা আজ উদ্বাস্তু হিসাবে বিভিন্ন দেশে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, কসোভো, মিন্দানাও, মায়ানমার, ইরিত্রিয়া, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে মুসলমানদের উপরে দমন-নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে। তিনি বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানান।

[মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসাবে সঊদী আরব এবং সংগঠন হিসাবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসুক- আমরা সেই কামনা করি- সম্পাদক]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

শামুক থেকে তৈরি হবে অ্যান্টিবায়োটিক

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন এক নতুন মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক। যা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে থাকা কমনডগ হোয়েলক নামক শামুকে পাওয়া যায়। শামুক তার ডিমকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে এটি ব্যবহার করে। পেনিসিলিনের মাত্রার অর্ধেক মাত্রা ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, উপাদানটি কেবল সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেই কার্যকর নয়, মানুষের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু যেমন- স্ট্রেপটোকক্কাস, ই-কোলি, ক্যানাডিডা, নিউমোনিয়ার ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও ভাল কার্যকর। অবশ্য নতুন আবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিকটির গঠন রসায়ন বিজ্ঞানীদের জ্ঞাত সম্পর্কে একটু আলাদা। মানুষের দেহে এর ব্যবহারে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বলেই বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

আর্সেনিক দূরীকরণ বৃক্ষ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মাটি আর্সেনিকে দূষিত হয়ে আছে। আর্সেনিক একদিকে যেমন বিষাক্ত, তেমনি অন্যদিকে এ থেকে ক্যান্সারও হ'তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে, একটি গাছের সাহায্যে মাটিকে সহজেই কম খরচে আর্সেনিক দূষণমুক্ত করা যায়। 'ব্রেকফার' নামে পরিচিত এই গাছ মাটি থেকে খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব বেশি পরিমাণে আর্সেনিক টেনে নিতে পারে।

উদ্ভিদবিদ্যা অনুযায়ী ফার্ন জাতীয় গাছটির নাম 'টেরিয়াস ভিতাদা'। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া বর্জ্য মাটি থেকে তোলা পানির সাথে আসা বা অন্য কারণে আর্সেনিক দূষণ হ'তে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার একদল গবেষক বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী 'মিউচারে' লিখেছেন, টেরিয়াস ভিতাদা তার শিকড় দিয়ে মাটি থেকে আর্সেনিক টেনে নিয়ে তার পাতায় জমা করে। তারা আরো লিখেছেন, তাদের জানামতে এটাই এ ধরনের প্রথম আবিষ্কার। আর কোন উদ্ভিদ এত বেশী পরিমাণ আর্সেনিক জমিয়ে রাখতে পারে বলে জানা নেই।

এইডস নিরাময়ে তেলাপোকা

বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণিত কীটদের একটি তেলাপোকা। এরা উপদ্রপ সৃষ্টি করে, রোগ-জীবাণু ছড়ায়, দ্রুত বংশ বিস্তার করে এবং যে কোন পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারে। এই তেলাপোকাই এখন এইডস রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষের বড় বন্ধু হ'তে পারে। চীনের সরকারি বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায়, চীনের ইউনাস ভালি মেডিক্যাল একাডেমির চিকিৎসা বিভাগের গবেষকরা দাবি করেছেন, তারা তেলাপোকা থেকে তিনটি উপকারী জৈব উপাদান বের করতে সক্ষম হয়েছেন। 'কুনমিং অ্যানিমেলস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে' আরো গবেষণায় দেখা গেছে, এই তিনটি জৈব উপাদানের মধ্যে একটি এইডসের জন্য দায়ী ভাইরাস এইচআইভি প্রতিরোধে কার্যকর। গবেষকদের একজন জানান, তেলাপোকার দেহের জৈব উপাদান যুক্তরাষ্ট্রে এইডস রোগীদের চিকিৎসায় বর্তমানে ব্যবহৃত ওষুধের মতই প্রায় ১০ ভাগ কার্যকর।

বহুমূত্র নিয়ন্ত্রণে থাকলে মানসিক রোগের ঝুঁকি কম থাকে

বহুমূত্রের সাথে সহযোগী রোগ হ'ল উচ্চ রক্তচাপ। এ রোগে যারা ভোগেন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। গবেষণায় বলা হয়েছে, ৬০ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার আগে যদি রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তাহ'লে পরবর্তীতে মনোবৈকল্য অনেকাংশে হ্রাস পায়। গবেষকরা আরো বলেন, এই রোগে হৃদযন্ত্রের রক্ত সরবরাহের শিরা সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। গবেষক দলের প্রধান ডাঃ ডেভিড লোপম্যান জানান, বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত তরুণদের ওপর এই প্রথমবারের মত এ ধরনের পরীক্ষা চালানো হ'ল।

যে গাড়ী উঁচু-নীচু সকল জায়গায় লাফ দিয়ে চলতে পারে

'রেত্রো পরিবহন সংস্থা' খুব শীঘ্রই বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে অভিনব এক গাড়ী। এই গাড়ী উঁচু-নিচু, এবড়ো-থেবড়ো, তেলতেলে সব রাস্তাতেই চলতে পারবে। এমনকি ৬ থেকে ১১ ইঞ্চি উঁচু দিয়ে লাফও দিতে পারবে। সামনে বাধা পেলে চালক ইচ্ছা করলে এর সামনের চাকা ওপরে ওঠাতে পারবে। গাড়ীটির এক একটি চাকার মাপ ১৭ ইঞ্চি। এর শক্তি ১৩৫ অশ্বশক্তি। গাড়ীটিতে দু'লিটার তেল পুরে সাশ্রয়ে অধিক ভ্রমণ করা যাবে। আবার নিজের পসন্দমতই একে যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করা যাবে। হাইওয়ে দিয়ে দ্রুত, পাহাড়ি পথে শ্লথ সবই সম্ভব। গাড়ীটি অন্যসব গাড়ী থেকে খুবই ছোট। সামনে কেবল চালক আর পিছনের সিটে মাত্র দু'জন বসতে পারবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সুধী সমাবেশ

শাসনগাছা কমপ্লেক্স, কুমিল্লাঃ গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০০০ইং রোজ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কুমিল্লা শহরের শাসনগাছায় নবনির্মিত 'শাসনগাছা আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স' মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি **মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা আব্দুর রহমান প্রমুখ। সুধী সমাবেশ পরিচালনা করেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। সমাবেশে বক্তাগণ হক্ব-এর দা'ওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, হক্ব-এর আওয়াযকে বুলন্দ করার মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বক্তাগণ বলেন, চারিদিকে বাতিলের জয়জয়কার সাধারণ মুসলমানদেরকে ক্রমান্বয়ে বিপথগামী করছে। হক্ব খুঁজে পাওয়া এখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। নিজেদের আচরিত মাযহাবী তাক্বলীদের দেয়ালে হক্ব চাপা পড়ে আছে। ফলে সাধারণ মানুষ সঠিক ইসলাম জানতে পারছে না। তাঁরা বলেন, কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত এই কমপ্লেক্স সঠিক ইসলাম প্রচারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। তাঁরা সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

ইসলামী সম্মেলন

শিবগঞ্জ, বগুড়াঃ গত ৫ই জানুয়ারী ২০০১ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৩ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার শিবগঞ্জ (নান্দুরিয়া) এলাকার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নবনির্মিত আটমূল সালাফিইয়াহ মাদরাসা কমপ্লেক্স শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম।

গাবতলী, বগুড়াঃ গত ৬ই জানুয়ারী ২০০১ ইং রোজ শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার গাবতলী এলাকার হামীদপুর শাখার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ শামসুযযোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক **অধ্যাপক রেযাউল করীম**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও বগুড়া যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বগুড়া যেলা আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুর রহীম। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ গত ৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার যেলার রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি **মাওলানা আব্দুল্লাহর** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক আব্দুল হামীদ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে **মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী** সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের আলোকে সকল পথ ও মত পরিহার করে উপস্থিত সুধীবৃন্দকে কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ছায়াতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র পথ। আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে এ অভ্রান্ত অহি আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ)ও স্বীয় রেসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের সামনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আদর্শ মওজুদ আছে। আমাদেরকে সেই আদর্শেরই অনুসারী হ'তে হবে। অন্যথায় মুখে রাসূল প্রীতির শ্লোগান উচ্চারণ করে অথবা ট্রাক মিছিলে রাজপথ দখল করে আর যাই হোক রাসূলের ভালবাসা অর্জন করা সম্ভব নয়। বিশেষ অতিথির ভাষণে জনাব আব্দুল হামীদ উপস্থিত সুধীদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জন্য আপোষহীনভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম স্বীয় বক্তব্যে জিহাদী আন্দোলনে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আন্দোলনের যেলা দফতর সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সোবহান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসায়েন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক তোফাযযল হক্ব, সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক যিয়াউল ইসলাম প্রমুখ।

গোপালগঞ্জ যেলা পুনর্গঠন

গত ১২ই জানুয়ারী রোজ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নবনির্মিত গোপালগঞ্জ মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন

বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বিশেষ কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক **অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম**, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ গোলাম মুক্তাদির (বাবু), কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম আব্দুল লতীফ ও বাগেরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জনাব মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন সরদারকে আহ্বায়ক ও গাযী বাক্বীউল আলমকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি যেলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন।

পিরোজপুরঃ গত ১৩ই জানুয়ারী শনিবার বাদ মাগরিব 'তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত পিরোজপুর যেলার সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি **অধ্যাপক আব্দুল হামীদ**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম আব্দুল লতীফ। তিনি সুন্নাত ও বিদ'আতের পরিচয় তুলে ধরেন এবং বিদ'আতীদের ভয়াবহ পরিণতি উল্লেখ পূর্বক সবাইকে বিদ'আতমুক্ত আমল করার আহ্বান জানান।

গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা সম্মেলনঃ গত ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সাঘাটা পাইলট উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যেলা সম্মেলন ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আব্দুল কাদের (গাইবান্ধা) প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন উপযেলা চেয়ারম্যান জনাব আলতাফ হোসায়েন।

গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা সম্মেলনঃ গত ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন ভেওর ইসলামিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে 'যেলা সম্মেলন ২০০১' অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা আমীনুল ইসলাম, মাওলানা ইবরাহীম প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

সংগঠনকে দূর্বার গতিতে এগিয়ে নিন-

-সিনিয়র নায়েবে আমীর

গোপালগঞ্জ ২৬শে জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ শহরের প্রাণকেন্দ্র মিয়াঁপাড়ায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী গোপালগঞ্জ যেলার সর্বস্তরের আহলেহাদীছ জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জামা'আতী যিন্দেগী ব্যতীত আমাদের সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। আমাদেরকে আদর্শিকভাবে যেমন সচেতন থাকতে হবে, তেমনি সামাজিকভাবেও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। যেলা আহ্বায়ক জনাব সোহরাব হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে যেলা শহরের প্রবীণ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সম্মেলন
ডান-বাম-মধ্যম নয়, সকলকে ইসলাম মুখী হ'তে হবে-

-আমীরে জামা'আত

১লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে কুষ্টিয়া যেলাধীন দৌলতপুর উপযেলার ঐতিহ্যবাহী দৌলতখালি হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, ডান-বাম-মধ্যম কোন মুখী নয়, মানুষকে মুক্তি পেতে হ'লে তাকে অবশ্যই ইসলাম মুখী হ'তে হবে। আর ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। যা মানবতার কল্যাণে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নাযিল হয়েছে। আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার আন্দোলনকেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলা হয়। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ প্রচলিত অর্থে কোন ব্যক্তির মতাদর্শ ভিত্তিক দলের নাম নয়। বরং এটি আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে জীবন গড়ার আন্দোলনের নাম।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসায়েন, আহলেহাদীছ যুবসংঘের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবীবুর রহমান মীযান প্রমুখ। সম্মেলনে জাগরণী

পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

বক্তৃতা শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এলাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ওলামায়ে কেরামের সাথে মত বিনিময় বৈঠকে মিলিত হন। অতঃপর বাদ ফজর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের' দায়িত্বশীলদের সাথে বৈঠক করেন।

গুজরাটের ভূমিকম্প থেকে শিক্ষা নিন-

-জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত

২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ মেহেরপুর যেলার গাংনী উপযেলাধীন বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশবাসীর প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান এবং এলাহী আযাব নাযিলের বিধির উপরে সারগর্ভ ও আবেগঘন ভাষণ পেশ করেন। তিনি কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন, মানুষ যখন যাকাত বন্ধ করে, আল্লাহ তখন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। যখন দেশে যেনা-ব্যভিচারী বৃদ্ধি পায়, তখন দেশে খুন-খারাবি ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। এমনি করে মানুষের অপকর্মের কারণেই মানুষ তার ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্যই আল্লাহ গযব পাঠিয়ে থাকেন। অতএব গুজরাটে ভূমিকম্প কেবল ভারতবাসীর জন্য নয়, বরং বাংলাদেশ সহ বিশ্ববাসী সকলের জন্য হুঁশিয়ারি সংকেত। অতএব আমাদেরকে তওবা করে আল্লাহমুখী হ'তে হবে এবং আমাদের ব্যক্তি, পারিবারিক ও সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধানকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে সকল কাজ করে যেতে হবে।

মেহেরপুর যেলা সম্মেলন

সকল বিভক্তির অবসান ঘটিয়ে হাবলুল্লাহকে আঁকড়ে ধরুন-

-আমীরে জামা'আত

২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ এশা মেহেরপুর যেলার গাংনী উপযেলাধীন কুলবাড়িয়া (কাথুলী) আমবাগান ময়দানে মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত যেলা সম্মেলন ২০০১-য়ে সমবেত বিশাল সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে মানুষে মানুষে বিভক্তি ও হানাহানির অবসান ঘটিয়ে সকলকে 'হাবলুল্লাহ' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহাসম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসায়েন, তরুণ ও তেজস্বী বক্তা মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), আহলেহাদীছ যুবসংঘের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবীবুর রহমান মীযান প্রমুখ। জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

বক্তৃতা শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলার গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গের সাথে মতবিনিময় করেন। অতঃপর 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের দায়িত্বশীলদের সাথে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন।

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলুন

-জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত

সুকলপট্টি, নাটোরঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার জুম'আর খুৎবায় সমবেত সুছল্লীবৃন্দের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলাদলির ফলে সমাজের সর্বত্র যেমন হিংসা-হানাহানি বিরাজ করছে, ইসলামের নামে মাযহাবী ও তরীকাগত দলাদলিও আমাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে আমাদেরকে অবশ্যই সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হাবলুল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসতে হবে ও তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দেওয়া ফায়ছালার সম্মুখে নিঃশর্তভাবে মাথা নত করতে হবে। তিনি বলেন, ইসলাম সকল মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছে। ইসলামের নবীও বিশ্বনবী। অতএব দলমত ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে সমবেতভাবে আকড়ে ধরার মাধ্যমে তিনি মযবুত জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

নাটোর হোসেন বিশ্বাস সালাফিইয়াহ মাদরাসা উদ্বোধন

৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ নাটোর 'হোসেন বিশ্বাস সালাফিইয়াহ মাদরাসা'-এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় শুকলপট্টী জামে মসজিদে বাদ জুম'আ অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আল্লাহ পাকের অজস্র নে'মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত হ'ল আল-কুরআনুল কারীম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকিত পথে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পরিচালিত করার জন্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজনকে সামনে নিয়ে শিল্পপতি জনাব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম বিশ্বাস তার পিতার নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'হোসেন বিশ্বাস সালাফিইয়াহ মাদরাসা'। তিনি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ মারকায একদিন নাটোরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দুর্গ হিসাবে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। এখান থেকে বের হয়ে আসবে দ্বীনের মুজাহিদরা। তাদের কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের জাহেলিয়াত দূরীভূত হয়ে অহি ভিত্তিক সুশীল সমাজ কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি এ মাদরাসার প্রতি সবার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে মহান আল্লাহ্‌র নামে -এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

জনাব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম বিশ্বাস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

উক্ত সুধী সমাবেশে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন জয়পুরহাট যেলার উপ-পরিচালক জনাব সুলতান আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, নাটোর পৌরসভার চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র উপাধ্যক্ষ শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নাটোর যেলা আন্দোলন-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ গোলাম আযম।

আল্লাহ প্রেরিত অহি-র মাধ্যমে সমাজ সংশোধন করুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার মহারাজপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত **সুধী সমাবেশে** প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর লক্ষ্য হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে জীবন গড়া। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ প্রেরিত অহি-র মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রকে সংশোধন করতে চাই। সে লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ বলিষ্ঠ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সবাইকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকামূলে সমেবেত হয়ে জান-মাল কুরবানী করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সুধী সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র ভাইস প্রিন্সিপাল শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুয্যাম্মিল হক প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা ২০০১

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে গত ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্র ও শনিবার দু'দিন ব্যাপী ১০ম কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা ও জাতীয় সম্মেলন দারুল ইমারত, নওদাপাড়া, রাজশাহী সংলগ্ন নবনির্মিত ট্রাক টার্মিনালে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন বাদ আছর হাফেয লুৎফর রহমান-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার অধ্যক্ষ ও তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। দেশের অন্যূন ৪০টি যেলা থেকে আগত কর্মী ও শ্রোতামণ্ডলীর উদ্দেশ্যে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন ১০ম কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমার সম্মানিত সভাপতি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

স্বাগত ভাষণঃ তাবলীগী ইজতেমা ২০০১-এর আহ্বায়ক শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী হামদ ও ছানার পর তার স্বাগত ভাষণে উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম, শ্রোতামণ্ডলী স্বেচ্ছাসেবক ও ইজতেমায় বিভিন্নভাবে সাহায্যকারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও স্বাগত জানান। তিনি বলেন, দেশব্যাপী হরতালের কারণে বাধ্য হয়ে ইজতেমার সময় একদিন পিছাতে হয়েছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তিনি ইজতেমাকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা ও সকলকে মনোযোগ সহকারে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য শোনার আবেদন রেখে তার স্বাগত ভাষণ শেষ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণঃ হামদ ও ছানার পর উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাবলীগী ইজতেমায় আগত ওলামায়ে কেরাম, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবি, পেশাজীবি ও জান্নাত পাগল শ্রোতামণ্ডলীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের যাবতীয় দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য হ'ল পরকালে মুক্তি ও অনাবিল শান্তি লাভ। আমাদের ছালাত, আমাদের কুরবানী, জীবন-মরণ সবকিছুই আল্লাহপাকের জন্য। আল্লাহপাক আমাদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি আমরা সত্যিকার অর্থে জান্নাত চাই, যদি আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি চাই তাহ'লে আমাদের জান-মাল, সময় ও শ্রম, আমাদের যাবতীয় প্রতিভা, চিন্তা-চেতনা সবকিছুকে পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে নিয়োজিত করতে হবে। আর পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে মানুষের সার্বিক জীবনকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অন্যূন ১৬২টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৭০ এর অধিক ইসলামপন্থী দল রয়েছে। এছাড়া রয়েছে ১৯৮১ সালে সরকারী হিসাব মতে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীর। প্রত্যেক পীরের রয়েছে পৃথক পৃথক অনুসারী, দল। প্রায় আড়াই কোটি আহলেহাদীছ ও হাযার হাযার তাবলীগ জামা'আতের ভাইয়েরা এ হিসাবের বাইরে। এই অসংখ্য দল ও মতের মুসলমানদের নিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। কিন্তু মুসলিম হিসাবে সকলে এক হলেও পরস্পরের মধ্যে রয়েছে বিস্তর দূরত্ব। তবে আদর্শিক দৃষ্টিকোণ হ'তে বিচার করলে সমস্ত দল মূলতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ দল ও ইসলামী দল। প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। ধর্মনিরপেক্ষ দলের একটি অংশ ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক উভয় জীবনে ধর্মীয় বিধানকে অস্বীকার করেন। আরেকটি অংশ কিন্তু ব্যক্তি জীবনের নিরিবিলি নির্বিঘ্ন পরিবেশে যথাসম্ভব ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করেন কিন্তু বৈষয়িক জীবনের বিস্তীর্ণ ময়দানে ইসলামী আইন ও বিধানকে কার্যতঃ অমান্য বা অস্বীকার করেন। বলা বাহুল্য শেষোক্ত দলের লোক সংখ্যা বাংলাদেশে বেশী।

অতঃপর ইসলামী দল গুলো দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ রয়েছেন তাক্বলীদের অনুসারী দল যারা অধিকাংশ জনগণের আচরিত মাযহাব অনুযায়ী ব্যক্তি ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী আইন ও

শাসন চান। অন্য ভাগে রয়েছেন তারা, যারা তাক্বলীদ মুক্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা কামনা করেন। বলা অনাবশ্যক যে, এরাই হ'লেন আহলেহাদীছ। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের প্রতিটি স্তরে আহলেহাদীছগণ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করেন। আর এটিই হচ্ছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রধান মূলনীতি। তিনি বলেন, দেশে যে রাজনীতি, অর্থনীতি শাসননীতি চালু আছে, তা এক কথায় অনৈসলামী পদ্ধতি। যার ফলে সমাজের সর্বত্র শান্তি ব্যাহত হচ্ছে। তিনি দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ এবং সরকারী দল ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অহি-র বিধানের কাছে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

পরিশেষে তিনি ইজতেমায় আগত শ্রোতামণ্ডলীকে নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানিয়ে ট্রাক টার্মিনাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পথে চলার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্‌র নামে তাবলীগী ইজতেমা ২০০১ -এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সারগর্ভ উদ্বোধনী ভাষণের পর আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরাম পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা শুরু করেন।

১ম দিনঃ প্রথম দিন আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে আলোচনা রাখেন - 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর শায়খ অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, 'আন্দোলন'-এর কুমিল্লা যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছও দারুল ইফতা সদস্য শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ হারূন, এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামীর পক্ষে শায়খ আকরামযযামন বিন আব্দুছ ছালাম ও সাতক্ষীরার তরুণ বাগ্মী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। প্রথম দিন রাত ২টায় ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

২য় দিনঃ দ্বিতীয় দিন বাদ ফজর দরসে কুরআনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। দরসে কুরআন পেশ করেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অতঃপর তাবলীগী ইজতেমার কেন্দ্রীয় কার্মসূচীর অংশ হিসাবে সকাল সাড়ে ৭-টা হ'তে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত **ওলামা ও সুধী সমাবেশ, যুবসমাবেশ, মহিলা সমাবেশ ও সোনামণি সমাবেশ** অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ আছর থেকে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে আলোচকগণ মূল্যবান আলোচনা শুরু করেন। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন, ডঃ ওমর ফারূক (রাজশাহী), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পি,এইচ,ডি গবেষণারত মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (টাঙ্গাইল), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ), মাওলানা মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা গোলাম আযম (নাটোর), মাওলানা ওমর আলী (বগুড়া), মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা), আব্দুল্লাহ বিন আবদুল হালীম (সাতক্ষীরা) প্রমুখ। দুই দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শেষ দিন বাদ ফজর সমাপনী ভাষণ পেশ করেন ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

ইজতেমায় ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), শিল্পী-নিযামুদ্দীন (কুষ্টিয়া), মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন (কুমিল্লা), আব্দুস সাত্তার (রাজশাহী) ও আবু রায়হান (সাতক্ষীরা)। ইজতেমা পরিচালনা করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ও সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ।

ওলামা ও সুধী সমাবেশঃ ইজতেমার দ্বিতীয় দিন শনিবার সকাল সাড়ে ৭ ঘটিকায় ইজতেমা প্যান্ডেলের পশ্চিম পার্শ্বে দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত ওলামা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ওলামা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওলামা ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে মূল্যবান আলোচনা পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ হারূণ। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে সম্মানিত ওলামা ও সুধীবৃন্দকে নিজ নিজ কর্মস্থলে অহি-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান এবং নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্য যথাসম্ভব কমিয়ে এনে এবং পরমত সহিষ্ণুতার মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যপ্রচেষ্টা যোরদার করার আহ্বান জানান। ওলামা সমাবেশে সঊদী আরবের ত্বায়েফ থেকে প্রেরিত বিদগ্ধ মনীষী শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আয-যাহরাণী প্রেরিত লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শুনান জনাব মুহাম্মাদ হারূণ। সেখানে তিনি সকলের প্রতি ও বিশেষ করে যুবকদের প্রতি দু'টি বিষয়ে আহ্বান জানিয়েছেনঃ (১) নিয়মিত ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা এবং (২) সাংগঠনিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।

যুবসমাবেশঃ ইজতেমার ২য় দিন শনিবার সকালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ইজতেমা প্যাণ্ডেলে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন-এর কুরআন তেলাওয়াত ও যাকির হোসাইন-এর ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। যুবসমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান। প্রধান অতিথি হিসাবে মূল্যবান আলোচনা পেশ করেন 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সমাজের কল্যাণে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যুবসমাজের সক্রিয় পদচারণা ব্যতীত সমাজের শত সঞ্চিত জাহেলিয়াত দুরীভূত করা সম্ভব নয়। যুগে যুগে যুবকরাই সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিল। এ যুগেও সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুবকদের খড়্গহস্ত হতে হবে। তিনি যুব অঙ্গনে অহিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুব বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। ১৯৯৯-২০০১ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পক্ষ হ'তে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন- আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা), আকবর হোসাইন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), রবীউল ইসলাম (কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়), মহীদুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), এস,এম রুহুল আমীন (কুমিল্লা) ও ফারুক আহমাদ (নাটোর)। অতঃপর ২০০১-২০০৩ সেশনের মনোনীত সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সমাবেশের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

মহিলা সমাবেশঃ একইদিন বেলা ১০টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে ইজতেমার মহিলা প্যাণ্ডেলে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুসাম্মাৎ তাহেরুন্নেসা-এর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, অহিভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সোনালী যুগে বিদুষী মহিলাগণ অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ যুগেও দ্বীন ইসলামের খিদমতে মা-বোনদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেক গৃহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলের দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি মা-বোনদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'য় যোগদান করে মহিলাদের মধ্যে কার্যক্রম যোরদার করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সোনামণি সমাবেশঃ ইজতেমার ২য় দিন যুব সমাবেশ শেষে একই স্থানে 'সোনামণি সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের রিপোর্ট সোনামণিদের পাতায় দ্রষ্টব্য।

যুবসংঘ

কর্মী সমাবেশ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গত ২৮শে ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার 'ঈদুল ফিৎর'-এর দিন বিকালে বুড়িচং থানার ঐতিহ্যবাহী 'আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী' প্রাঙ্গণে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার সভাপতি জনাব আহমাদ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, যুবকদেরকে জান্নাতমুখী ও আখেরাতমুখীরূপে গড়ে তোলার জন্য নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বলিষ্ঠ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এই জান্নাতী কাফেলা দিকভ্রান্ত মানব সমাজকে জান্নাতের পথে, নাজাতের পথে, অহি-র বিধানের পথে আহ্বান জানায়। তিনি সবাইকে এ কাফেলায় যোগদান করে অহিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় জান-মাল কুরবানী করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ যুবকদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্রোতধারায় জীবন ও যৌবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবসংঘের যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবু ত্বাহের, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুল হক্ব, সাবেক যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম, যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন, জগতপুর উত্তরপাড়া শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ যা'ফর ইকরাম প্রমুখ।

কুমিল্লা হাদীছ ফাউণ্ডেশন শাখার উদ্যোগে ইসলামী সম্মেলন

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার আরাগ-আনন্দপুর শাখার উদ্যোগে গত ১লা জানুয়ারী সোমবার স্থানীয় হাইস্কুল মাঠে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামি'র গবেষণা বিভাগের পরিচালক মুহাম্মাদ আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম, নরসিংদী যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসায়েন, রামপুর মহিলা দাখিল মাদরাসার সুপার মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান, মুহাম্মাদ জা'ফর ইকরাম প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ইসলামী জাগরণী, উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

'বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে যুবকদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভা

গত ১৯শে জানুয়ারী ২০০১ রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার নওদাপাড়া বাজার মসজিদ শাখার উদ্যোগে 'বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে যুবকদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা বাজার মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ ইনতায আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার চাইতে কোন অংশে কম নয়। খুন, রাহাজানি, হত্যা, ধর্ষণ, অনৈতিকতা বর্তমানে চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, এই অবস্থার

পরিবর্তনে রহমানী খেয়ালের যুবকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। যুগে যুগে রহমানী খেয়ালের যুবকরাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সকল প্রকার অসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান যুগেও সমাজের কল্যাণে ও মানবতার মুক্তির জন্য যুবকদেরকে অহিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে একদিন অহি-র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজ থেকে সকল প্রকার অহি বিরোধী কার্যকলাপ দূরীভূত হবে। তিনি যুবকদেরকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পতাকা তলে সমবেত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অফিস সহকারী মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক। আলোচনা সভায় ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী এলাকা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম।

২০০১-২০০৩ সেশনের জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০১ রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন' রাজশাহী নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। কাউন্সিল সম্মেলন উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)-কে ২০০১-২০০৩ সেশনের জন্য সভাপতি মনোনীত করেন এবং তাঁর বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও কর্মীদের মধ্য হ'তে যোগ্য ব্যাক্তিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠন করেন এবং তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ নিম্নরূপঃ

১. মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)ঃ সভাপতি, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, এম.এম. বি.এ (অনার্স) এম.এ এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২ হাবীবুর রহমান মীযান (কুষ্টিয়া)ঃ সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, বি.এ (অনার্স) এম.এ (ডাবল)।

৩. মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা)ঃ সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, এম.এম, বি.এ (অনার্স) এম.এ (ফলপ্রার্থী)।

৪. এ.এস.এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা)ঃ সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, বি.এ (পাস) এম.এ।

৫. মুহাম্মাদ শাহীদুযযামান ফারূক (সাতক্ষীরা)ঃ অর্থ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, এম.এম.বি.এ (অনার্স) এম.এ (ফলপ্রার্থী)।

৬. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)ঃ প্রশিক্ষণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, বি.এ (অনার্স) এম.এ (অধ্যয়নরত)।

৭. মুহাম্মাদ আবু ত্বাহের (গাইবান্ধা)ঃ তাবলীগ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, বি.এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ।

৮. মুহাম্মাদ আকবর হুসাইন (যশোর)ঃ সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, বি.এ (অনার্স) এম.এ (অধ্যয়নরত)।

৯. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন (রাজশাহী)ঃ দফতর সম্পাদক, কর্মী, আলিম ২য় বর্ষ।

রিয়াদ শাখার উদ্যোগে ইসলামী সম্মেলন

রিয়াদ, সঊদী আরবঃ গত ১২ই জানুয়ারী ২০০১ইং রোজ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রিয়াদ শাখার উদ্যোগে স্থানীয় 'ছানাইয়া জাদীদ ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার' সংলগ্ন জামে মসজিদে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ হারূণ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সেন্টার'-এর সম্মানিত মুদীর শায়খ আবু মুহান্নাদ মুহাম্মাদ আল-খুলাক্বী। ক্বারী আব্দুল মান্নান আরশাদ (খুলনা)-এর তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওনায়যাহ ইসলামিক সেন্টার-এর শিক্ষক শায়খ আব্দুর রশীদ (সিলেট), মাওলানা মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ (পাবনা), মুহাম্মাদ ইবরাহীম (টাঙ্গাইল), আবুল কালাম আযাদ (সাতক্ষীরা), আব্দুল হামীদ (বর্ধমান, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত), মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক (বীরভূম, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত) প্রমুখ। সম্মেলন পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ আজমাল হোসায়েন (সিলেট)। সম্মেলনে ১২/১৩শ' লোকের সমাগম হয়।

হজ্জ প্রশিক্ষণ ২০০১

'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে চলতি বছরের হজ্জযাত্রীদের রাজশাহী অঞ্চলের হাজীদের নিয়ে এক বিশেষ হজ্জ প্রশিক্ষণ গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রোজ মঙ্গলবার দারুল ইমারত নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে হজ্জের ফযীলত, প্রকারভেদ, ইহরামের নিয়ম ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ, হজ্জ ও ওমরাহর নিয়মাবলী, প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ, এক নযরে হজ্জ ও প্রধান প্রধান ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র ভাইস প্রিন্সিপাল ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান। এসময়ে তিনি হজ্জ যাত্রীদেরকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রণীত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বইটি সংগ্রহ করার এবং বইটি অনুসরণ করে হজ্জ সম্পাদনের আহ্বান জানান। অতঃপর স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর আবাসিক ডাক্তার মুহাম্মাদ মুহসিন আলী। বিদায়ের পূর্বে বাদ মাগরিব হ'তে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সম্মানিত হজ্জ যাত্রী ভাইদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ও তাদের নিকটে সংগঠনের সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের জন্য দো'আ কামনা করেন।

অতঃপর ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী রোজ রবি ও সোমবার ঢাকার উত্তরাস্থ 'তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ)' অফিসে সকল হজ্জ যাত্রীদের নিয়ে দু'দিন ব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র অধ্যক্ষ সঊদী মাব'উছ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী হজ্জ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে দিনাজপুর যেলার নবাবগঞ্জ থানার জনাব মুশাররফ হোসায়েনকে এ বছরের হজ্জ কাফেলার 'আমীর' নিযুক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, 'আল-কাওছার হজ্জ কাফেলার' উদ্যোগে প্রেরিত হাজীগণ সঊদীয়া এয়ার লাইন্স যোগে ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং আগামী ১৬ই মার্চ শুক্রবার একইভাবে তাঁরা ঢাকায় অবতরণ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১৭৬)ঃ আমাদের এখানে বাগুড় বাজার জামে মসজিদের সামনে দীর্ঘদিন থেকে তিনটি কবর ছিল। মসজিদে মুছল্লী সংকুলান না হওয়ায় পূর্ব দিকে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়। কিন্তু কবর তিনটি স্থানান্তরিত না করে কবরের উপরেই পাকা করে কাতার করা হয়। এখন সেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হচ্ছে। এভাবে কবরের উপরে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-আব্দুল মতীন
গ্রামঃ বরকামতা, পোঃ চান্দিনা
কুমিল্লা।

উত্তরঃ কবর পাকা করা, চুনকাম করা, কবরে বসা, সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবী ও নেককার ব্যক্তিদের কবরগুলিকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা যেন তা কর না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর যিয়ারতকারিনী মহিলা, কবরে ছালাত আদায়কারী (ও কবরে বাতি দানকারী) ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন *(নাসাঈ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৪০)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, 'কবরে আলোকসজ্জা করা এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হারাম। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই' *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ পৃঃ ৪৫)*।

উপরোল্লেখিত ছহীহ দলীল সমূহের আলোকে বলা যায় যে, মসজিদের ভিতরে কবর রাখা যাবে না। প্রশ্নে উল্লেখিত মসজিদের কবরগুলি দ্রুত স্থানান্তরিত করতে হবে। অর্থাৎ কবর খুঁড়ে প্রাপ্ত হাড়-হাড্ডিকে অন্যত্র দাফন করতে হবে। অন্যথায় সেখানে ছালাত হবে না। উল্লেখ্য যে, শারঈ ওযর বশতঃ যরূরী কারণে কবর পুনঃখনন, লাশ উত্তোলন ও স্থানান্তর করণ জায়েয আছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৬)*।

প্রশ্ন (২/১৭৭)ঃ 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' শব্দ দু'টি পাশাপাশি লেখা যাবে কি? অনেক যানবাহন, মসজিদ ও ক্যালেণ্ডারে الله। محمد লেখা দেখা যায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন
পলাশবাড়ী, নীলফামারী।

উত্তরঃ الله। ও محمد শব্দ দু'টি পাশাপাশি লেখা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাশাপাশি রেখে সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যা নিঃসন্দেহে শিরক। অনেক গাড়ীর সামনে 'আল্লাহ' ও 'খাজা গরীব নেওয়ায' লেখা দেখা যায়। এটি আরও জঘন্য শিরক। এমনকি শুধু 'আল্লাহ' শব্দও লেখা ঠিক নয়। কেননা এর ফলে আল্লাহ্র অদৃশ্য সত্তার প্রতি আকর্ষণ কমে গিয়ে দৃশ্যমান শব্দটির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেছেন, 'তোমরা আমাকে নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করো না। নাছারাগণ যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি আল্লাহ্র একজন বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বল 'আব্দুল্লাহি ওয়া রাসূলুহূ' 'আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৯৭)*। অতএব শুধু 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' শব্দ দু'টিকে বিশেষ সম্মানের উদ্দেশ্যে কোন দর্শনীয় স্থানে লেখা বা লিখে টাঙিয়ে রাখা যাবে না।

প্রশ্ন (৩/১৭৮)ঃ ছালাত পরিত্যাগকারীরা কি সত্যিকার অর্থে জাহান্নামী? একটি চটি বইয়ে দেখলাম ছালাত পরিত্যাগকারী কাফির। এর সত্যতা জানতে চাই।

-সাইফুদ্দীন
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারীকে হাদীছে 'কাফের' বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৬২৩; নাসাঈ ১/২৩১ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৯১)*। তবে তারা কালেমায়ে শাহাদাতকে অস্বীকারকারী কাফেরদের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং খালেছ অন্তরে কালেমায় বিশ্বাসী হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে তারা মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায় *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৭৩-৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৯)*।

প্রশ্ন (৪/১৭৯)ঃ ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদাত কখন কোন প্রেক্ষিতে হয়েছিল। সঠিক তথ্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছাবেত আলী
বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ হুসায়েন (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইরাকের কূফা বাসীগণ তাঁকে সেখানে

আসার আহ্বান জানায়। বয়োজ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণ হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় না যাওয়ার এবং কূফা বাসীদের উপর কোনরূপ আস্থা না রাখার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে কূফায় গমন করলে ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররম তারিখে সেখানে মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৮/১৭২-৭৩)*।

উল্লেখ্য যে, হুসায়েন (রাঃ)-এর মর্যাদাকে নবীদের কাছাকাছি পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য শী'আরা তাঁকে 'ইমাম' হিসাবে অভিহিত করে থাকে ও তাঁর নামের শেষে 'আলায়হিস সালাম' বা সংক্ষেপে (আঃ) লিখে থাকে। তাদের মতে ইমামগণ নবীদের ন্যায় নিষ্পাপ বা মা'ছূম। এই আক্বীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতএব তাঁর নামের আগে 'ইমাম' ও শেষে (আঃ) লেখা ঠিক নয় *(দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রবন্ধঃ আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় মে' ৯৮)*।

প্রশ্ন (৫/১৮০)ঃ কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে অথবা সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে এর প্রতিদান কি হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
মৌগাছী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুসলমানদেরকে পারস্পরিক সম্মান রক্ষা ও যালেমের হাত থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য। এতে মহা পুরস্কারের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিবাদ করল, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে আগুনকে দূরে সরিয়ে নিবেন। অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে যুছ ছা-লেহীন রক্ষা করবেন' *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান; রিয়ায হা/১৫২৮)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম ভাইয়ের জান-মাল-ইযযত রক্ষার্থে নিহত ব্যক্তি শহীদ-এর মর্যাদা পাবেন বলে উল্লেখ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, রিয়ায অধ্যায় ২৩৫, হা/১৩৫৪, ১৩৫৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ। 'আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৬/১৮১)ঃ গীবত বা পরনিন্দার শারঈ হুকুম কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মেছবাহুল ইসলাম
বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ গীবত বা পরনিন্দা সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ ঐসব লোকদের জন্য, যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে' *(হুমাযাহ ১)*। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'গীবতকারী বা চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৩)*। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ছহীহ হাদীছেও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, রিয়াযুছ ছা-লেহীন হা/১৫২৩ 'গীবত ও জিহ্বার হেফাযত' অধ্যায়, মিশকাত হা/৪৮২৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায হা/১৫১২, মিশকাত হা/৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৮)*।

প্রশ্ন (৭/১৮২)ঃ সূদী ব্যাংকে জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ গরীবদের মাঝে বন্টন করা যাবে কি?

- সাঈদুল ইসলাম
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ প্রথমতঃ সূদী ব্যাংকে টাকা জমা করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা আল্লাহপাক ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা সূদদাতা, সূদ-এর লেখক ও স্বাক্ষীদ্বয়-এর প্রতি লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। তবে সূদের টাকা হস্তগত হ'লে তা গরীবদের মাঝে বন্টন ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যায়। যদিও এতে পরকালে কোন নেকী পাওয়ার আশা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ পাক হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১; আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৭১)*।

প্রশ্ন (৮/১৮৩)ঃ আমার স্বামী জমির দলীল ব্যাংকে জমা রেখে 'সিসি' নামক ঋণ গ্রহণ করেছেন। আমার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি এ সূদভিত্তিক ঋণ পরিত্যাগ করেননি। এমতাবস্থায় এ সূদের টাকার খাবার ও পোষাক পরে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে কি?

- বেদানা
বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ সূদভিত্তিক সম্পদ হারাম। আর হারাম ভক্ষণ করে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ব্যতীত কবুল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে নারীরা সাধারণতঃ পুরুষদের অধীনে থাকেন। তাদের দায়িত্ব হ'ল স্বামীদেরকে দ্বীনের বিষয়ে সহযোগিতা করা এবং বৈধ উপার্জনে উৎসাহিত করা। অতএব সাধ্যমত হারাম পরিত্যাগের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ও আল্লাহ্‌র নিকটে তাওফীক কামনা করতে হবে।

প্রশ্ন (৯/১৮৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার সন্তানের জন্মের ৭ দিন পর তার স্ত্রীকে দুই তালাক প্রদান করে। ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু এখন সে তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে চায়। শরী'আতের দৃষ্টিতে সে তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে কি?

- মেছবাহুল ইসলাম
বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বামী তার স্ত্রীকে দুই তুহরে দুই তালাক প্রদানের পর ফেরত নিতে পারে। আল্লাহপাক দুই তালাক পর্যন্ত স্ত্রী ফেরত নেওয়ার সুযোগ রেখেছেন *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে তিন তুহরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/২০৮০)*। এক বা দুই তালাক দেওয়ার পরে তিন ঋতুর মধ্যে স্ত্রী ফেরত নিলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী ফেরত নিতে পারবে *(বাক্বারাহ ২৩২)*। উল্লেখ্য যে, একই তুহরে একাধিক তালাক দিলে তা এক তালাকে রাজ'ঈ হিসাবে গণ্য হয় এবং ইদ্দত কালের মধ্যে রাজ'আতের মাধ্যমে এক ইদ্দত শেষ হ'লে নূতন বিবাহের মাধ্যমে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে *(মুসলিম, হা/১৪৭২-৭৩; দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রনীত তালাক ও তাহলীল পৃঃ ৩৪-৪০)*।

প্রশ্ন (১০/১৮৫)ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য মনীষীদের লেখা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়া যাবে কি?

-শওকত আলী
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ

উত্তরঃ ইসলাম সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নাযিল হয়েছে। ইসলাম আসার পরে বিগত সকল ধর্মের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অতএব পিছনের কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা উচিত নয়। তাছাড়া এর দ্বারা আক্বীদায় দুর্বলতা আসাও বিচিত্র নয়। ওমর ফারূক (রাঃ) একবার রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে তাওরাৎ খুলে পড়তে শুরু করেন। এতে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হন ও আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলেন, যদি আজ মূসা (আঃ)-এরও আবির্ভাব ঘটতো, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা সোজা পথ হ'তে বিচ্যুত হ'তে। যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন ও আমার নবুঅত পেতেন, তাহ'লে অবশ্যই তিনি আমার ইত্তেবা করতেন' *(দারেমী, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/১৭৭, ১৯৪)*।

প্রশ্ন (১১/১৮৬)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করতে পারবে কি?

- ডাঃ মামূন
গোড়দহ, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মিসওয়াক করে ধৌত করার জন্য মিসওয়াকটি আমাকে দিতেন। আমি তখন ঐ মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করতাম। অতঃপর ধৌত করে রেখে দিতাম' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮৪ 'তাহারৎ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১২/১৮৭)ঃ যে সব পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে পারেন না, তাদের করণীয় কি?

- মিছবাহুল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে সব পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নন অথবা এমন রোগী যার সুস্থতার তেমন আশা নেই, তাদের পক্ষ থেকে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়, সে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে' (বাক্বারাহ ১৮৪)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াতটি ঐ সব বয়স্ক পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়। তারা প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে *(বুখারী, হাইয়াতু কেবারিল উলামা ১/৪২২)*। আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ জন মিসকীন খাইয়েছিলেন *(ফাৎহুলবারী ৮/২৮; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১)*।

প্রশ্ন (১৩/১৮৮)ঃ হায়েয বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় কি?

- ফাতেমা
মাষ্টারপাড়া
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মেয়েদের জন্য 'হায়েয' অপরিহার্য করে দিয়েছেন *(বুখারী ১/৪৩ পৃঃ)* এবং উক্ত অবস্থাকে 'অশুচি' বলেছেন *(বাক্বারাহ ২২২)*। নাপাকীর দিনগুলিতে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্য দিনে ছিয়াম পালন করাই সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৬৪৪, 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন ক্ষতি না হ'লে এবং বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে চিকিৎসার মাধ্যমে সাময়িকভাবে 'হায়েয' প্রতিরোধ করে ছিয়াম পালন করা যায় *(বিস্তারিত দেখুনঃ হাইয়াতু কেবারিল উলামা ৪৪৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৮৯)ঃ আছরের জামা'আতের সাথে যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান
পোষ্ট বক্স নং ২৬৭৩০
মানামা, বাহরায়েন।

উত্তরঃ আছরের জামা'আতের সাথে যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে না। কোন ব্যক্তির যোহরের ছালাত ক্বাযা থাকলে, আর এ অবস্থায় আছরের জামা'আত শুরু হ'লে তাকে প্রথমে জামা'আতে আছরের ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন কোন ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। আলোচ্য হাদীছে ঐ ফরয ছালাতকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'ল। অতএব আছরের জামা'আতের সাথে যোহরের ফরয ছালাতের নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৫/১৯০)ঃ এক বছর বয়সে মামীর দুধ পান করলে বড় হয়ে ঐ মামীর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- শাহীন প্রধান
বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত মামাতো বোনকে বিবাহ করা যাবে না। কেননা সে তার দুধ বোন হয়েছে। আর দুধ বোনকে বিবাহ করা হারাম *(নিসা ২৩)*। দুধ পানের সময়সীমা পূর্ণ দু'বছর *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। দু'বছর বয়সের মধ্যে কেউ দুধ পান করলে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ উক্ত মহিলা তার 'দুধ মা' হবেন। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত বিবাহ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৬/১৯১)ঃ মাসিক অবস্থায় স্ত্রীদের পৃথক বিছানায় রাখা শরী'আত সম্মত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী সর্বদা একত্রে বসবাস করবে, এটাই সুন্নাত। মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে পৃথক করা ইহুদীদের কাজ। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের কোন স্ত্রী লোকের যখন মাসিক হ'ত, তখন স্বামীরা তাদের সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করত না, একত্রে থাকত না। এ বিষয়ে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহপাক সূরা বাক্বারাহর ২২২ নং আয়াত নাযিল করেন। যেখানে মাসিক অবস্থায় শুধু সহবাস নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস ব্যতীত সবকিছু করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমার মাসিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮)*। অতএব, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীদের বিছানা পৃথক করা শরী'আত সমর্থিত নয়। তবে সীমা লংঘনের ভয় থাকলে পৃথক থাকায় দোষ নেই।

প্রশ্ন (১৭/১৯২)ঃ খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- আশরাফ আলী
বালীজুড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ যেকোন অবস্থায় সালাম প্রদান করা যায়। এমনকি ছালাতরত অবস্থাতেও সালাম দেওয়া এবং ইশারা করে তার উত্তর দেওয়ার কথা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং খাওয়ার সময় যে সালাম দেওয়া যাবে, একথা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখনই তোমরা কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে সে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সালাম প্রদান করবে' *(মুসলিম ২/২১৩ পৃঃ)*। অন্যত্র বর্ণিত আছে, 'একজন মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের নিকট থেকে যেকোন অবস্থায় সালাম পাওয়ার অধিকার রাখে' *(মুসলিম, ঐ)*।

অতএব পেশাব ও পায়খানা ব্যতীত অন্য সকল অবস্থায় সালামের উত্তর প্রদানে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৯৩)ঃ জনৈক আলেম খুব জোরালোভাবে ফৎওয়া প্রদান করেছেন যে, এক মুঠ পরিমাণ দাড়ি রাখা সুন্নাত। এর অতিরিক্ত রাখা হারাম। তার কথার সত্যতা জানতে চাই।

- সেকান্দার আলী
সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা ফরযের কাছাকাছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর। দাড়ি পূর্ণরূপে রাখ এবং গোঁফ ছোট করে ছাঁট' *(বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'গোঁফ ছাঁটা ও দাড়ি পূর্ণরূপে রাখা ইসলামের স্বভাবভুক্ত বিষয়। অগ্নিপূজকরা তাদের গোঁফ পূর্ণরূপে রাখে এবং দাড়ি ছোট করে ও কেউ চেছে ফেলে। সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন কর। তোমরা তোমাদের গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও' *(বুখারী, ফৎহ সহ ১০/৩৬২, 'লিবাস' অধ্যায় অনুচ্ছেদ নং ৬৪, ৬৫, হা/৫৮৯২-৯৩)*।

স্বাভাবিক অবস্থায় দাড়ি মুণ্ডনের কোন প্রমাণ নেই। এক মুঠের অধিক দাড়ি কর্তন করার যে বর্ণনা এসেছে, তা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর নিজস্ব আমল হিসাবে, হজ্জ ও ওমরার সময় মাথা মুণ্ডনের সাথে

সম্পর্কিত। অন্য সময় তাঁরা এরূপ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জাবির (রাঃ) বলেন, হজ্জ ও ওমরাহ ব্যতীত অন্য সময় আমরা দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে রাখতাম *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান; ঐ)*।

বুখারীর ভাষ্যকার কিরমানী বলেন, সম্ভবতঃ ইবনু ওমর (রাঃ) হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার কুরআনী হুকুমকে *(ফাৎহ ২৭)* একত্রিতভাবে আমল করতে গিয়ে হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন ও দাড়ি ছোট করতেন' *(ফাৎহুল বারী ১০/৩৬২)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯৪)ঃ মহিলারা মহিলা ইমামের ইমামতীতে ফরয ছালাতসমূহ আদায় করবে, না পৃথকভাবে একাকী পড়বে। জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শুকরানা সুলতানা
দাওনাবাদ, নাটোর।

উত্তরঃ মহিলাগণ মহিলা ইমামের ইমামতীতে জামা'আতবদ্ধ ভাবে ফরয ছালাতসমূহ আদায় করতে পারেন। আবার একাকীও পড়তে পারেন। রায়েত্বা আল-হানাফিইয়াহ বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) ফরয ছালাত সমূহে মহিলাদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ইমামতী করতেন *(বায়হাক্বী ৩/১৩১ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*। উম্মে ওয়ারাক্বাহ বিনতে আব্দুল্লাহ আনছারিইয়াহ (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে তার বাটীস্থ সকলের জন্য ছালাত সমূহের জামা'আতের ইমামতী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(আবুদাঊদ)*। ইবনু খুযায়মা একে 'ছহীহ' বলেছেন *(শাওকানী, আস-সায়লুল জারার (বৈরুতঃ ছাপা, তাবি) ১/২৫১; ঐ, নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ছাপা ১৯৭৮ ৪/৬৩)*।

প্রশ্ন (২০/১৯৫)ঃ বৃহত্তর রংপুর ও কুষ্টিয়া সহ দেশের অনেক যেলাতে তামাকের ব্যাপক চাষাবাদ করা হয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে তামাকের চাষাবাদ করা কি জায়েয?

- শাব্বীর আহমাদ
আগড়াকুণ্ডা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তামাক হ'তে সিগারেট, বিড়িসহ বিভিন্ন রকমের মাদক দ্রব্য তৈরী করা হয়, যাকে শরী'আতে স্পষ্টভাবে হারাম বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তাই মাদকতা' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৩৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮-৩৯)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'যে জিনিষের অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে তার কম পরিমাণও হারাম' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৪৫)*।

উপরোল্লেখিত দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, তামাক হ'তে যে সব মাদক দ্রব্য তৈরি করা হয়, সেগুলির কমবেশী সবই হারাম। সুতরাং এই হারাম জিনিসের উৎস হিসাবে তামাক, গাঁজা ইত্যাদির উৎপাদন নিঃসন্দেহে হারাম। অতএব তামাকের চাষাবাদ পরিহার করা একান্তভাবেই যরূরী।

প্রশ্ন (২১/১৯৬)ঃ যোহর ও আছর ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এবং আছর ও মাগরিব ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো জায়েয কি-না? দিনের বেলায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে কি দো'আ পড়তে হবে?

- আরীফ হোসাইন
হাতেম খাঁ, রাজশাহী-৬০০০।

উত্তরঃ ছালাতের সময় ব্যতীত মানুষ প্রয়োজনে যেকোন সময় ঘুমাতে পারে। ঘুমন্ত অবস্থায় যদি ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়, তাহ'লে ঘুম ভাঙ্গা মাত্রই ছালাত আদায় করে নিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩)*।

ঘুমানোর সময় যে দো'আ বর্ণিত তা সবসময় প্রযোজ্য। দো'আটি হচ্ছে- اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَى

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নামে মৃত্যুবরণ করলাম (ঘুমালাম) এবং তোমার নাম নিয়ে জীবিত (জাগ্রত) হব' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২)*।

প্রশ্ন (২২/১৯৭)ঃ ছিয়াম অবস্থায় কারু যদি বমি হয়, তাহ'লে ছিয়াম হবে কি?

- আছীরুদ্দীন
গয়নাকুড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং তদস্থলে একটি ছিয়াম পালন করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমন হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কারু অনিচ্ছায় বমন হয়, তাহ'লে তাকে ক্বাযা করতে হবে না। আর যদি ইচ্ছা করে বমন করে, তাহ'লে তদস্থলে ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে' *(আহমাদ, বুলূগুল মারাম হা/৬৫৫)*।

প্রশ্ন (২৩/১৯৮)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কুরআনের আয়াত 'মিনহা খালাক্বনাকুম...' দাফনের দো'আ হিসাবে পড়া যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- মুশাররফ হোসাইন
দরগাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় সূরা ত্বা-হার ৫৫ নং আয়াত 'মিনহা খালাক্বনা-কুম...' পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে বর্ণিত বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেম-এর হাদীছটি 'যঈফ' *(নায়লুল আওত্বার 'জানাযেয' অধ্যায় ৫/৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৪/১৯৯)ঃ বার বার ছগীরা (ছোট) গোনাহ করলে সেটি ছগীরাহ থেকে যায়, না কবীরা গোনাহে পরিণত

হয়? আমলনামায় কি ছোট-বড় সব ধরনের গোনাহ লেখা থাকবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুর শুকুর
সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কাবীরা গোনাহে পরিণত হয়ে যায়। হযরত ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَكَبِيْرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ وَلاَ صَغِيْرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ 'ইস্তেগফার করলে কাবীরা গোনাহ থাকে না। আর বারবার করলে তা আর ছগীরা গোনাহ থাকে না' *(মুসলিম, নববী সহ 'ঈমান' অধ্যায় ১/৬৫ পৃঃ)*। মানুষ হাশরের ময়দানে নিজের ছোট-বড় সব গোনাহ তার সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে *(কাহ্‌ফ ৪৯)*। সুতরাং মানুষের আমলনামায় বালুকণার ন্যায় ছগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ লেখা থাকবে।

প্রশ্ন (২৫/২০০)ঃ ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

- আব্দুল হাদী
নলছিটি, সাঘাটা
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ এটা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর এমন দায়িত্ব ন্যস্ত করেন না, যা মানুষের সাধ্যাতীত *(বাক্বারাহ ২৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) অপবিত্র অবস্থায় প্রভাত করতেন এবং গোসল করে ছিয়াম পালন করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০১ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২০১) বর্তমানে কিছু আলেম বলছেন, যারা ছালাত আদায় না করে মারা যাবে, তাদের ছালাতে জানাযা তারাই পড়াবে, যারা ছালাত আদায় করে না। একথা কি সত্য?

-ছদরুল ইসলাম
মেলান্দী, গোছা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ কথা ঠিক নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) কোন ঋণগ্রস্থ ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিজে পড়াতেন না; ছাহাবীদেরকে পড়তে বলতেন *(ছহীহ নাছাঈ হা/১৮৫১, ১৮৫৬)*। অতএব বর্তমানে কোন ইমাম বা কোন পরহেযগার ব্যক্তি (সতর্ক করার জন্য) নিজে কোন অপরাধী ব্যক্তির ছালাত আদায় না করে অন্যের দ্বারা পড়াতে পারেন।

প্রশ্নঃ (২৭/২০২) ইস্তিস্ক্বার ছালাত আদায়ের সময় ঈদায়নের ছালাতের ন্যায় ১২ তাকবীর দিতে হবে কি?

-মুহসিন
নামোশংকর বাটি
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইস্তিস্ক্বার ছালাতে ঈদায়নের ছালাতের ন্যায় ১২ তাকবীর দিতে হবে না। বরং সাধারণ ছালাতের ন্যায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে ও দো'আ করবে। ইস্তিস্ক্বার ছালাতে ১২ তাকবীরের প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইস্তিস্ক্বার ছালাতে ১২ তাকবীর সম্পর্কে একটি হাদীছ সংকলন করেছেন। কিন্তু হাদীছটি 'যঈফ' *(ইরওয়া হা/৬৬৬)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২০৩) 'স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত' একথার প্রমাণে কি কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে? থাকলে হাদীছের কোন্ কিতাবে আছে জানালে উপকৃত হব।

-শাকিল আহমাদ
লালগোলা বাজার
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ 'স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত'- একথার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে স্বামীর আনুগত্যে ও তার সন্তুষ্টিতে স্ত্রী জান্নাত লাভ করতে পারে, এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতে যাবে' *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ২৮১ সনদ হাসান)*। তবে পিতা-মাতার পায়ের নিকটে জান্নাত রয়েছে এ মর্মে হাদীছ রয়েছে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৯৩৯ সনদ 'জাইয়িদ')*।

প্রশ্ন (২৯/২০৪)ঃ মাদরাসায় দানকৃত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-কোবাদ মাষ্টার
খয়েরসূতী, পাবনা।

উত্তরঃ মাদরাসায় দানকৃত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ দ্বীনী মাদরাসা ও মসজিদ উভয়টিই আল্লাহ্‌র জন্য নির্মিত হয়েছে। তবে যেহেতু মসজিদ নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে থাকে। সেকারণ মাদরাসা কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষভাবে মসজিদের জন্য ওয়াক্বফ হওয়া ভাল। আল্লাহ বলেন, 'মসজিদ সমূহ আল্লাহ্‌র জন্য। তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে আহবান করোনা' *(জ্বিন ১৮)*।

প্রশ্ন (৩০/২০৫)ঃ আমরা যারা প্রবাসী, আমাদেরকে দীর্ঘদিন স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। আমার প্রশ্ন, একজন বিবাহিত পুরুষ কতদিন তার স্ত্রী হ'তে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে?

- আব্দুল্লাহ
পোঃ বক্স নং ২৯১৮৭
আবুধাবী।

উত্তরঃ উল্লেখিত বিষয়ে শরী'আতে কোন সীমা নির্ধারিত নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে যতদিন ইচ্ছা বিচ্ছিন্ন থাকা যায়। ছাহাবীগণ যুদ্ধের জন্য দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৮)*। ওমর

(রাঃ) নিখোঁজ স্বামীদের নারীদেরকে চার বছর অপেক্ষা করতে বলতেন *(মুহাল্লা ৯/৩১৬ পৃঃ)*। তিনি সৈন্যদেরকে ছয় মাস পরে স্ব স্ব কর্মস্থল থেকে বাড়ীতে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেখানে যাওয়া-আসা দু'মাস ও বাড়ীতে অবস্থান চার মাসকাল নির্ধারিত হয় *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী পৃঃ ৩৩০)*। এ থেকে বুঝা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় ছয় মাসের অধিক সময় স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা উচিত নয়।

প্রশ্ন (৩১/২০৬)ঃ সূরা সিজদার ৯নং আয়াতে হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি রূহ সঞ্চারের যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা কি আদম (আঃ)-এর দেহে ছিল, না ভ্রূণের মধ্যে ছিল? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহজাহান
নকলা
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ বর্ণিত আয়াতে আদম (আঃ)-এর প্রতি যে রূহ সঞ্চারের কথা বলা হয়েছে, তা আদম (আঃ)-এর দেহে ছিল, ভ্রূণে নয় *(তাফসীরে কুরতুবী/সাজদাহ ৯; যুবদাতুত তাফসীর ৫৪৫ পৃঃ; তাফসীরে জালালাইন ৩৪৯ পৃঃ)*। কেউ কেউ ভ্রূণের কথাও বলেছেন। তবে প্রথম অভিমতটিই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন (৩২/২০৭)ঃ মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি এড়ানোর কোন উপায় আছে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তরঃ মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি এড়ানোর কিছু পদ্ধতি কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা রয়েছে' *(নূর ৩০)*। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে মেয়েদের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে চক্ষু ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪)*। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নারী শয়তানের রূপে আসে এবং শয়তানের রূপে যায়। তোমাদের কারু নিকটে যখন কোন নারী ভাল লাগে এবং সে তার অন্তরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন আপন স্ত্রীর নিকটে গমন করে... এটা তার অন্তরে যা আছে, তা দূর করে দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৫)*।

প্রকাশ থাকে যে, এ ধরনের পাপ থেকে বাঁচার জন্য এ দো'আটি পড়া বাঞ্ছনীয়।-

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুক্বা ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল গেনা' *(মুসলিম হা/২৪৮৪)*।

প্রশ্ন (৩৩/২০৮)ঃ ঈদের ছালাত শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যায় কি?

- হেলালুদ্দীন
পাকুড়িয়া, মহিষকুন্ডি বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায়নি। তবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন, আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী; সিলসিলা ছাহীহাহ ১/২৫২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/২০৯)ঃ ব্যাঙ মারা এবং এর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয কি?

- জালালুদ্দীন
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ব্যাঙ মারা এবং ব্যাঙ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ জায়েয নয়। আব্দুর রহমান ইবনে ওছমান (রাঃ) বলেন, জনৈক ডাক্তার ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরি করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/২১০)ঃ কবর স্থানান্তর না করে কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, এমন মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-খোদাবখ্শ
চর প্রতাপপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
পাবনা।

উত্তরঃ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ এবং ঐ মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা কবরের উপর বসোনা এবং কবরের দিকে ফিরে ও কবরের উপরে ছালাত আদায় কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮; ফৎহুল বারী 'মুশরিকদের কবর খনন' অধ্যায় ১/৬২৪ পৃঃ)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সম্পূর্ণ পৃথিবী ছালাতের স্থান' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩৭)*। তবে কবর স্থানান্তর করে মসজিদ বহাল রাখা যাবে *(বুখারী ফৎহ সহ হা/১৩৫১-৫২; ৩/২৫৪)*।